উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 19 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 210 JAL

দৌড়ে নেই ‘লাপতা লেডিজ’

সাতের পাতায়

পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব বাংলাদেশে

সাতের পাতায়

কিশোরী বিক্রির চেষ্টায় রাস্তায় দরদাম

সুশান্ত ঘোষ ও বিশ্বজিৎ সাহা

মালবাজার ও মাথাভাঙ্গা, ১৮ ডিসেম্বর : মাঝরাতে মাল বাসস্ট্যান্ডে মাথাভাঙ্গা থেকে এক কিশোরীকে এনে বিক্রির তোড়জোড় চলছিল। পুলিশ পেট্রলিং পার্টির তৎপরতায় ধরা পড়ে পাচারকারী দম্পতি। উদ্ধার করা হয় কিশোরীকে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। অভিযোগ, ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় হাতবদল করা হচ্ছিল ওই কিশোরীকে। শহরের বুকে একেবারে প্রকাশ্যে কিশোরী বিক্রির চেষ্টার ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মেয়েটিকে পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ওই রাতে মালবাজারে নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশের কাছে আগাম খবর মেলায় ওঁত পেতে পাচারকারীদের ধরা সম্ভব হয়। মালবাজার থানার এসআই আলতাফ হোসেন বলেন, ‘সূত্র মারফত যখনই খবর পেলাম এ ধরনের একটি ঘৃণ্যতম কাজ ঘটতে চলছে। আমরা তৎপর হয়ে উঠে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারলাম।’

মূল অভিযুক্ত রোহিত আলম ও মাহমুদা বেগম। দুজনেই স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছে পুলিশের কাছে। তাদের বাড়ি মাথাভাঙ্গার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমবাড়ি গ্রামে। যদিও কিশোরীর পরিবারের দাবি, রোহিতের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই কিশোরীর। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রোহিত জানিয়েছে, ওই কিশোরীকে পাহাড় ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মালবাজারে এসেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মালবাজারে এক দালালের কাছে মেয়েটিকে দেওয়ার কথা ছিল। তবে পুলিশ ওই দালালকে ধরতে পারেনি।

কিশোরীর মা-বাবা দুজনেই ঠিকা শ্রমিক। মাথাভাঙ্গার পুর এলাকায় বাঁশের বেড়া দেওয়া জরাজীর্ণ ছাউনিতে কোনওক্রমে মাথা গুঁজে থাকে ৪ সদস্যের পরিবারটি। মঙ্গলবার বিকেলে কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কিশোরীটি। রাতে আর বাড়ি না ফেরায় আত্মীয়পরিজনের বাড়িতে টেলিফোনে খোঁজ নিচ্ছিলেন বাবা। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় সারারাত দু’চোখের পাতা এক করতে পারেননি তার বাবা, মা। ভেবেছিলেন রাতে বাড়ি ফিরবে। তাই পুলিশকে জানাননি। বুধবার সকালে মাথাভাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করার কথা ছিল। তবে স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান মেয়েটির বাবা। কিশোরীর বাবা বলেন, ‘ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরার সময় মাথাভাঙ্গা থানায় যাব ঠিক করেছিলাম। তখনই জানতে পারি এই ঘটনা।’ সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে কিশোরীটি। কলকাতায় এক ডাক্তারের বাড়ির কাজ করার পাশাপাশি সেখানেই পড়াশোনা করত। তবে সেখান থেকে ফিরে এসে আর যায়নি। বাড়ির কারও কথাই শুনত না সে। মাঝেমধ্যেই কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরত। কাউকে না বলে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেও চলে যেত। এজন্য তাকে মারধর করা হলেও শুধরায়নি। হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমবাড়ি গ্রামের রোহিত নামের ওই ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছিল বলে পরিবার জানতে পেরেছে। কিশোরীর মা বলেন, ‘মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যই রোহিত বলে ওই ছেলেটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করেছিল। এর আগেও রোহিত ও তার বন্ধু মিলে আমার বোনের মেয়েকে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল। ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

পুলিশ পেট্রলিং পার্টির তৎপরতায় ধরা পড়ে পাচারকারী দম্পতি

মালে উদ্ধার

- ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় হাতবদল করা হচ্ছিল ওই কিশোরীকে
- মেয়েটিকে ঘুরতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ওই রাতে মালবাজারে আনা হয়
- এক দালালের কাছে মেয়েটিকে দেওয়ার কথা ছিল

ফিরহাদকে সেন্সর মমতার

দিনকয়েক আগেই বাংলাদেশ ইস্যুতে মন্তব্য করতে গিয়ে বেফাঁস বলে ফেলেছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এবার ফিরহাদকে আরও সেন্সর করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী সাত থেকে দশদিন কোনও সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানে তাঁকে যেতে বারণ করা হয়েছে। ফিরহাদ এব্যাপারে কোনও মন্তব্য না করলেও তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

উত্তপ্ত ময়নাগুড়ি

শ্লীলতাহানির ‘গুজব’, মার পুলিশকে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানির ‘গুজবে’ পথ অবরোধ। আর অবরোধ তোলাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি এলাকা। বুধবার সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ শুরু হয়। ঘটনার পর পাশের এলাকার এক ব্যক্তির বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। অবরোধ তুলতে গিয়ে পুলিশ, র‍্যাফ লাঠিচার্জ করলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। ক্ষুব্ধ জনতা পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে কাচের বোতল ও পাথর ছোড়ে। ঘটনায় একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী জখম হন। পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। একটি গাড়ি উলটে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্ট হয়। পরে বেশ কয়েক দফায় লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে অবরোধ তোলে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘গুজব ছড়িয়ে কিছু মানুষ রাস্তা অবরোধ করেছে। অবরোধ তুলতে গেলে পাথর, কাচের বোতল ছুড়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছে।’

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। দুই নাবালিকা বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক তরুণ তাদের শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এদিন সকালে শ্লীলতাহানির বিষয়টি ছড়িয়ে পড়তেই দলে দলে মানুষ জমা হতে শুরু করে। এরপর নিগৃহীতার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পাশের পাড়ায় অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করে উত্তেজিত জনতা। সেসময় ওই পাড়ার এক ব্যক্তি আপত্তিকর মন্তব্য করলে তার বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এরপর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে জনতা। অবরোধে শামিল হন মহিলারাও। অবরোধ থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি ও গালিগালাজ চলতে থাকে। পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করায় ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন থানা থেকে অতিরিক্ত বাহিনী আনা হয়। এদিকে, বেলা বাড়তেই বাইরের এলাকা থেকেও বহু মানুষ এসে অবরোধে শামিল হতে শুরু করে। এরপর একদল উত্তেজিত জনতা ফের পাশের পাড়ার কয়েকটি বাড়িতে লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেসময় লাঠিচার্জ করে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু পুলিশ ও র‍্যাফের সংখ্যা অনেকটাই কম থাকায় উত্তেজিত জনতা পুলিশের ওপর পালটা হামলা শুরু করে। জনতার মাঝখানে পরে যাওয়া পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। জনতার হামলায় পিছু হটে পুলিশ।

গাড়ি ভাঙচুর

প্রায় এক ঘণ্টা পর অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে এসে ফের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এরপর বাড়ি বাড়ি ঢুকে শুরু হয় অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি। পুলিশ সুপার নিজে লাঠিহাতে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ছুটে যান। প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে পুলিশের সঙ্গে উত্তেজিত জনতার খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। এরপরে জেলার প্রতিটি থানা থেকে আরও বাহিনী নিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সন্ধ্যার পরেও রাত পর্যন্ত ওই এলাকায় ব্যাপক পুলিশি অভিযান চলছে।

এদিকে, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্লীলতাহানির ঘটনার কোনও লিখিত অভিযোগ পুলিশের কাছে জমা পড়েনি বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ক্ষতি হল হাটের ব্যবসায়

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : এলাকায় অশান্তির প্রভাব পড়ল ব্যবসায়। বুধবার দিনভর ভোটপট্টি বাজার সহ আশপাশের এলাকায় ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এদিন দফায় দফায় বিক্ষোভ ও পরবর্তীতে পুলিশ ও জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের ফলে বাজারের সব দোকান বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কে দোকান বন্ধ করে অন্যত্র চলে যান।

অথচ এদিনই ভোটপট্টিতে সাপ্তাহিক হাটের দিন ছিল। গণ্ডগোলের জেরে এদিনের হাটে কয়েকজন ব্যবসায়ী এলেও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাঁরা ব্যবসা না করেই ফিরে যান। ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগেরই বক্তব্য, তাঁরা কোনওভাবেই এলাকায় অশান্তি চান না। কেউ অন্যায় করে থাকলে তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুক পুলিশ। কিন্তু যেভাবে সারাদিন ধরে এদিন অশান্তি চলেছে এবং পরবর্তীতে পুলিশের ধরপাকড় শুরু হয়েছে তাতে তাঁরা ক্ষুব্ধ।

ভোটপট্টি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুনীল আগরওয়ালের বক্তব্য, ‘অশান্তির জেরে এদিন ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা এলাকায় অশান্তি চাই না। সুষ্ঠু পরিবেশ যাতে ফিরে আসে সে দাবি জানাচ্ছি।’

ভোটপট্টি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল রায়ের বক্তব্যও অনেকটা একইরকমের। তিনি বলেন, ‘অনেক ছোট দোকানদার রয়েছেন যাঁদের একদিন দোকান বন্ধ থাকা মানে অনেকটাই ক্ষতি। কোনও এলাকায় অশান্তি হলে তার প্রভাব ব্যবসার ওপরই সব থেকে বেশি পড়ে।’

ভোটবাজার ও হাট মিলিয়ে কয়েকশো দোকান রয়েছে। হাটের দিন প্রচুর অস্থায়ী দোকান বসে। এদিন ভোটপট্টি গোডাউন মোড় এলাকায় প্রথম অশান্তি শুরু হলেও কিছু সময়ের মধ্যে তার প্রভাব ভোটপট্টি বাজারেও এসে পড়ে।

ভোটপট্টি বাজারের হোটেল, মিষ্টির দোকান সহ ফাস্ট ফুডের দোকানিরাও এদিনের অশান্তির জেরে সমস্যায় পড়েন। বেশ কয়েকটি দোকানের খাবার এদিন নষ্ট হয়। এদিকে সন্ধ্যার পরেও পুলিশের ধরপাকড় থাকায় অধিকাংশ ব্যবসায়ী আর বাজারমুখোই হননি। ক্রেতাদেরও দেখা মেলেনি।

তাহাদের কথা

নজরানা দিয়ে দুর্নীতি, মমতার সাধ্য কি ঠেকান

রণজিৎ ঘোষ

পিসি-ভাইপোর ‘টাগ অফ ওয়ার’ এখন রাজ্য-রাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয়। যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেটা কতটা ঘুচল, আদৌ পুরোটা ঘুচবে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন অনেক। বিধানসভা ভোটের আগে দলটা দু’টুকরো হওয়ার জল্পনাও কম নেই। এটা একপ্রকার নিশ্চিত যে, ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আরও একটি দলের রেজিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন জমা পড়েছে। সেটা কানে গিয়েছে বলেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী কয়লা, বালি, পাথর, গোরু, সিমেন্ট ইত্যাদির কারবার বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপের কথা বলছেন।

জেলায় জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, তাতে দ্রুত লাগাম টানা সত্যিই খুব প্রয়োজন। তবে, দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সদিচ্ছা আদৌ প্রশাসন বা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের রয়েছে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেননা শহর থেকে গ্রাম, প্রতিটি জেলায় দলের নেতৃত্বের একাংশ এবং প্রশাসনের একাংশ দুর্নীতি উপভোগ করছে। উত্তরবঙ্গের কথাই যদি ধরি, টোটো-অটোর সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে বালি-পাথর পাচার, সরকারি জমি বিক্রি, ড্রাগস, জাল মদের কারবার- সবেতেই তোলাবাজি নিত্যদিনের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু কি তাই? কোন সরকারি দপ্তরে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় বলুন তো! পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা, ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রি অফিস, থানা- টাকা না ছড়ালে কোথাও কাজ হাসিল হয় না। মালবাজার পুরসভার দুর্নীতি, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলারদের একাংশের আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার গল্প নতুন কিছু নয়। বাকি পুরসভাগুলিতে কী চলছে সেটাও কারও অজানা নয়।

এই তো সেদিন একটি ঠিকাদার এজেন্সির কর্তা বলছিলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কোনও কাজের বরাত পেতে হলে মূল বরাদ্দের ২৫ শতাংশের ওপরে কমিশন শুধু উত্তরকন্যায় দিতে হয়। এছাড়া যে এলাকায় কাজ হবে, সেখানকার নেতাদের আবদার মেটাতেও কম খরচ হয় না। তাহলে কাজের মান কী হতে পারে ভাবুন! এক কোটি টাকার কাজ পেতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে নিজের রোজগার রেখে ঠিকাদার সংস্থাগুলি খুব বেশি হলে ৩০-৩৫ লক্ষ টাকার কাজ করে।

তাহলে আর আশ্চর্য কী যে, বছর বছর রাস্তা ভাঙবে, পেভার্স ব্লক উঠে যাবে, টিউবওয়েল থেকে ছ’মাস পর আর জল উঠবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনলাম, ইদানীং এই দপ্তরের কিছু কাজে ওভার এস্টিমেট অর্থাৎ বাড়তি বরাদ্দ দিয়ে কাজ হচ্ছে। এভাবে সরকারি টাকা আর কতদিন তছনছ হবে, প্রশ্ন সেটাই।

বালি-পাথরের কারবার থেকে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গে কোটি কোটি টাকা লুট হচ্ছে। প্রতিটি নদী অবাধে কেটে বিক্রি করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সবাই দেখছে, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়ার কেউ নেই। মাঝেমধ্যে পুলিশের দু’-একজন আইনের দোহাই দিয়ে যদি দু’-একটি গাড়ি আটকানোর সাহস দেখান, তাহলে তাঁদের শাস্তিমূলক বদলি অবধারিত।

এরপর দশের পাতায়

শীতের সকালে কুয়াশায় মোড়া তাজমহল। বুধবার আগ্রায়। -এএফপি

কর্মীর বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ মাল পুরসভা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৮ ডিসেম্বর : আফগানদের জাল পাসপোর্ট তৈরি ইস্যুতে পুরকর্মীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল পুরসভা। জন্মমৃত্যু নিবন্ধীকরণের সরকারি পোর্টালকে বেআইনিভাবে ব্যবহারের অভিযোগে পুলিশ অভিযুক্ত পুরকর্মী প্রসেনজিৎ দত্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করল। যদিও বুধবার পর্যন্ত হদিস পাওয়া যায়নি অভিযুক্ত ওই পুরকর্মীর। মঙ্গলবার থানায় অভিযোগের আগেই প্রসেনজিৎকে পুরসভার জন্মমৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান স্বপন সাহা জানিয়েছেন, বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা জুড়ে আছে। সে কারণে থানায় ওঁর নামে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। মাল থানার আইসি সমীর তামাং বলেন, ‘পুরসভার চেয়ারম্যানের তরফে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।’ ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির বক্তব্য, প্রসেনজিৎকে শোকজ করা হয়েছে। এখনও তার উত্তর পাইনি।

সম্প্রতি দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আফগান নাগরিকদের জাল পাসপোর্টের হদিস মিলেছে। সেই পাসপোর্টের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজর পড়ে মালবাজার পুরসভার ওপর। ওই পাসপোর্টগুলো তৈরি করতে পশ্চিমবঙ্গের মাল পুরসভার জন্মমৃত্যুর জাল নথি ব্যবহার করেছে অনুপ্রবেশকারীরা। মাল পুরসভা সূত্রে খবর, ১৫টি শংসাপত্রের মধ্যে ১১টি শংসাপত্র মালবাজার পুরসভার জন্মমৃত্যু পোর্টাল থেকে ইস্যু করা হয়েছে। যে পোর্টালের দায়িত্বে ছিলেন অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ। পুরসভার অভ্যন্তরীণ তদন্তে উঠে এসেছে, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ১১টি শংসাপত্র দিয়েছেন প্রসেনজিৎ। যদিও ঠিক কোন উদ্দেশ্যে ওই শংসাপত্রগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রসেনজিৎ ছাড়া অন্য কেউ এই ঘটনায় যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এরপর দশের পাতায়

অশ্বীনের অবসরে নতুন বিতর্ক

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : ছিল না আগাম কোনও ইঙ্গিত। জল্পনাও হয়নি। আচমকাই সব বদলে গেল।

ব্রিসবেনের আকাশ কালো করে তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি। গাব্বা টেস্ট তখনও ড্র হয়নি। এমন সময় টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের ক্যামেরা ফোকাস করতেই দেখা যায়, মুখ গোমড়া করে বসে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ঠিক তাঁর পাশে কোহলি। ক্যামেরা আরও ক্লোজ শট নেওয়ার পর দেখা যায়, কাঁদছেন অশ্বীন। আর তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন বিরাট। জড়িয়ে ধরেছেন অশ্বীনকে।

এমন দৃশ্য সামনে আসার পরই শুরু হয়েছিল জল্পনা, অশ্বীন কি তাহলে অবসর নিতে চলেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে কেন? জোড়া প্রশ্নের জবাবই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়। বৃষ্টির কারণে গাব্বা টেস্ট ড্র হওয়ার পর অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন অশ্বীন। সেখানেই তিনি ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি তিনি। অধিনায়ক রোহিতের পাশে বসে আবেগে ভেসে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেই প্রেস কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে যান অশ্বীন। সোজাকথায়, অশ্বীনের অবসর ‘দুসরায়’ কুপোকাত ক্রিকেটমহল।

১০৬ টেস্টে ৫৩৭ উইকেট। মোট রান ৩৫০৩। যার মধ্যে রয়েছে ছয়টি শতরানও। ১১৬টি একদিনের ম্যাচে ১৫৬ উইকেট। ৬৫ টি২০ ম্যাচে উইকেট সংখ্যা ৭২। নিশ্চিতভাবেই অশ্বীন ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা এক যোদ্ধা। কিন্তু কেন তাঁর আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত? তাও আবার সিরিজের মাঝপথে অবসর ঘোষণা করে বাকি থাকা দুই টেস্টের সময় দলের সঙ্গে না থেকে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত। নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তি অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের ‘টাইমিং’ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমালোচনা করেছেন। অনেকে আবার ২০১৪-’১৫ সালের মহেন্দ্র সিং ধোনির আচমকা টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অশ্বীনের মিল পাচ্ছেন। ৩৮ বছরের অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আগামীদিনেও চর্চা চলবেই। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে সামনে আসছে ভিন্ন তথ্য। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ভারতীয় দল বর্ডার-গাভাসকার

এরপর দশের পাতায়

টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিং রুমে সতীর্থদের সঙ্গে আলাপচারিতা অশ্বীনের।

ময়নাগুড়ির ভোটপট্টিতে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ। বুধবার।

শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় উত্তরের ভাওয়াইয়া

সুবীর ভুঁইয়া

১৮ ডিসেম্বর : শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লির মাঠে সাজোসাজো রব। বহু পরিচিত উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আমলে যে পৌষমেলা নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না, এবার সেই মেলা নিয়েই উন্মাদনা। পৌষমেলার ইতিহাসে এবার জায়গা করে নিচ্ছে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান। ময়নাগুড়ির মেয়ে অনিন্দিতা রায় তাঁর দল নিয়ে পৌষমেলা প্রাঙ্গণে সেই গান গাইবেন। রাঢ়বাংলার বাউল, রায়বেঁশে, রণপার সঙ্গে মিলে যাবে উত্তরবঙ্গের লোকগান।

অনিন্দিতার কথায়, ‘কবিগুরুর মাটিতে গান গাইব, এ আমার কাছে অন্যতম বড় পাওয়া। আমার দল তুক্ষা অ্যাকাডেমির সদস্যরা ২৪ ডিসেম্বরেই শান্তিনিকেতেনে পৌঁছে যাবেন। আমি অনুষ্ঠানের দিনই মেলা প্রাঙ্গণে যাব। ভাওয়াইয়ার পাশাপাশি বৈরাতি, দোতারাডাঙ্গা, পালাতিয়া প্রভৃতি মেলার মঞ্চে তুলে ধরব।’

পৌষমেলার উদ্বোধন ২৩ ডিসেম্বর। ৬ দিনের মেলায় বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উভয়পক্ষই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে। বিশ্বভারতী ২৩-২৬ ডিসেম্বর মঞ্চে নানা লোকগান, লোকনৃত্য তুলে ধরবে। ২৫ ডিসেম্বর দুপুর তিনটায় অনিন্দিতা দোতারা বাজিয়ে বিশ্বভারতীর মেলামাঠ মাতিয়ে তুলবেন।

পৌষমেলায় মূলত বাউল, ফকির গান কবিগান, সাঁওতালদের খেলা, নানা ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রী প্রভৃতি থাকে। এবারে পৌষমেলার ওই সূচিতে নতুন সংযোজন বুদ্ধ কীর্তন ও মতুয়া সংগীত। হঠাৎ ভাওয়াইয়াকে বাছা হল কেন? বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারেই প্রথমবার মেলায় লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠান করতে আগ্রহীদের আবেদনপত্র চেয়ে নোটিশ জারি হয়। সেই নোটিশ দেখেই অনিন্দিতা অনলাইনে আবেদন করেন। মেলার ট্র্যাডিশনাল কালচারাল সাব-কমিটি অনিন্দিতার আবেদনে মান্যতা দেয়।

মেলার জন্য দোকান তৈরির কাজ চলছে। শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লির মাঠে।

বছর তিরিশের অনিন্দিতা জানালেন, পারিবারিক সূত্রেই এই ভাওয়াইয়ার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছেন। ২০২৩ সালে ডেনমার্কের মেয়েদের উৎসবে ভাওয়াইয়াকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি ২০১০ সালে আকাশবাণী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ির একাধিক পড়ুয়া এবারও পৌষ উৎসব ও পৌষমেলার অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সংগীত ভবনের পড়ুয়া সঞ্জয় সরকার, দীপান্বিতা রায়রা সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই। মেলার কয়েকদিন পরেই তাঁদের পরীক্ষা। তারপরেও তাঁরা সবাই একটা আনন্দের ঘোরে।

কোচবিহার লতাপোঁতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দীপান্বিতা বলেন, ‘গত চার বছর হল বিশ্বভারতীতে এসেছি। গতবার পৌষ উৎসবে গান গেয়েছি। কিন্তু এবার বিশ্বভারতী নিজে পৌষমেলা আয়োজন করায় আরও বেশি খুশি।’

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা দেবারতি রায়, জলপাইগুড়ির অলিভিয়া সাহারাও বিশ্বভারতীতে পড়ছেন। তাঁরা বিশ্বভারতীর পৌষমেলা এবারেই প্রথমবার দেখবেন। দেবারতির বক্তব্য, ‘আমরা পৌষ উৎসব, খ্রিস্ট উৎসব নিয়ে রিহার্সাল করছি। এবারের মেলাতে আমাদের উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া হবে শুনে ভালো লাগছে।’

রাজস্থান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিষানগড়

এনএএসি দ্বারা পুনরায় স্বীকৃত গ্রেড এ++
বিভাগঃ- ইউজিসি অনুমোদিত ১ম মানের

অ্যাডভিটিঃ- সিইউআরজে/আর/এফ ১৬২/২০২৪/২৭৮৯ তারিখঃ- ০২.১২.২০২৪

শিক্ষক নিয়োগ

বিভিন্ন শিক্ষাদান সম্পর্কিত পদের জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

অধ্যাপক ০৫ সহযোগী অধ্যাপক ০৩ সহকারী অধ্যাপক ০৯

আরও বিশদ তথ্যের জন্য www.curaj.ac.in-এতে পরিদর্শন করুন।

CBC-21316/12/0004/2425 রেজিস্ট্রার

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

PO- BINNAGURI, DIST-JALPAIGURI, PIN-735232
E-mail : apsbinnaguri1@gmail.com
Website : www.apsbinnaguri.org
(Mob No : 7718747807)

TENDER NOTICE

1. CONSTRUCTION OF ADDITIONAL ROOM FOR WET CANTEEN OF APS BINNAGURI
2. PURCHASE AND PLACEMENT OF MODEL FOR SCIENCE PARK OF APS BINNAGURI
3. OPENING OF TUCK SHOP FOR PROCURMENT & SELLING OF BOOKS, STATIONARY AND UNIFORM

1. Quotations are invited in two bid system as 'Technical Bid' and 'Commercial Bid' in two separate sealed envelopes, duly marked as 'Technical Bid' for RFP No 09/APS/BNG dt 20 Dec 2024 and "Commercial Bid" for RFP No 09/APS/BNG/ dt 20 Dec 2024 and packed in large envelope, duly sealed for the work related to Wet Canteen and Science Park. The quotations are to be super-scribed with firm's name, address and official seal and ink signed by an authorized representative of the firm. Sealed Bids to be addressed to the Principal, Army Public School, Binnaguri.
2. For opening of tuck shop, single bid is applicable as per RFP.
3. Please visit school website www.apsbinnaguri.org for RFP and terms & conditions and other documents and list of item alongwith technical specifications.
4. Last date for submission of bids : 02 Jan 2025 at 1400hrs.
5. Date of opening of Technical bids: 03 Jan 2025 at 1200hrs.
6. Commercial bids of technically compliant bidders will be opened after approval of Technical Evaluation Board Proceedings by Board of officers.
7. All rights reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason.

Offg Principal,
APS Binnaguri
For Chairman, SAMC, APS Binnaguri

আজ টিভিতে

অবশেষে চার হাত কি এক হবে আঁখি-দেবার? **দুই শালিক** ১ ঘণ্টার মহাপর্ব বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কি করে তোকে বলবো, বিকেল ৪.২৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.২০ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১০.১০ জানেমন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাদশা দ্য কিং, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ চলো পাল্টাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এই করেছ ভালো
জি সিনেমা : দুপুর ১.১৫ রামাইয়া বাস্তাবাইয়া, বিকেল ৪.১৩ গজনি, সন্ধে ৭.৫৫ ক্র্যাক, রাত ১০.২৭ যুবারত্না
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩২ হে বেবি, দুপুর, ২.২৮ সাজন চলে সসুরাল, বিকেল ৫.০৭ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.৫৩ গর্দিশ, রাত ১০.৫০ ভাগ্যবান
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪০ বিম্বিসারা, বিকেল ৪.২৮ ফুকরে-থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ গদর এক প্রেমকথা, রাত ১১.২২ পরমাণু : দ্য স্টোরি অফ পোখরান
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ গোলমাল-থ্রি, বিকেল ৩.০৭ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সন্ধে ৬.৫৭ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, রাত ৯.২৭ সুহাগ
সোনি পিক্স : দুপুর ১২.১৮ ডব্লিউ ডব্লিউ ৮৪, ২.৪৯ দ্য মাস্ক, বিকেল ৪.৩০ দ্য লেজেন্ড অফ টারজান, সন্ধে ৬.২০ আই টি, রাত ৯.০০ হোয়াইট হাউস ডাউন, ১১.১৫ ম্যাড ম্যাক্স- ফিউরি রোড
মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.০০ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, ১.৩৫ স্পাইডার ম্যান : অ্যাক্রশ দ্য স্পাইডার ভার্স, বিকেল ৩.০৫ রকি বলবোয়া, ৫.৩০ সাংহাই নুন, সন্ধে ৭.১৫ লিটল মনস্টার্স, রাত ৮.৪৫ ট্রান্সপোর্টার-২, ১০.১০ দ্য হবিট : দ্য ডেজোলেশন অফ স্মাগ

চলো পাল্টাই রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

গোলমাল-থ্রি দুপুর ১২.৩০ **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড**

আই টি সন্ধে ৬.২০ **সোনি পিক্স**

বসু পরিবার সন্ধে ৭টা **সান বাংলা**

জেআইএস-এর সম্মেলন

নিউজ ব্যুরো

১৮ ডিসেম্বর : সাঁতরাগাছির জেআইএসএমএসআর (জেআইএস স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ) ক্যাম্পাসে একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের আয়োজন করে জেআইএস ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিস অ্যান্ড রিসার্চ। অ্যাডভান্স মেটেরিয়ালস এবং ম্যানুফ্যাকচারিং-এর উপর এই কনফারেন্সটিতে উপস্থিত ছিলেন নাসার সিনিয়ার সায়েনটিস্ট গৌতম চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দাস শর্মা, জোসেফ টি হ্যাপনিক, মায়া জ্যাকব জনের মতো গ্লোবাল এক্সপার্টস। হেলথকেয়ার থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রনিক্স এবং নিখুঁত থ্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের নানা টেকনলজিকাল অ্যাডভান্সমেন্ট তুলে ধরা হয় এই কনফারেন্সে। জেআইএস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং বলেন, 'গ্লোবাল ইনোভেশন এবং নলেজ এক্সচেঞ্জ নিয়ে জেআইএস গ্রুপের কমিটমেন্ট তুলে ধরেছে এই কনফারেন্স। শুধুমাত্র অ্যাডভান্সিং মেটেরিয়াল এবং ম্যানুফ্যাকচারিং নয়, বরং নানা ট্রান্সফর্ম্যাটিভ সলিউশনের বিষয়ে আলোচনা হয় যা ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর নানা কাজে আসবে।'

স্বর্ণপদক প্রাপ্তি অ্যালেনের পড়ুয়াদের

নিউজ ব্যুরো

১৮ ডিসেম্বর : অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের পড়ুয়াদের ফের সাফল্য। অ্যালেনের পড়ুয়ারা রোমানিয়াতে আয়োজিত ২১তম ইন্টারন্যাশনাল জুনিয়ার সায়েন্স অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জেতেন। ৫৭টি দেশ সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় দল ৬টি স্বর্ণপদক পেয়েছে, যার মধ্যে ৪ জন অ্যালেনের পড়ুয়া। তাঁরা হলেন হর্ষিত সিংলা, জিনান্স জিগনেশ শা, মানস গোয়েল, প্রণিত মাথুর। এর মাধ্যমে ভারতকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

ডিসেম্বর/২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে ডিসেম্বর/২০২৪ মাসের জন্য ডেপুটি সিএমএম/পান্ডুর অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিদ্যমান সময়সূচী ছাড়াও স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম।

ক্রম. নং.	মাস/বছর	নিলাম শিডিউল নং.	নিলাম শুরুর বর্তমান তারিখ/সময়
১	ডিসেম্বর/২০২৪	GSDPNO22N23093A	২৭-১২-২০২৪/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/পান্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

জানুয়ারি' ২০২৫ মাসের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রম নং.	মাস/বর্ষ	নিলাম কার্যসূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভের তারিখ/সময়
১	জানুয়ারি/২০২৫	এনএফআরআরএনওয়াইই৩০ এন২০২৪০১২	০৭-০১-২০২৫ / ১০:৩০:০০
২	জানুয়ারি/২০২৫	এনএফআরআরএনওয়াইই৩০ এন২০২৪০১৩	২২-০১-২০২৫ / ১০:৩০:০০
৩	জানুয়ারি/২০২৫	এনএফআরআরএনওয়াইই৩০ এন২০২৪০১৪	২৯-০১-২০২৫ / ১০:৩০:০০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্যে পরামর্শ দেওয়া হল।

ডিওয়াই.সিএমএম/পান্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পান্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে জানুয়ারি/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	জানুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৪	০৩/০১/২০২৫/ ১০:৩০:০০
২	জানুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৫	২১/০১/২০২৫/ ১০:৩০:০০
৩	জানুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৬	২৮/০১/২০২৫/ ১০:৩০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পান্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএন/২০২৪/এনওভি/০২, তারিখ ঃ ০৬-১১-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী- ২

টেন্ডার নংঃ সিই/সিওএন/বিএইচ/ইপিসি/২০২৪/১১ -এর জন্য সংশোধনী -২ জারি করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিই/সিওএন-৫, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস নং. ২০২৪-২৫-০১এনজেপি তারিখঃ ১১-১২-২০২৪

২ (দুই) বছরের হেতু নিউ জলপাইগুড়ির মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষকের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ির মেডিকেল স্টোর ও কেমিস্টদের কাছ থেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে অগ্রিম ক্রয়ের তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি আমন্ত্রণের (ইওআই) বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি / শিলিগুড়ির সম্পদসম্পন্ন কেমিস্ট এবং মেডিক্যাল স্টোর থেকে ০২ (দুই) বছরের জন্য অগ্রিম রাশির মাধ্যমে নগদ ক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্তির হেতু আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ করছে।

যোগ্যতার মানদণ্ড:- (i) কেমিস্ট / মেডিকেল স্টোরটি কমপক্ষে ০৩ বছর ধরে বিদ্যমান থাকতে হবে (গত ০৩ বছর ধরে রাখা লাইসেন্সের অনুলিপি জমা দিতে হবে), (ii) ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ১৯৪০ বিধানের অধীনে বা লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করা পর্যন্ত রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটি কর্তৃক জারি করা নির্দিষ্ট ফর্মসমূহে ডাক জমা দেওয়ার তারিখে কেমিস্টকে অবশ্যই বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে, (iii) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স উপলব্ধ থাকা উচিত, (iv) কেমিস্ট অবশ্যই রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষ দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হন না এবং ড্রাগস এবং কসমেটিকস আইন এবং বিধির অধীনে কোনও মামলা বিচারাধীন থাকা উচিত নয়। হলফনামার মাধ্যমে স্ব-ঘোষণা জমা দিতে হবে (v) পূর্ববর্তী দুটি আর্থিক বছরে ডাককর্তার বার্ষিক উপার্জন ১৫.০ লক্ষ টাকার কম হওয়া উচিত নয়। এর সমর্থনে ডাককর্তাকে পূর্ববর্তী দুই অর্থবছরের লাভ-লোকসানের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্য হলে বৈধ আপডেট (জিএসটি) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে, (vi) ওষুধের দোকান / বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়ি/নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার মধ্যে অবস্থিত হওয়া উচিত। (vii) ফার্ম/স্বত্বাধিকারীকে বৈধ প্যান আবণ্টন করা হবে, (viii) ইওআই এর আবেদন মাসুল ১০০০/- (এক হাজার) টাকা শুধুমাত্র, যেটি অ-ফেরতযোগ্য হবে এবং এফএ এণ্ড সিএও / মালিগাঁওয়ের অনুকূলে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ডিমান্ড ড্রাফ্ট আকারে জমা করতে হবে।

শর্তাবলীঃ- (i) কেমিস্ট / মেডিকেল স্টোর প্রতিটি গ্রুপের বিপরীতে এমআরপিতে প্রদত্ত ছাড় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক গ্রুপের আইটেমের জন্য উদ্ধৃতি দিতে পারে।

ক) ব্র্যান্ডেড ড্রাগস, খ) জেনেরিক ড্রাগস, গ) অ্যাটিক্যালার ড্রাস, ঘ) ল্যাব রিজেন্টস,
ঙ) ডিসপোজেবলস, চ) কনজিউমেবলস, ছ) ইমপ্লান্ট, জ) ডেন্টাল আইটেম।

(ii) তাদের ইওআই জমা দেওয়ার সময়, সংস্থাগুলিকে কেবল এফএ এণ্ড সিএও / এনএফআর / মালিগাঁও এর অনুকূলে ১০,০০০/ - (দশ হাজার টাকা) সুরক্ষা রাশি এই আকারে জমা দিতে হবে (ক) অপ্রত্যাহারযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি / টিডিসি, (খ) আমানত রসিদ, (গ) পে অর্ডার, (ঘ) ডিমান্ড ড্রাফ্ট / এফডিআর বা জিসিসিতে উল্লিখিত অন্য কোনও ফর্ম। উপরোক্ত দস্তাবেজের সাথে সংলগ্ন না থাকা ইওআইসমূহের ডাকসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে, (iii) সরবরাহকারীকে ই-মেইল / এসএমএস / হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার দেওয়া হবে, হার্ড কপি পরে অনুসরণ করা হবে, (iv) সাধারণ ওপিডি রোগীদের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর একজন বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে ০৬ কার্যশীল ঘন্টার মধ্যে সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে, তবে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে, অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে অর্থাৎ ০১ থেকে ০২ ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে। (v) সমস্ত ডেলিভারির সাথে অবশ্যই একটি যথাযথ বিল / চালান থাকতে হবে, (vi) ডেলিভারিতে বারবার দেরী/ব্যর্থতার ক্ষেত্রে (প্রদত্ত অর্ডারের ১৫% এর বেশি আইটেম) ফার্মটিকে সমাপ্ত করা যেতে পারে পারে এবং এসডি বাজেয়াপ্ত করা হবে, (vii) ইওআইয়ের মাধ্যমে তালিকাভুক্তির পরে সরবরাহ অস্বীকার করার ক্ষেত্রে, এসডি বাজেয়াপ্ত করা হবে, (viii) ইওআই সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরে, এসডি ফার্মকে ফেরত দেওয়া হবে, **(ix) সমস্ত সাধারণ আইটেমের জন্য প্রতি ভাউচার ১০০০০/- টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ একটি নগদ ভাউচার জমা দেওয়ার পরে রাশি প্রদান করা হবে। ক্যান্সার এবং কিডনি ঔষধের জন্য প্রতি ভাউচার সীমা হবে ২০,০০০/- টাকা, (x) তালিকাভুক্তি ০২ (দুই) বছরের জন্য বৈধ হবে যা একই শর্তাবলীতে আরও ০১ (এক) বছর বাড়ানো যেতে পারে যদি সমস্ত তালিকাভুক্ত সংস্থার কর্ম প্রদর্শণ সন্তোষজনক বলে মনে হয়,** (xi) উপরের আইটেমগুলির প্রতিটি গ্রুপের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক সংস্থাকে তালিকাভুক্ত করা হবে।

শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ডের সাথে ইওআই জমা দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করে ইওআই দস্তাবেজ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সরকারী ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in এ উপলব্ধ আছে। নির্দেশাবলী অনুসারে আগ্রহী পরিষেবা সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রস্তাবগুলি আইআরইপিএসে সরকারী ওয়েবসাইটের (২৪*৭) **মাধ্যমে ১১-১২-২০২৪ থেকে ০১-০১-২০২৫ তারিখের অন্তিম ১২.০০ ঘন্টার মধ্যে অনলাইনে গ্রহণ করা হবে।** সিলবন্ধ লেফাফায় সমস্ত অনুলিপি সেই একই সময়ের মধ্যে মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, ডাকঃ ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৭ এর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। উপরোক্তের জন্যে ইওআই দস্তাবেজ জমা দেওয়া ফার্মকে একটি রসিদ দেওয়া হবে। প্রাপ্ত ইওআই দস্তাবেজসমূহ মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কার্যালয়ে অনুমোদিত কর্মচারী এবং চিকিৎসা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ০১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বা তার পরে খোলা হবে।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL, OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for OSR, scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/08/2024. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 26/12/2024 (upto 10:00 A.M.)

Sd/- Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

e-Tender Notice

Office of the Block Development Officer Kranti Development Block Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No WB/022/ BDOKNT/24-25 Work Sl No. 01 to 03, Dated :- 17-12-2024.** Last date of submission of bid through online 31-12-2024 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 17-12-2024 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO, Kranti Development Block Kranti :: Jalpaiguri

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ ঃ ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং ঃ ৩৪-এপি-III-২০২৪। **কাজের নাম ঃ** ফকিরাগ্রাম জং.-কোকরাঝাড়ের মধ্যে কিমি ২১৫/২-৩-এ ১x২.৫০ এম আরসিসি বক্স কালভার্ট দ্বারা বিআর নং. ৩৮৭ (১x১.৮৩এম, ব্রিক আর্ক ও আরসিসি হিউম পাইপ) -এর পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২৪,২৫,৬০৪.২৬ টাকা, বায়নার ধন ঃ ২,৬২,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

"গ্রিড সংযুক্ত" সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউলের স্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/আরটি১৮_২০২৪/কে/১০৪১, তারিখঃ ১২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নংঃ আরটি১৮_২০২৪, কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড সংযুক্ত" (অন গ্রিড) সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউলের স্থাপন। (ফেজ-II)। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,২৭,৩৪,৮৩৭ টাকা, বায়নার ধনঃ ৫,৬৩,৭০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice

DDP/N-32/2024-25, DDP/N-33/2024-25 & DDP/N-34/2024-25

e-Tenders for 25 (Twenty Five) no. of works under 15th FC, BEUP, SBM (G) & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-32/2024-25 is 28.12.2024 at 16.00 Hours. DDP/N-33/2024-25 is 04.01.2025 at 12.00 Hours & DDP/N-34/2024-25 is 04.01.2025 at 11.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং. ঃ** এনবি২৪৬০০২, এনবি২৪৬০০৯, এনবি২৪৬০০৪এবং এনবি২৪৫৯৯৪, তারিখ ঃ ১৪-১২-২০২৪। ১) এনবি২৪৬০০২ ঃ **আইটেমের বর্ণনা ঃ** কানেকশন ইএক্সএইচ ট্রান্সফার (আরএইচএস), এইচএসএন কোড: ৮৪০৮৯০৯০, মডেল-কিউএসকে ৫০এল, সিআইএল পার্ট নং. ৫৫৪৩৮৩৬, প্রস্তুতকারক: সিআইএল। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস); **পরিমাণ:** ১০ টি। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩২৯০০০১৬; **বায়না মূল্য ঃ** ৫০,১২০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। ২) এনবি২৪৬০০৯ ঃ **আইটেমের বর্ণনা ঃ** পাওয়ার কার (এলডব্লিউএলআরআরএম) সহিত-১ এর জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং (বাইরের) ডিআরজি. নং. ১২৭৭১৪৬ ভার. ০১ ম্যাট. স্পেক. - আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০১(রেভ-২)। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস); **পরিমাণ:** ৪০ টি। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩৩৫০০৩৮১, **বায়না মূল্য ঃ** ৫১,৩৫০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। ৩) এনবি২৪৬০০৪ ঃ **আইটেমের বর্ণনা ঃ** কানেকশন ইএক্সএইচ ট্রান্সফার (এলএইচএস), এইচএসএন কোড: ৮৪০৮৯০৯০, সিআইএল পার্ট নং. ৫৫৪৩৮৩৩, মডেল- কিউএসকে৫০এল প্রস্তুতকারক: সিআইএল। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস); **পরিমাণ:** ১০ টি। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩২৯০০০২৮; **বায়না মূল্য ঃ** ৫০,১২০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। ৪) এনবি২৪৫৯৯৪ ঃ **আইটেমের বর্ণনা ঃ** পরিশিষ্ট অনুসারে ০২টি আইটেম নিয়ে গঠিত টিপিইউ রিং -এর সেট। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস); **পরিমাণ:** ১৮০ সেট। **পিএল কোড (গ্রুপ)** ঃ ৩৩৩৫০০১০০২০২; **বায়না মূল্য ঃ** ৮২,২০০.০০ টাকা; **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। **দ্রষ্টব্য ঃ-** বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Afsar Alam-এর বাবা Mohammad Safi ও MD Shaphi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/114218)

৭/১০/২০২৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Mamata Ghosh থেকে Tithi Ghosh করা হল। (C/113722)

গত ১৬/১২/২৪ ইং এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nurul Hoque, পিতা- Abdul Maih-এর বদলে Nurul Hak, পিতা- Abdul Mia নামে পরিচিত হলাম। Nurul Hak, গ্রাম- পাটাকামারী, থানা- মাথাভাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার।

আমি অমর উপাধ্যায়, পিতা- স্বর্গীয় জল্পেশ নাথ উপাধ্যায়, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB-8520170015006) পিতার নাম ভুল থাকায় ০৬.০৯.২৪ তারিখে মেখলিগঞ্জ কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে জানাই স্বর্গীয় কাশিনাথ প্রসাদ কুনু ও স্বর্গীয় জল্পেশ নাথ উপাধ্যায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

I, Ashit Chakraborty, S/o. Anil Kumar Chakraborty residing at Sunil Apartment, 74, Rash Bihari Sarani, Hakimpara, Ward No. 16, Siliguri, Dist. Darjeeling, West Bengal, 734001 have changed my name and shall henceforth be known as Asit Kumar Chakraborty as declared before the Notary Public, Siliguri, Dist. Darjeeling vide affidavit no. 30AA 693494 dt. 18.12.2024. Ashit Chakraborty and Asit Kumar Chakraborty both are same and identical. (C/114220)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৩-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং ঃ ২৮-এপি-III-২০২৪; **কাজের নাম ঃ** বিন্নাগুড়িতে - পণ্য ইয়ার্ডের উন্নয়ন, সিসিটিভি, মার্চেন্ট রুম, গুডস অফিস, লেবার রেস্ট রুম, টয়লেটে জল সরবরাহ, কভারশেড, কানেক্টিং রোড -এর ব্যবস্থা এবং হিউম পাইপ কালভার্টের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৫,৬৬,৮১,২৮৮.৬৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৩৩,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-১৩-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৪-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ০৩ (তিন) বৎসরের জন্যে ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে (ডিবিডব্লিউএস) ইওটি ক্র্যানের হেতু বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩০,২৮,১৪২.৮৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬০,৬০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ ০৬-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। দরপত্রদাতাকে শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটে তাদের ই-টেন্ডার জমা দিতে হবে।

মুখ্য ওয়ার্কশপ প্রবন্ধক, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

শিলিগুড়ি মধ্য শান্তিনগর জেভিয়ার্স স্কুলের নিকটে পাকা রাস্তার উপর 2 কাঠা বাড়ি যুক্ত, 2½ কাঠা, 7 কাঠা 1½ কাঠা খতিয়ান বাস্তু জমি অতি সত্বর বিক্রয় হবে। কোনও দালাল নহে। (M) 9434889390. (C/113955)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/113958)

সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন (9 - 10,000/-) সিকিউরিটি অফিসে কাজের জন্য ১জন লোক লাগবে। (M) 9593264413. (C/114217)

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। স্যালারি - ১০,০০০/-, ঠিকানা - শিলিগুড়ি 9749570276. (C/113956)

ফ্যাক্টরির জন্য ২৫ জন হেল্পার চাই। কোনও ডোনেশন লাগবে না। বেতন 12,000/- + (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। ডাইরেক্ট জয়েনিং। 7477845960. (C/113957)

Urgent requirement for the post of Sr. Store Manager/Sr. Inventor Manager. Exp. 5 yrs. above. Salary : 30K and above. P S Enterprise, Siliguri. Cont : 9899093396. (C/113957)

Boost your career with Barbeque Nation, Position- Steward, Location- Pan India, Free Food and Accomodation. Salary- Rs. 13,500 - 17,000 (Pay Roll Job). 6 month training will be provided by the company. Education- 10th passed, Age limit- 18 years - 30 years. 8918227190 / 9735064904. (C/113957)

Walk-in-Interview

ডিএসি মিশনারি স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে পদগুলি : বাংলা-০২, আরবি-০১, ইংরেজি-০২, গণিত-০২, বিজ্ঞান- ০৪, ইতিহাস- ০১, ভূগোল-০১, হোস্টেল সুপার- ০২। যোগ্যতা- B.Sc/ B.A/ M.Sc/ M.A/ Arabic kamil with D.El.Ed/ B.Ed and Experience will preferable ইন্টারভিউ তারিখ- ২৪/১২/২০২৪, আপনার CV পাঠান এই ইমেলে dacmschool@gmail.com, মো ঃ নং ৮২৯৩৭৬৯৭৮৩। (M-112639)

বিজ্ঞপ্তি

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সন্নিকটে অবস্থিত মাল পৌর আবাস লিজ দেওয়া হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যথাযথ পরিকল্পনা সমেত আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে মাল পৌরসভায় যোগাযোগ করুন।

উপ পৌরপ্রধান
মাল পৌরসভা

DHUPGURI MUNICIPALITY

Sl. No.	Tender ID
1	2024_MAD_786603_1
2	2024_MAD_786634_1
3	2024_MAD_786653_1
4	2024_MAD_786665_1
5	2024_MAD_786676_1
6	2024_MAD_786693_1

BID SUBMISSION END DATE- 03.01.2025 AT 17.00

Sd/- Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কাজ করে ভুল করে ফেলবেন। অপ্রয়োজনীয় কেনাকেটায় প্রচুর অর্থব্যয়। বৃষ : কোনও কাজ করে মানসিক তৃপ্তি। রাস্তায় আজ খুব সাবধানে চলাফেলা করুন। মিথুন : কোনও প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় খুশি। যৌথ উদ্দেশ্যে কোনও কাজে সাফল্য মিলবে। কর্কট : সারাদিন খুবই পরিশ্রমে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। সিংহ : আজ হারিয়ে যাওয়া কোনও নথি ফিরে পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। ব্যবসায়ীর নতুন লগ্নি করতেই পারেন। তুলা : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাময়িক সমস্যা চলবে। অফিসে পদোন্নতির খবর। বৃশ্চিক : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। উপার্জন বৃদ্ধির নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। ধনু : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেমে শুভ। মকর : অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। ভাই-বোনদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : সারাদিন মন চঞ্চল থাকবে। আজ হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ আসবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৩ পুহ, সংবৎ ৪ পৌষ বদি, ১৬ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫১। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১২।১১। অশ্লেষানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৩৭। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৯।৩৬। বালবকরণ দিবা ১২।১১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।৩০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ৪।৩৭ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।১৩ গতে ৪।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। যাত্রা -নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।১৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুমূর্ষু রোগী ফেলে উধাও

মৃত্যুর পরেও জলপাইগুড়ি মেডিকেলে খোঁজ নেননি কেউ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : অমানবিকতার চরম নজির দেখল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। হৃদরোগাক্রান্ত বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তিকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে এনে উধাও হয়ে গেল পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। বুধবার বিকালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু দেহ নিতেও পরিবারের কেউ আসেননি বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি। শেষ অবধি পুলিশের দ্বারস্থ হয় তারা। পুলিশ এখন হন্যে হয়ে মৃতের পরিবারকে খুঁজে বেরাচ্ছে। ভর্তির পর থেকে ওই ব্যক্তি বারবার বেডের নীচে যাচ্ছিলেন। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও বুধবার সকালে ভাইরাল হয়। তারপরই চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ৪২০ নম্বর বেডের নীচে শুয়ে আছেন একজন। রোগীর নাম জানা না গেলেও বয়স আনুমানিক ৫০ বছরের কাছাকাছি। ভিডিওতে ঘটনায় কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবের অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি, হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিবার থেকে ভর্তি করে দিয়ে যাওয়া হয়। পরে কেউ আর খোঁজ নিতেও আসেননি। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছে, মৃত ব্যক্তি উত্তর রায়কতপাড়ার বাসিন্দা। হৃদরোগাক্রান্ত হওয়ার পর শারীরিক যন্ত্রণায় তিনি বারবার বেড থেকে নীচে নেমে যাচ্ছিলেন। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি কল্যাণ খান বলেন, 'পরিবার থেকে ভর্তি করে সবাই চলে যান। কোনও ফোন নম্বর অবধি দেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে যিনি ভর্তি করতে আসেন তাঁর নাম মৃন্ময় মালাকার। ভর্তির পর থেকে যাবতীয় চিকিৎসা পেয়েছেন। উনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে খিঁচুনিও হচ্ছিল। তাই শরীরিক অস্বস্তিতে তিনি বারবার নীচে নেমে যাচ্ছিলেন। এদিন বিকেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। তারা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।'

> পরিবার থেকে ভর্তি করে সবাই চলে যান। কোনও ফোন নম্বর অবধি দেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে যিনি ভর্তি করতে আসেন তাঁর নাম মৃন্ময় মালাকার। ভর্তির পর থেকে যাবতীয় চিকিৎসা পেয়েছেন। উনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে খিঁচুনিও হচ্ছিল। তাই শরীরিক অস্বস্তিতে তিনি বারবার নীচে নেমে যাচ্ছিলেন। এদিন বিকেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। তারা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
>
> **– কল্যাণ খান** *এমএসভিপি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল*

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার গভীর রাতে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর ভর্তির পরামর্শ দেন। কর্তব্যরত ওয়ার্ড বয়রা তাঁকে স্ট্রেচারে দ্রুত মেডিসিন ওয়ার্ডের ৪২০ নম্বর বেডে নিয়ে যান। রোগীকে দেখেই চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর খিচুনি হচ্ছিল। সঙ্গে শারীরিক যন্ত্রণাও ছিল। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলেন না। তিনি বারবার বেড থেকে নীচে নেমে আসছিলেন। ওই ওয়ার্ডে ভর্তি এক রোগীর পরিবারের সদস্য বিক্রম ঝা-র কথায়, 'আমার বাবাও এই ওয়ার্ডে ভর্তি। আমি সকাল থেকে বেশ কয়েকবার দেখেছি তিনি বারে বারে বেড থেকে নীচে নেমে যাচ্ছেন। কিন্তু ওঁর পরিবারের কাউকে দেখতে পাইনি। সত্যি যদি কেউ ওঁকে ভর্তি করে দিয়ে ফেলে চলে গিয়ে থাকেন তাহলে খুবই অমানবিক একটা ঘটনা।' ওই ওয়ার্ডে থাকা আরেক রোগীর পরিবারের আত্মীয় রাজীব সরকার বলেন, 'আমি রাতে হাসপাতালে ছিলাম। ওয়ার্ড বয়রা ওঁকে বেডে নিয়ে এসেছিলেন। তখনও পরিবারের কাউকে দেখা যায়নি। যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা জরুরি বিভাগের সামনে থেকে চলে যান। দিনভর কেউ খোঁজ নিতে আসেননি। রাত থেকে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। তবে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাই বেড থেকে অজান্তেই বারে বারে নেমে যাচ্ছিলেন। এটা চরম অমানবিকতার নজির।'

পর্যটকদের মতামত শুনছেন ডিএফও। বুধবার। – সংবাদচিত্র

বাড়তি ভ্রমণে লাগবে না বাড়তি টাকা : ডিএফও

জিপসি সফরে জঙ্গলপথে আরও চার কিমি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : গরুমারায় জঙ্গলে বাড়তি ঘোরার সুযোগ মিলবে। কিন্তু তার জন্য দিতে হবে না বাড়তি এক কড়িও। নতুন বছরে দোরগোড়ায় বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে এখন খুশির হাওয়া পর্যটক থেকে শুরু ব্যবসায়ী মহলে। মঙ্গলবার গরুমারায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের সঙ্গে জঙ্গল সাফারিতে বেরিয়ে তাঁদের সমস্যা শোনেন ও মতামত নেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গরুমারার জঙ্গলে বাড়তি ভ্রমণের সুযোগের কথা জানান তিনি।

গরুমারা গেট থেকে যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনারের দূরত্ব সাত কিলোমিটার। জিপসি গাড়ি করে গাইড সহ ছ'জন পর্যটকের সাফারির খরচ আনুমানিক চার হাজার টাকা। এতদিন এই নজরমিনারে গিয়েই ঘুরে আসতে হত পর্যটকদের। তবে এবার থেকে জঙ্গলের রাস্তায় আরও চার কিমি অতিরিক্ত ঘোরার ব্যবস্থা করতে চলেছে বন দপ্তর। দ্বিজপ্রতিমের কথায়, 'যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনার থেকে মেদলা যাওয়ার রাস্তা ধরে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হবে আরও চার কিলোমিটার। এতে আরও কিছুক্ষণ জঙ্গলে ঘোরার সুযোগ মিলবে পর্যটকদের।'

> যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনার থেকে মেদলা যাওয়ার রাস্তা ধরে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হবে আরও চার কিলোমিটার। এতে আরও কিছুক্ষণ জঙ্গলে ঘোরার সুযোগ মিলবে পর্যটকদের।
>
> **দ্বিজপ্রতিম সেন** *ডিএফও, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ*

নতুন পরিকল্পনা মাফিক রুটও তৈরি হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন বছরেই জিপসি সফরে এই নতুন অভিজ্ঞতার পর্ব শুরু। বুধবার বিকেলের শিফটে পর্যটকদের সঙ্গে একই জিপসিতে জঙ্গল ভ্রমণে বের হন ডিএফও। সেখানেই কলকাতার বেহালা থেকে বেড়াতে আসা শিভম দাস, অরণ্য মৈত্রদের সঙ্গে আড্ডা জমান তিনি। তাদের সুবিধা-অসুবিধা শোনেন। ডিএফওকে কাছে পেয়ে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় আরও জোর দেওয়ারও আবেদন জানান তাঁরা।

ডিএফও জানিয়েছেন, পর্যটকরা যাতে আরও ভালোভাবে জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ উপভোগ করতে পারেন, তারজন্য সাফারির রুট বৃদ্ধির পাশাপাশি গাইডদেরও আরও উন্নত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে।

বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'বন দপ্তরের এই উদ্যোগে গরুমারা জঙ্গলের প্রতি পর্যটকদের আরও আকর্ষণ বাড়বে।'

ধর্ষণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর ওই সাজা শুনিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ধূপগুড়ি থানা এলাকার এক ১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। আদালত সূত্রে খবর, ঘটনার দিন ওই নাবালিকা বাড়িতে একাই ছিল। সেই সময় এক প্রতিবেশী তার বাড়িতে দেশলাই আনতে যায়। মেয়েটির একা থাকার সুযোগে ওই ব্যক্তি ঘরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। সেই সময় বাড়ির সামনে দিয়ে অপর এক প্রতিবেশী তরুণ যাচ্ছিলেন। চিৎকার শুনে তিনি বাড়িতে ঢুকলে ওই ব্যক্তি তরুণকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যান। পরে নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা ফিরে এলে নাবালিকা এবং ওই প্রতিবেশী তরুণ তাঁদের বিস্তারিত ঘটনাটি জানান। তারপরেই ধূপগুড়ি থানায় নাবালিকার পরিবারের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ধূপগুড়ি থানায় কর্তব্যরত তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর শশধর রায় সিংহকে মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার দিন রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ২০২১ সাল থেকে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে সংশোধনাগারে ছিল ওই ব্যক্তি। এদিন সাজা ঘোষণা হল। এই পকসো মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'মামলায় ১১ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক দোষীর যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছেন।'

মদের দোকান বন্ধের দাবি

রাজগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান বন্ধের দাবিতে ভোরের আলো থানায় স্মারকলিপি দিল কয়েকটি গ্রামের মহিলারা। বানিয়াপাড়া, সর্দারপাড়া, শিবনাথপাড়া, ছত্তরপাড়া, কালারবাড়ি এলাকার মহিলারা এদিন একজোট হয়ে ভোরের আলো থানায় স্মারকলিপি দেন। তাঁদের দাবি, সাহুডাঙ্গি ক্যানাল মোড়ে ওই মদের দোকান বন্ধ করতে হবে। ওখানে মদের দোকান চললে এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাবে। এলাকার বাসিন্দা রিংকু রায়, কল্যাণী রায়, রবিনা রায় জানান, পাশেই মদের দোকান হলে এলাকার তরুণরা নেশায় আসক্ত হবে। বুধবার উত্তেজিত মহিলারা এরপর ক্যানাল মোড়ে গিয়ে মদের দোকানের সাইনবোর্ড ছুড়ে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেয়েছে। পদক্ষেপ করা হবে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রাজকীয়।। *নেপালে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির প্রবীর সাহা।*

আক্ষেপের সুর

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর উচ্ছাসে মাতল গোটা স্কুল। বুধবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি হাটপুকুরি বিএসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে স্কুলের এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক (অবর) নাতাশা পারভিন, সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয়কুমার রায় সহ অন্যরা। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে স্কুলের সামনে মেলাও বসেছে।

কিন্তু এই আনন্দের দিনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসিতকুমার রক্ষিতের গলায় ধরা পড়ল আক্ষেপ, 'ছাত্রদের বসার ঘরে এখনও জল পড়ে। মাথার ওপরে টিনের শেড ভাঙা। ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় পড়ুয়াদের। পাঠে বিঘ্ন ঘটে। তাদের এই অসুবিধার কথা প্রশাসনের ভাবা উচিত।'

চা বাগানের র‍্যাশনে অনিয়মের অভিযোগ

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১৮ ডিসেম্বর : বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি চা বাগানে র‍্যাশন বণ্টনে দুর্নীতির পর এবার চামুর্চি চা বাগান এবং চুনাভাটি চা বাগানেও র‍্যাশন বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ উঠল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতি মাসে তাঁরা নিয়মিত র‍্যাশন পান না। একই ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে র‍্যাশন বণ্টনে নানা অভিযোগ থাকার পরেও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা কেন কোনও পদক্ষেপ করছেন না, তা নিয়ে স্থানীয় মহলে বাড়ছে ক্ষোভ।

স্থানীয় শ্রমিকদের অভিযোগ, বানারহাট ব্লকের চামুর্চি চা বাগানে র‍্যাশন দোকান এবং দুয়ারে র‍্যাশন বিতরণের সময়ে নিয়মিত সামগ্রী বণ্টন হয় না। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কোনও তারিখ থাকে না র‍্যাশন দেওয়ার। এর পাশাপাশি চুনাভাটি চা বাগানেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনও মাসে চাল দিলে মেলে না আটা। অনেকেই আছে যাঁরা র‍্যাশন থেকে কিছুই পান না বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, র‍্যাশন বণ্টনে ওজনেও চাল কম দেওয়া হয়। চিনি বেশিরভাগ দিনই মেলে না।

চামুর্চি চা বাগানের গুদাম লাইনের বাসিন্দা আক্রাম আনসারি বলেন, 'অক্টোবর মাসে কোনও র‍্যাশন মেলেনি। র‍্যাশন দোকানে গিয়েছিলাম র‍্যাশন আনতে, সেখানে খাতায় লিখে দেয় সামনের মাসে দেওয়া হবে। কিন্তু ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চললেও এখনও সেই র‍্যাশন পাইনি। অন্য এলাকায় কবে র‍্যাশন মিলবে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের এখানে কিছুই জানায় না। বর্তমান বাজার জিনিসের দাম অনেক বেশি। র‍্যাশনের চাল, আটাই ভরসা। সেটিও ঠিকমতো মিলছে না।'

> দোকানে গেলে র‍্যাশন মেলে না। কবে র‍্যাশন দেবে তাও জানান না র‍্যাশন ডিলার। র‍্যাশনের জন্য কাজেও যেতে পারি না। প্রতি মাসেই কিছু সংখ্যক লোক প্রথম সারিতে যাঁরা লাইনে থাকেন তাঁরা র‍্যাশন পান। বাকিরা আর পান না। র‍্যাশন বকেয়া থেকেই যায়।
>
> **দুর্গা রবিদাস** *স্থানীয় বাসিন্দা*

অপর এক বাসিন্দা দুর্গা রবিদাস বলেন, 'দোকানে গেলে র‍্যাশন মেলে না। কবে র‍্যাশন দেবে তাও জানান না র‍্যাশন ডিলার। র‍্যাশনের জন্য কাজেও যেতে পারি না। প্রতি মাসেই কিছু সংখ্যক লোক প্রথম সারিতে যাঁরা লাইনে থাকেন তাঁরা র‍্যাশন পান। বাকিরা আর পান না। র‍্যাশন বকেয়া থেকেই যায়।' তাঁর অভিযোগ, 'যেটুকু র‍্যাশন মেলে তাও নিম্নমানের, আটা খাওয়ার উপযুক্ত নয়।'

চুনাভাটি চা বাগানের স্থানীয় বাসিন্দা মিনু হেমব্রম বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে আটা পাই না। চিনিও মেলে না। বাগানে কবে র‍্যাশন দেওয়া হবে সেটিও জানায় না।'

এই বিষয়ে চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সংগীতা কামি জানান, এলাকার স্থানীয়রা নিয়মিত র‍্যাশন পান না। এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। বিষয়টি বিডিওকে জানাব।'

এই প্রসঙ্গে বানারহাট ব্লকের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিক অগ্নিভ দাস এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে র‍্যাশন গরমিল প্রসঙ্গে বানারহাট ব্লকের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'এই বিষয়ে এখনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। তবুও বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোঁজ নিতে বলব।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা মাধব চন্দ্র বাগদি - কে 14.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98E 31401 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার জীবনে একটি অবিস্মরণীয় নাম হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তদের কাছে আর অন্য কোনো পথ নেই একজন কোটিপতি হওয়ার। ডিয়ার লটারির একটি চমৎকার স্কিম রয়েছে যা সাধারণ মানুষকে স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচ করে একজন কোটিপতি করে তোলে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

দুর্ঘটনা রুখতে তৎপর পুলিশ

রাজগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : ফাটাপুকুরের আশ্রমপাড়ার দুই তরুণের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর দ্রুত ডিভাইডারের কাটা অংশগুলি বন্ধ করছে ট্রাফিক পুলিশ ও হাইওয়ে অথরিটি। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ৩১ডি জাতীয় সড়কের ডিভাইডার কেটে যেসব জায়গায় অবৈধভাবে গাড়ির লেন বদল করা হয় সেগুলি দ্রুততার সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ এবং হাইওয়ে অথরিটি। বুধবার ফাটাপুকুরের পাশে চাওই নদীর সেতুর সামনে এরকম অবৈধভাবে ডিভাইডার কাটা অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই কাটা অংশ দিয়ে বড় গাড়িগুলিকে লেন পরিবর্তন করতে দেখা যেত। ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় ডিভাইডারের পাশে থাকা অবৈধ রাস্তার সেই অংশ বন্ধ করার জন্য গভীরভাবে কেটে দিয়েছে হাইওয়ে অথরিটি। এইসব জায়গাগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে হাইওয়ে অথরিটি এবং জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। উল্লেখ্য, জাতীয় সড়কের ডিভাইডারের এরকম ফাঁকা অংশ দিয়ে গাড়ি ঘোরানোর ফলে দু'দিন আগে রাধাবাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই তরুণের। বন্ধু স্বপন বর্মনের অভিযোগ, 'বড় গাড়ি হঠাৎ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘোরানোর ফলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই বন্ধুর।'

জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'ট্রাফিক পুলিশ এবং হাইওয়ে অথরিটি যৌথভাবে মাঝেমধ্যে রাস্তার ডিভাইডারের পরিদর্শন করে। এখন নতুন করে নয়। আগে থেকেই হয়ে আসছে। তবুও যেসব স্থানে এরকম অবৈধভাবে ডিভাইডার কেটে লেন পরিবর্তন করার কাটা অংশ রয়েছে সেগুলি দ্রুততার সঙ্গে আমরা বন্ধ করে দেব।'

‘সবাইকে ভালো রাখতে গিয়ে নিজেই চলে গেল’, আক্ষেপ মায়ের

ভিনরাজ্যে নাবালকের মৃত্যু

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৮ ডিসেম্বর : বাড়িতে মা এবং বাবা দুজনেই অসুস্থ। রয়েছে আরও চার ভাইবোন। তাই প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়েই পরিবারের হাল ধরতে কাজে নেমে পড়তে হয়েছিল সুন্দররাম মাঝিকে (১৭)। কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যেও যেতে হয়েছিল ছেলেটিকে। মঙ্গলবার রাত ২টায় সেই নাবালকেরই দেহ ফিরল দিল্লি থেকে চ্যাংমারির বাড়িতে। সন্তান হারিয়ে বাক্যহারা বাবা-মা।

যে বয়সে পিঠে ব্যাগ নিয়ে হইহই করতে করতে স্কুল থেকে ফেরার কথা, সেই বয়সেই কেন কাজের সন্ধানে যেতে হচ্ছে কিশোর-তরুণদের। ক্রান্তি ব্লকে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার যেন আর শেষ নেই। কখনও হাত-পা দুটোই হারিয়ে শয্যাশায়ী, কখনও বা কফিনে ফেরে দেহ। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি পঞ্চায়েতের যোগেশচন্দ্র চা বাগানের সভাপুর ১ নম্বর এলাকার বাসিন্দা খুদি মাঝি। বেশ কয়েক বছর আগে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে একপ্রকার শয্যাশায়ী তিনি। যক্ষ্মা রোগে সুস্থ হওয়ার পরেও এখনও শ্বাসকষ্টের প্রবল সমস্যা রয়েছে তাঁর। বাড়িতে স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানরা রয়েছে। কয়েক বছর আগে পুরো পরিবার রাজগঞ্জে কাজের সন্ধানে গিয়েছিল।

> লেখাপড়ার বয়সে জীবিকার সন্ধানে যেতে হচ্ছে এরকম অসংখ্য সুন্দরকে। এই ঘটনা আমাদের ঘুণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থা ও বৈষম্যের নগ্নরূপ প্রকট করে তুলল। প্রশাসন ও সরকারকে একযোগে আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।
>
> **-দীনেশচন্দ্র রায়**
> *প্রতিবেশী*

সেখানেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিকের পাঠ নিয়েছিল সুন্দররাম। এরপর পুনরায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন তাঁরা। সেই সময় যক্ষ্মাতে আক্রান্ত হন খুদি। এরপর আর স্কুলে যাওয়া হয়নি সুন্দরের। পরিবারের পাশে থাকতে ১১-১২ বছর বয়সেই ময়নাগুড়িতে শ্রমিকের কাজ শুরু করল একরত্তি ছেলেটি।

চলতি বছর দুর্গাপুজোর দিন পনেরো আগে প্রতিবেশী এক তরুণের সঙ্গে দিল্লিতে পাড়ি দেয় সে। সেখানে এক পরিবারে গৃহ সহায়কের কাজ করত সুন্দর। দিনকয়েক আগে সেখানে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার মৃত্যু হয় তার। খুদির কথায়, ‘আমি কোনও কাজ করতে পারি না। ছেলের রোজগারের অর্থেই আমাদের একবেলা অন্নের সংস্থান হত। কীভাবে মারা গেল কিছুই বুঝতে পারছি না।’

মৃতের বাড়িতে প্রতিবেশীদের ভিড়। বুধবার চ্যাংমারিতে। - সংবাদচিত্র

বাড়ির উঠোনে তখনও খেলছে বাকি চার ভাইবোন। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত তারা। বড় সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর মা রুকনি মাঝি। তাঁর কথায়, ‘পেটের তাগিদে ছেলেটা বাইরে কাজে গেল। বড় আদরের প্রথম সন্তান ছিল। সবাইকে ভালো রাখতে গিয়ে নিজেই চলে গেল।’

এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রতিবেশী তথা শিক্ষক দীনেশচন্দ্র রায়। দীর্ঘদিন ধরেই পরিবারটির সঙ্গে পরিচয় তাঁর। বললেন, ‘লেখাপড়ার বয়সে জীবিকার সন্ধানে যেতে হচ্ছে এরকম অসংখ্য সুন্দরকে। এই ঘটনা আমাদের ঘুণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থা ও বৈষম্যের নগ্নরূপ প্রকট করে তুলল। প্রশাসন ও সরকারকে একযোগে আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।’ সরকারের কাছে খুদি মাঝির বাকি সন্তান এবং পরিবারটির পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

ওই পরিবারের সদস্যদের কোনও র‍্যাশন কার্ড না থাকায় র‍্যাশন পান না তাঁরা। শিশুদের নেই আধার কার্ড। ভোটের সময় যেভাবে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যেতে রাজনৈতিক দলগুলো উৎসাহ দেখায়, নির্বাচিত হওয়ার পর জনপ্রতিনিধিরা বিষয়গুলো নিয়ে কেন এতদিনেও উদ্যোগী হয়নি সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। চ্যাংমারি পঞ্চায়েতের প্রধান আব্দুল সামাদ জানান, র‍্যাশন কার্ড এবং স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে।

ঘটনাক্রম

- মৃত সুন্দররাম মাঝির বয়স মাত্র ১৭ বছর
- দুর্গাপুজোর দিন পনেরো আগে প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে দিল্লি যায় সে
- সেখানে এক পরিবারে গৃহ সহায়কের কাজ করত
- দিনকয়েক আগে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে
- সেখানে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল
- মঙ্গলবার মৃত্যু হয় সুন্দররামের

খুদি মাঝির ভাই প্রায় দেড় বছর ধরে উত্তরপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন। পরিবারের সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ একপ্রকার নেই বললেই চলে। পরিবারের বাকি সদস্যদের শারীরিক পরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। যদিও ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানান ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ।

অপরূপ প্রকৃতি।। বুধবার গজলডোবায় মান্তু রায় দেবের তোলা ছবি।

বিশেষভাবে সক্ষমদের শংসাপত্র দিতে পোর্টাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ ডিসেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষমদের শংসাপত্র আদায়ের আবেদনের জন্য রাজ্যের যে আইসিওএন পোর্টাল চালু ছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আগেই। সেই জায়গায় জাতীয় স্তরের ইউডিআইডি পোর্টালের মাধ্যমে ওই কাজটি হচ্ছে। তবুও অনেকের কাছে বিষয়টি অজানা থাকায় রাজ্যের পোর্টালে আবেদন করতে গিয়ে পারছেন না। এদিকে, অভিযোগ জানানোর জন্য ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ নামে অনলাইনে যে কর্মসূচিটি চালু রয়েছে, তা নিয়ে অভিযোগের পাহাড় জমছে। শংসাপত্রের আবেদনের পোর্টাল সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে যাতে সমাজের সর্বস্তরে জোরদার প্রচার চালানো হয় বিব্রত স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে জেলায় জেলায়। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিকেও বলা হয়েছে শংসাপত্র দিতে ইউডিআইডি পোর্টালের বিধিনিয়মই মেনে চলতে।

জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, ‘নির্দেশিকা মোতাবেক পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা আগে থেকেই সচেতনতা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিরও সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। একজনও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি যাতে তাঁর প্রাপ্য শংসাপত্র থেকে বঞ্চিত না হয় সেটা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি যাঁরা আগে আইসিওএন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করেছিলেন সেগুলি আমরা নিজেরাই ইউডিআইডি পোর্টালে নিয়ে এসে পরবর্তী পদক্ষেপ করে দিয়েছি।’

রাজ্যের পোর্টালটি বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রের পোর্টালের মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষমদের শংসাপত্রের জন্য আবেদন করার নিয়ম চালু হয় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। ওই পোর্টালের মাধ্যমেই বিশেষভাবে সক্ষমদের অভিন্ন পরিচয়পত্র (ইউনিক আইডেন্টি কার্ড) দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের প্রাক্তন নেতা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ‘বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে রাজ্য সরকারের নানা পদক্ষেপ প্রকৃত অর্থেই প্রশংসনীয়।’ রাজ্য সরকারের রোল মডেলের পুরস্কারপ্রাপ্ত নাগরাকাটার পোলিও আক্রান্ত তরুণ রামসুরত মাঝি বলেন, ‘শংসাপত্র ও পরিচয় পেতে বর্তমানে কোনও বেগ পেতে হচ্ছে না।’

সম্প্রীতির বার্তা ঘাসফুলের

নাগরাকাটা, ১৮ ডিসেম্বর : প্রতিবেশী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিগ্রহ নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে তৃণমূল কংগ্রেস একতা ও সম্প্রীতির বার্তা দিল। এদিন সুলকাপাড়ায় দলের মাইনরিটি সেলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে দিনটিকে সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের ঢল নামে। এই প্রথম জলপাইগুড়ি জেলায় শাসকদলের তরফে দিনটিকে উদযাপন করা হল বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমানের কথায়, এই প্রথম এখানে সংখ্যালঘুদের এই বিশেষ দিনটিকে ধুমধাম করে পালন করা হল। আগামী বছর থেকে যাতে সরকারি স্তর থেকে দিনটি পালন করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই আর্জি জানাব।’

এদিন এক মঞ্চে মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও ধর্মগুরুরা শামিল হন। প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এরাজ্যে সবাই একতা ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিতে বসবাস করছে। কেউ কেউ তা বিঘ্নিত করতে অপচেষ্টা চালায়। যদিও জাগ্রত জনতার কাছে কুচক্রীরা বারবার পরাস্ত হচ্ছে। এটাই পশ্চিমবঙ্গের সৌন্দর্য। এখানকার পরিচয়। এরাজ্যে সবাই সমান।’

এদিন সুলকাপাড়ায় প্রথমে একটি শোভাযাত্রা হয়। পরে স্থানীয় ফুটবল মাঠে একটি জমায়েতে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ও ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়া এদিন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য ফিরোজ নুর পাটোয়ারি, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, তৃণমূল কংগ্রেসের নাগরাকাটা, বানারহাট ও মেটেলির ব্লক সভাপতি প্রেম ছেত্রী, সাগর গুরুং ও স্নোমিতা কালান্দি এবং সংখ্যালঘু সেলের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি কাদের আলি সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপকে অবশ্য দেখা যায়নি। বুলুর মন্তব্য, ‘তিনি নিশ্চয় দলের অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত ছিলেন।’

পাম্পহাউস নিয়ে দ্বন্দ্ব জমিদাতা-নেতার

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১৮ ডিসেম্বর : নিজের দখলে থাকা চা বাগানের জমিতে পিএইচই-কে পাম্পহাউস বানানোর জায়গা দিয়েছিলেন মোগলকাটা চা বাগানের রীতা সূত্রধর। নিয়ম অনুযায়ী, পাম্পহাউস চালু হলে রীতারই কাজ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে অন্য একজনকে পাম্পহাউস অপারেটর করার চেষ্টা করা হয়। কাজের দাবিতে একাধিকবার পাম্পহাউসের গেটের সামনে ধর্নায়ও বসেন রীতা। শেষে দ্বারস্থ হয়েছিলেন বানারহাট বিডিও ও পঞ্চায়েত প্রধানের। পরবর্তীতে জেলা শাসক ও পিএইচই দপ্তরের মধ্যস্থতায় এবং মৌখিক আশ্বাসে ১ ডিসেম্বর থেকে কাজে যোগ দেন রীতা।

ওই মহিলার অভিযোগ, কর্মরত অবস্থায় স্থানীয় অতি সক্রিয় তৃণমূলের এক নেতা এসে পাম্পহাউসে তালা মেরে দিয়ে যান। ওই তৃণমূল নেতাই শুরু থেকে ওই পাম্পহাউসে কাজ করবেন বলে জানিয়ে আসছেন। যার জেরে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। পাম্পহাউসের গেটে তালা মেরে দেওয়ার জেরে পাম্পটি এখন বন্ধ রয়েছে। বুধবার দুপুরে বানারহাট ব্লকের বিডিও, পিএইচই দপ্তরের আধিকারিক ও বানারহাট থানার পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে আসে। পিএইচই আধিকারিকের উপস্থিতিতে পাম্পহাউসের চাবি বানারহাট ব্লকের বিডিও অন্য একজন পাম্প অপারেটরকে দেন। এই অবস্থায় বাড়ির জমি দিয়েও স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের দৌরাত্ম্যে কাজ হারাতে হচ্ছে বলে জানান রীতা।

> দুজন একই কাজ পাওয়ার দাবির জেরে পাম্পহাউসটি বন্ধ হয়েছিল। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা পানীয় জল পাচ্ছিলেন না। তাই পার্শ্ববর্তী এলাকার অন্য এক পাম্প অপারেটরকে এই পাম্পটির চাবি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি তিনি দুটি পাম্প চালিয়ে জল সরবরাহ ঠিক রাখবেন।
>
> **-নিরঞ্জন বর্মন**
> *বিডিও, বানারহাট ব্লক*

রীতা আরও বলেন, ‘কে এই পাম্পহাউস অপারেট করবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে বলে তারা জানিয়েছে। আমাকে নিয়োগ করার পরেও শাসকদলের ওই প্রভাবশালী নেতাকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য সকলে মিলে আমায় হেনস্তা করছে।’ তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, ‘সেই প্রভাবশালী নেতা প্রাণে মারারও হুমকি দিয়েছে। তৃণমূলকে আমিও ভোট দিই। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করি। কিন্তু কিছু স্থানীয় নেতা যেমন করছেন, তাতে শান্তিতে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।’ যদিও অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা লীলাপ্রসাদ ওরাওঁ বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যা। আমি ওই মহিলাকে যথেষ্ট সম্মান করি, প্রাণে মারা বা অন্য কোনও কথা আমি বলিনি।’

এ ব্যাপারে পিএইচই’র ডিভিশনের আধিকারিক পূর্ণজিৎ রায় বলেন, ‘নিয়ম অনুযায়ী জমিদাতাই পাম্পহাউসে কাজ করবেন। এদিনের বিষয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলব।’ বানারহাট ব্লকের বিডিও নিরঞ্জন বর্মনের বক্তব্য, ‘দুজন একই কাজ পাওয়ার দাবির জেরে পাম্পহাউসটি বন্ধ হয়েছিল। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা পানীয় জল পাচ্ছিলেন না। তাই পার্শ্ববর্তী এলাকার অন্য এক পাম্প অপারেটরকে এই পাম্পটির চাবি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি তিনি দুটি পাম্প চালিয়ে জল সরবরাহ ঠিক রাখবেন।’

এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদ করে উত্তরবঙ্গ পিএইচই মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত গুপ্ত জানান, ‘ওই মহিলাকে পিএইচই দপ্তরের নিযুক্ত ঠিকাদার ডিসেম্বর মাসে কাজে নিযুক্ত করেন। বুধবার বানারহাট ব্লকের বিডিও পানীয় জলপ্রকল্পের পাম্প অপারেটরের থেকে চাবি নিয়ে অন্য একজনকে দিয়েছেন। এইরকম শ্রমিকবিরোধী কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’

রক্তদান শিবির

গয়েরকাটা, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের বানারহাট ব্লক কমিটির তরফে গয়েরকাটা রিডিং ক্লাব প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ৩০ জন রক্তদান করেন শিবিরে। সংগঠনের বানারহাট ব্লক কমিটির সভাপতি সৌরভ সরকার বলেন, ‘এমন আয়োজন ভবিষ্যতে আরও করা হবে।’ এদিনের শিবিরে মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের জেলা সভাপতি বিক্রম দাস, বানারহাট ব্লক সভাপতি সাগর গুরুং প্রমুখকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিধায়ককে কাছে পেয়ে গয়েরকাটা থানা, হাসপাতালের দাবি তুলে ধরেন এলাকাবাসী।

চারাগাছ বিলি

গয়েরকাটা, ১৮ ডিসেম্বর : নিজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে গাছের চারা বিলি করল আংরাভাসা বংশীবদন হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অমিত রায়। অমিতের বাড়ি বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। পরিবেশ রক্ষার আর্জি জানিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে এদিন চারাগাছ বিলি করে সে। টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে সেই টাকা দিয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছে। বন্ধুরা এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছে অমিত।

প্রতিযোগিতা

ময়নাগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে ময়নাগুড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাবের ষোড়শতম বর্ষের সাতদিনব্যাপী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হল। ময়নাগুড়ি রবিতীর্থ ভবনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা মিলিয়ে ১৭টি নাট্যগোষ্ঠীর নাটক মঞ্চস্থ হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হবে নাট্য প্রতিযোগিতা। তিনটে করে নাটক মঞ্চস্থ হবে। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে প্রবেশ অবাধ বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

মাটির ঘরের সামনে বঞ্চিত আদিবাসী পরিবার। -সংবাদচিত্র

আবাস নিয়ে ক্ষোভ দক্ষিণ বেরুবাড়িতে

সমীক্ষায় বাদ তৃণমূল কর্মীর নাম

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বরুণ দাস। বরুণ সাতকুড়া ফকিরপাড়া এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। একচালার ছোট টিনের ঘরে পরিবারের সঙ্গে দিন কাটান এই তৃণমূল কর্মী। কিন্তু, তাতে কারও নজর পড়েনি। অথচ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় অনেক সচ্ছল পরিবারের সদস্যদের ভাগ্যে আবাসের শিকে ছিঁড়েছে বলে অভিযোগ। আবাসের সম্ভাব্য প্রাপকদের তালিকা থেকে বরুণ সহ এলাকার আরও অনেকেই বঞ্চিত রয়ে গিয়েছেন। বরুণের অভিযোগ, ‘বিরোধীদল সমর্থিত সরকারি কর্মীরা সার্ভের সময় প্রতিহিংসাবশত তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দিয়েছে।’ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারী বলেন, ‘কী কারণে বরুণের নাম বাদ গেল তা খতিয়ে দেখা হবে।’

গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সূত্রে খবর, আবাসের খসড়া তালিকায় ১৬০২ জনের নাম ছিল। চূড়ান্ত সমীক্ষার পর ওই তালিকা থেকে ২১৮ জনের নাম বাদ পড়েছে। তারমধ্যে বরুণের নাম রয়েছে। বরুণ জানিয়েছেন, প্রশাসনের লোক তাঁর বাড়িতেও সমীক্ষা করতে এসেছিলেন। আশা ছিল, আবাসের তালিকায় তাঁর নাম থাকবে। কিন্তু সম্ভাব্য তালিকা বের হতেই সেই আশা পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, ‘আমি দিনমজুর। এক চালা ঘরে বসবাস করি। তারপরেও আবাসের তালিকায় নাম এল না।’

স্থানীয় এক পঞ্চায়েত কর্মী ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক কর্মী মিলে তাঁর বাড়িতে আবাসের সমীক্ষা করেছিলেন বলে বরুণের অভিযোগ। বরুণের আরও অভিযোগ, ওই পঞ্চায়েত কর্মী বিজেপি সমর্থিত। ইচ্ছাকৃতভাবে তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন অনেকেরই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি দিদিকে বলো, জলপাইগুড়ি সদর বিডিও এবং পঞ্চায়েত দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন।

যদি বিজেপির ওই পঞ্চায়েত কর্মীর দাবি, ‘এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিরপেক্ষভাবে সঠিক তথ্য উল্লেখ করে সমীক্ষা করা হয়েছে।’ এলাকার শাসকদলের নেতাদের একাংশের দাবি, ওই তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আরও নিরপেক্ষ সমীক্ষার প্রয়োজন।

জেলার খেলা

জয়ী মালবাজার

মেটেলি, ১৮ ডিসেম্বর : মেটেলি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার এনওয়াইএ সুপার কিংস ২৮ রানে ফাটাপুকুর সুপার জায়েন্টকে হারিয়েছে। কিংস প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান তোলে। জবাবে ফাটাপুকুর ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২০ রানে আটকে যায়। দ্বিতীয় ম্যাচে মালবাজার ইন্ডিয়ান ৩৮ রানে ফাটাপুকুরের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে মালবাজার ৭ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। জবাবে ফাটাপুকুর ১০ ওভারে ৯৭ রানে গুটিয়ে যায়। মালবাজার ইন্ডিয়ান ৮ রানে হারিয়েছে এনওয়াইএ সুপার কিংসকে। প্রথমে মালবাজার ৮ উইকেটে ১২৬ রান তোলে। জবাবে সুপার কিংস ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৮ রানে আটকে যায়।

মিঠুনের দাপট

ক্রান্তি, ১৮ ডিসেম্বর : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার তেশিমলা নাইট রাইডার্স ২ উইকেটে মোস্তাফা সুপার জায়েন্টকে হারিয়েছে। প্রথমে মোস্তাফা ১২ ওভারে ৯৫ রান তোলে। নুর ইসলাম ১৯ রান করেন। মিঠুন মহম্মদ ১৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে তেশিমলা ৮ উইকেটে ৯৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মিঠুন ৩৯ রান করেন। আরিফ হোসেন ২৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

জিতল বটতলা

চালসা, ১৮ ডিসেম্বর : জ্যোতি সংঘের ক্রিকেটে বুধবার বটতলা ওয়ার্স ১০০ রানে মালবাজার ইয়ং বয়েজ ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে বটতলা ১৬ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৭ রান তোলে। জবাবে মালবাজার ১৪.৪ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে বড়দিঘি এনজিসি।

৩ উইকেট শুভমের

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ৫ উইকেটে আরসিসি-কে হারিয়েছে। আরসিসি প্রথমে ৮০ রানে অল আউট হয়। রেজাউল ইসলাম ২২ রান করেন। শুভম দাস ৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রায়কতপাড়া ৫ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয়। সৌম্যদীপ মজুমদার ২৫ রান করেন। অভিজিৎ রায় ২৪ রানে নেন ২ উইকেট।

রূপঙ্করের ৪২

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার সংঘমিত্রা ক্লাব ৭৬ রানে নয়াবস্তি রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে সংঘমিত্রা ৮ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। রূপঙ্কর সরকার ৪২ রান করেন। অঙ্কিত রায় ২২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে নয়াবস্তি ৯১ রানে গুটিয়ে যায়। রাহুল পাসোয়ান ৩০ রান করেছেন। সুপ্রতীক দাস ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সম্মেলনের থিম ঘোষণা

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে ২১ এবং ২২ ডিসেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএমের সম্মেলন। এই উপলক্ষ্যে সম্মেলনের লোগো এবং থিম সংগীতের বিষয়টি বুধবার ঘোষণা করলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য। ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

এদিন সলিলবাবু জানান, জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত এলাকার মানুষের ওপর আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ যেমন হয়েছে, তেমনই সম্মেলনে কিছু প্রস্তাবও রাখা হবে। এছাড়া তিস্তাখালের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বন্যপ্রাণীদের হামলায় ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বুলুর তোপে কেন্দ্র

মালবাজার, ১৮ ডিসেম্বর : রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মীনগ্লাস চা বাগানে বুধবার রাস্তার কাজের সূচনা করতে এসে বিজেপি নেতাদের এক হাত নিলেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে উন্নয়ন থমকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবুও নিজের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে উন্নয়নের চেষ্টা করছেন বলেও জানান মন্ত্রী।

মালবাজার ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মীনগ্লাস চা বাগানের ডালিমকোট ডিভিশনে প্রায় ৮০০ মিটার সিসি রাস্তার কাজের সূচনা হয় বুধবার বিকেলে। বুলু নারকেল ফাটিয়ে এই কাজের সূচনা করেন।

এদিন উদ্বোধনের পর এলাকার একটি সভায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। অন্যদিকে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চিকবড়াইক। এছাড়া আরও তিনটি নতুন সিসি রাস্তা তৈরির আশ্বাসও দেওয়া হয়। তবে রাস্তার কাজের গুণগতমান নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিরোধীরা।

প্রস্তুতি সভা

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার দুই শতাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে অরবিন্দ পঞ্চায়েতের গোমস্তাপাড়ায় খাদ্যমেলার প্রথম প্রস্তুতি সভা হল। বৃহস্পতি ও শুক্রবার আরও দুটি সভা হবে অরবিন্দ পঞ্চায়েতের নয়াপাড়া প্রাথমিক স্কুলের মাঠে ও মোহিতনগর তারাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের মাঠে। অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, ‘পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ৫ দিনব্যাপী খাদ্যমেলা হবে। ২৫-২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।’

কোদালকাটির সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন অস্বাস্থ্যকর

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৮ ডিসেম্বর : যেখানে মানুষ যান সুস্থ হতে, সেখানে গিয়ে যদি আরও অসুস্থ হতে হয়, তাহলে তা চিন্তার বিষয়। দিনের পর দিন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়ে রয়েছে ক্রান্তি ব্লকের কাঁঠালগুড়ির সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই অবস্থাতেই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে বাধ্য হন রোগীরা।

বর্ষার দিনে ঘরের ভিতর জল ঢুকে যায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনে জমে থাকা আবর্জনায় মশামাছির উৎপাত লেগেই থাকে। আশপাশের এলাকা ঝোপঝাড়ে ভর্তি। বেহাল দশার ভবনটি থেকেও পলেস্তারা খসে পড়ছে। এছাড়া রোগীদের জন্য নেই বসার জায়গা, নেই শৌচাগারের

বন্দোবস্তও। গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা সহ ছোট শিশুদের এখানে টিকাকরণের জন্য আসতেই হয়। ফলে নিয়মিত বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের।

রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোদালকাটি, ধলাবাড়ি, চেলের পাড় সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৬ হাজার বাসিন্দা এই কেন্দ্রটি থেকে পরিষেবা পান। স্বাস্থ্য পরিষেবায় এখানে একজন এএনএম, একজন কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং ৫ জন আশাকর্মী রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সাবির হোসেন বলেন, ‘টিকাকরণের দিনগুলিতে মায়েদের খুবই কষ্ট হয়। রোদ জলে দীর্ঘক্ষণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।’

এলাকার বহু মানুষ এখানে এলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই বেহাল দশায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী প্রসূতি মায়েরা। বসার সুব্যবস্থা নেই। শিশুদের কোলে নিয়ে মায়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। শৌচাগারের না থাকায় চরম হয়রানির শিকার হতে হয় সকলকেই। তাই প্রশাসনের কাছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সামসুন নেহার এবিষয়ে জানান, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কোনওরকম হেলদোল চোখে পড়ছে না। রোগীদের মতোই একপ্রকার বাধ্য হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদেরও। স্বাস্থ্যকর্মী অঞ্জলি বণিক বলেন, ‘শৌচাগার না থাকায় পরিষেবা নিতে আসা মায়েদের অসুবিধা হয়। ভবনের অবস্থাও ভালো নয়। রোগীদের বসার জায়গা নেই। প্রশাসনের কাছে সমস্যাগুলি জানানো হয়েছিল।’

বাসিন্দা সালেহা বেগম, নুরজাহান খানরাও একই অভিযোগ করেছেন। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় অবশ্য বলেন, ‘স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির সমস্যার বিষয়ে জানি। এটি সংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

অভিযান

মালবাজার, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার মালবাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নাকা চেকিং করে মাল থানার ট্রাফিক পুলিশ। ওসি দেবজিৎ বসুর নেতৃত্বে অভিযানটি চলে। গাড়িচালকরা মদ্যপান করেছেন কি না তা মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। একাধিক ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়েছে।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

মালবাজার, ১৮ ডিসেম্বর : গুডহোপ বাগানের ১ নম্বর লাইনের শ্রমিক আবাস থেকে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল মাল থানার পুলিশ। এই ঘটনায় হাতেনাতে ধরা পড়ে দুজন। বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজার পরিমাণ চার কেজি।

নতুন উপাচার্য

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগ দিলেন অধ্যাপক কল্লোল পাল। মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া তাঁকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন।

ধূমপান, ধৃত

মুম্বই থেকে কলকাতায় আসার পথে ইন্ডিগোর বিমানের শৌচালয়ে ধূমপান করায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানা।

নতুন কমিটি

রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির মানোন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের নতুন কমিটি গঠন করল নবান্ন। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে।

ডেথ অডিট

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে এবার থেকে ডেথ অডিট বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। বুধবারই এই নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য ভবন।

সামনেই বড়দিন। আলোয় সেজে উঠেছে পার্ক স্ট্রিট। ছবি : আবির চৌধুরী

কমছে গরমের ছুটি, ক্ষোভ নানা মহলে

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির দিন কমানো হল। এবার থেকে গ্রীষ্মাবকাশ থাকবে ৯ দিন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে ২০২৫ সালের ছুটির ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানেই গরমের ছুটি ১৯ দিন থেকে কমিয়ে ৯ দিন করা হয়েছে। তবে পুজোর ছুটি বাড়ানো হয়েছে। গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যে গরমের ছুটি কমানো নিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলে নানা সমালোচনা শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন পুজোর ছুটি বাড়ানোর কথা বলেছিল। সেই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে।' প্রধান শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকি। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম আবহাওয়া থাকে। এবছর পুজোর ছুটি ২৪ দিন এবং গরমের ছুটি ৯ দিন করা হয়েছে। এতে শিশু এবং অভিভাবকরা অসুবিধায় পড়বেন। তবে এখন অনেক স্কুল স্বশাসিত। তারা এই বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবে। কেন্দ্রের অধীনস্থ স্কুলগুলিতে আগে থেকেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনায় রাজ্যের সদর্থক ভূমিকার অভাব রয়েছে।'

সংশোধনী

১৮ ডিসেম্বর কলকাতা এবং পাতায় প্রকাশিত 'কুর্মিদের অবরোধে নিষেধাজ্ঞা' শীর্ষক খবরে কুর্মিদের অবরোধের পরিবর্তে ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের অবরোধ পড়তে হবে।

ফিরহাদকে সেন্সর মমতার

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : দিনকয়েক আগেই বাংলাদেশ ইস্যুতে মন্তব্য করতে গিয়ে বেফাঁস বলে ফেলেছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আর তার পরই ঘরে-বাইরে তুমুল সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশ্বস্ত সৈনিককে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দলের পক্ষ থেকেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ফিরহাদের মন্তব্য দল অনুমোদন করে না। দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় এমন কোনও বক্তব্য তৃণমূল সমর্থন করে না।

এবার ফিরহাদকে আরও সেন্সর করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী সাত থেকে দশদিন কোনও সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানে তাঁকে যেতে বারণ করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানগুলিতে এই বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে তাঁকে পড়তে হতে পারে আশঙ্কা করেই আপাতত তাঁকে নীরব থাকতে বলা হয়েছে। আর তাই বড়দিন উপলক্ষ্যে ফিরহাদের একাধিক কর্মসূচি বাতিল হল।

বৃহস্পতিবার থেকে পার্কস্ট্রিটে বড়দিনের উৎসব শুরু হচ্ছে। শহর ও শহরতলিতেও এই

উৎসব হবে। অনেক জায়গায় আমন্ত্রিত ছিলেন ফিরহাদ। হাওড়া পুরসভায় ২৩ ডিসেম্বর থেকে বড়দিন কার্নিভাল হবে। সেই কারণে হাওড়া পুরসভার প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী ফিরহাদকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে সুজয়বাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন। বুধবার ফিরহাদকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের কার্যত এড়িয়ে গিয়ে তিনি শুধু বলেন, 'সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু প্রশ্নে যেসব মন্তব্য আমি করেছি,, তা নিয়ে আর কোনও কথা বলব না।' তৃণমূল সূত্রে খবর, ফিরহাদ দলকে জানিয়েছেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি যে প্রসঙ্গে কথাটি বলতে গিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে বিষয়টি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। ফিরহাদ কোনও মন্তব্য না করলেও এদিন তাঁর হয়ে মাঠে নেমেছেন তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম। তিনি বলেন, 'বাবা উর্দু বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছে।' তবে প্রিয়দর্শিনীর এই মন্তব্যকেও গুরুত্ব দিতে নারাজ রাজনৈতিক মহল।

বাংলার ৪ পদ্ম সাংসদ শোকজের মুখে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : এক দেশ এক ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হওয়ার দিন হুইপ অমান্য করে সংসদে হাজির না থাকায় শোকজের মুখে পড়তে চলেছেন রাজ্যের এক মন্ত্রী সহ চার বিজেপি সাংসদ। এঁরা হলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও তমলুকের সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, এক দেশ এক ভোট বিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিল। সংসদে পেশের আগেই বিলের বিরোধিতায় একজোট হয়েছিল বিরোধীরা। সেই কারণে সংসদের উভয়কক্ষে এই বিল পেশের দিন অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়েছিল বিজেপি।

সংসদের দুই কক্ষেই এই বিল পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন মিলবে না বুঝেই কৌশল স্থির করে রেখেছিল বিজেপি। ঠিক ছিল, বিল নিয়ে বিরোধীদের ভোটাভুটির দাবি তোলার আগেই বিরোধীদের দাবি মেনে বিলকে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হবে। তবে একান্তই যদি ভোটাভুটির মুখোমুখি হতে হয় দলকে, সেক্ষেত্রে বিলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট যাতে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই কারণে মঙ্গলবার বিল পেশের দিন সংসদে দলের সব সাংসদকে হাজির থাকতে সংসদীয় দলের তরফে হুইপ জারি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোটাভুটির সময় বিজেপির মোট ২১ জন সাংসদ ওইদিন উপস্থিত ছিলেন না। আর বাংলার ১২ সাংসদের মধ্যে গরহাজির ৪। যদিও এই অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সংসদে বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ২৬৯টি এবং বিরুদ্ধে ১৯৮। ফলে আপাতত মুখরক্ষা হলেও বিষয়টি মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না দল।

এই প্রসঙ্গে এদিন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দলের কাছে শৃঙ্খলা সব থেকে বড়। তিনি মন্ত্রী হোন বা সাংসদ, দলের শৃঙ্খলা ও নির্দেশ সবাইকে মানতে হবে। যাঁরা হুইপ থাকা সত্ত্বেও অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে কারণ জানতে চাইবে দল। যদি সেই কারণ প্রকৃতই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তাঁর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। অন্যথায় শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।'

এদিকে হুইপ অমান্য প্রসঙ্গে অভিযুক্ত রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন,'ছেলের অসুস্থতার জন্য বাড়িতে এসেছিলাম। হঠাৎই হুইপ পেয়ে দিল্লি ফিরলেও ভোটাভুটির সময় পৌঁছোতে পারিনি। যা বলার তা দলকে বলেছি। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলতে চাই না।' জলপাইগুড়ির জয়ন্ত রায় ফোন ধরেননি। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, জরুরি কাজে তাঁকেও জেলায় ফিরতে হয়েছিল। তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমি কলকাতায় ছিলাম। রবিবার হুইপ পেয়ে সোমবার সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে রওনাও হই। কিন্তু বিমান দেরি করায় ভোটাভুটির সময়ে পৌঁছোতে পারিনি।' মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলব না।

বাংলা এখন শিল্পের গন্তব্য, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : বাংলা এখন শিল্পের প্রধান গন্তব্য। আগামী দিনে এই রাজ্যে হাজার হাজার বেকার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। বুধবার নিউটাউনে ইনফোসিসের নবনির্মিত ক্যাম্পাসের উদ্বোধনে গিয়ে এই আশার কথা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমেরিকার ধাঁচে আমরা ২০০০ একর জমিতে সিলিকন ভ্যালি তৈরি করেছি। সেখানে ইতিমধ্যেই ২৭ হাজার কোটি টাকা লগ্নি হয়েছে। ২৫ হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। ২৮টি কোম্পানি ইতিমধ্যেই সেখানে কাজ শুরু করেছে। আরও ৪০টি কোম্পানি খুব দ্রুত কাজ শুরু করবে। সেখানে প্রচুর তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও ১১টি সংস্থা কাজ করতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা ২২টি তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক করেছি।' গত ১৪ বছরে রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম, তখন কিছু করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন সেই সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের রাজ্যের গর্বের।'

গত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ইনফোসিসকে নিউটাউনে ৫০ একর জমি দিয়েছিল রাজ্য। প্রথম পর্যায়ে তারা ১৭ একর জমিতে একটি ক্যাম্পাস করেছে। সেখানে প্রত্যক্ষভাবে ৪ হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্প আরও সম্প্রসারিত হলে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। নিউটাউনের শেষ প্রান্তে হাতিশালা মৌজায় এই নতুন প্রকল্পকে দেখতে এদিন মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশাল তোরণে বাংলা হরফে লেখা রয়েছে 'ইনফোসিস'। এদিন উদ্বোধনে ঢোকার মুখে এই তোরণ দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা এদিন তাঁর ভাষণে বলেন, 'বাংলায় শিল্পের জন্য অনুকূল পরিকাঠামো রয়েছে। রয়েছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী। এই মুহূর্তে রাজ্যের ২২০০ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা কাজ করছে।'

কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : প্রদেশ কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান ঘিরে কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল। শূন্যপদে নিয়োগ এবং আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে বুধবার রাজভবন অভিযান করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। তার আগে থেকেই রাজভবন এবং ধর্মতলা চত্বর কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। রাজভবনের সামনে আসতেই পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে কংগ্রেস নেতাদের। দুপক্ষের মধ্যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। একসময় একাধিক নেতা-নেত্রীকে কার্যত চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সহ একাধিক নেতাকে আটক করা হয়। তবে এদিন শুধু এরাজ্য নয়, দেশজুড়ে বিক্ষোভে নেমেছিল কংগ্রেস।

প্রাথমিকে ইডি'র মামলায় হল না চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় বুধবারও চার্জ গঠন করা সম্ভব হল না। ফলে ইডির ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নিম্ন আদালতের বিচারক।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'হস্টেলে ছাত্রদের মতো পরীক্ষার ১০ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠে জামা, পেন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে দৌড়োলে চলবে না।' এদিন নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁদের অনেকেই আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদেরকে নোটিশ দেয়নি ইডি। তারপরই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারক। পাশাপাশি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে মঙ্গলবার হেপাজতে নিয়েছে সিবিআই। এদিন তাঁকে সাক্ষীদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ৫৪ জন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে বিচারপর্ব সম্পন্ন করার কথা ছিল। এদিন আদালতে ভার্চুয়ালি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন শীল, সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়রা হাজিরা দেন। তখনই বিচারক জানতে পারেন প্রত্যেকের কাছে মামলার কপি পৌঁছোয়নি। তাই বিচারক ইডির উদ্দেশে বলেন, 'এখনও পর্যন্ত প্রত্যেককে মামলার কপি দিতে পারেননি। অনেকেই মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছে। সবাই উপস্থিত না থাকলে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব নয়।' তারপর চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়।

২০ ডিসেম্বর দুপুর ২টোয় মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই-ও। তিনি এখন বিদেশে রয়েছেন। ফলে পরের শুনানিতে উপস্থিত না থাকলে জেলেই থাকতে হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। তবে আদালত সূত্রে খবর, এদিনও হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে একাধিক অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

ধমক খাচ্ছেন রাজ্য নেতারা

বঙ্গ বিজেপির রদবদলে সংশয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে প্রায় 'ল্যাজেগোবরে' অবস্থা বঙ্গ বিজেপির। চেষ্টা করে এতদিনেও রাজ্যে এক কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারছে না দল। দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কানে নিয়মিত এইসব খবর পৌঁছে যাওয়ায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ও হতাশ তাঁরা। এই অবস্থায় বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে রদবদল নিয়ে তাঁদের কাছে খোঁজখবর নেওয়ার সাহসই দেখাতে পারছেন না রাজ্য নেতারা। প্রশ্ন করলেই তাঁদের কাছ থেকে ধমকের সুরে প্রায় বকুনি খেতে হচ্ছে তাঁদের।

এমনই অভিজ্ঞতা দিল্লিতে বঙ্গ বিজেপির এক সাংসদের। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'এইসব কারণেই বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে রদবদল এখন দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের মাথাতেই নেই। এই কাজে হাত দিতে কেন্দ্রীয় নেতারা ভরসাই পাচ্ছেন না। বঙ্গ বিজেপিতে দলের নতুন রাজ্য সভাপতি কাকে করা হবে, সেই নিয়ে নামের পর নাম নিয়মিত বেছেও শুধু ভরসা করার কথা ভেবে বাতিল করতে হচ্ছে তাঁদের। যা সচরাচর হয় না বিজেপির মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টিতে।'

তবে দলের দিল্লি সূত্রের খবর, এখন যা শোনা যাচ্ছে তাতে সম্ভবত ইংরেজি নতুন বছরে বঙ্গ বিজেপির নয়া নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে হাত দেবেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তার মধ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান পর্বও মিটে যাবে।

তবে সরাসরি এইসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে প্রায় তাঁদের বকুনি খেতে হচ্ছে। প্রায় ধমকের সুরে তাঁরা বলছেন, রাজ্যে দলটাই দিনদিন দুর্বল হচ্ছে। সদস্য সংগ্রহ করার কাজে দল রাজ্যের মানুষের সাড়া পাচ্ছে না। শুধু বাংলাদেশ নিয়ে লাফালাফি করলে কি পশ্চিমবঙ্গে দল হইহই করে এগোবে? শুধু বিভাজনের রাজনীতির কৌশল করে কি সচেতন বঙ্গবাসীর মন বিজেপির দিকে ঘোরানো যাবে? বঙ্গ বিজেপির নয়া নেতৃত্ব এই অবস্থায় এনে নতুন কী হবে পশ্চিমবঙ্গে দলের?

এমনই মন্তব্য এখন দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একাংশের কাছে শুনতে হচ্ছে বলে বাংলার দলের ওই সাংসদ জানান।

জামিন চেয়ে আদালতে বিকাশ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : নিম্ন আদালতের পর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কয়লা পাচার কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্র। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পকসো মামলা ভিত্তিহীন বলে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় তাঁকে কালীঘাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পকসো সহ একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও নিযাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়নি নিম্ন আদালতে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। এই প্রেক্ষিতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। পরের সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। কয়লা পাচার কাণ্ডে নিয়মিত তাঁকে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে হয়। তারই মধ্যে তাঁর নিজের দাদা বিনয় মিশ্রের নাবালিকা মেয়েকে যৌন হেনস্তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বৃহস্পতিবার, ৩ পৌষ ১৪৩১, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১০ সংখ্যা

নতুন সংকট

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য কিংবা কলহ নতুন ঘটনা নয়। প্রায় প্রতিটি পরিবারে এরকম হয়ে থাকে। সেই কলহ মিটেও যায়। বাজার থেকে পছন্দের শাকসবজি না আনলে কিংবা রান্নায় নুন-ঝাল কমবেশি হলে, পরিবারের ডাবল ইঞ্জিনে গোলমাল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কখনও দাম্পত্যকলহের তীব্রতা বেশি হলে স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যান। কলহের তীব্রতা কমলে, রাগ পড়ে গেলে ফের মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়ে যায়।

দাম্পত্য সম্পর্কে এর ব্যতিক্রম ঘটলে তার পরিণতি হয় বিবাহবিচ্ছেদ। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিরকালের জন্য ভাঙন ধরে। বিবাহবিচ্ছেদে স্বামী বা স্ত্রীর যতটা ক্ষতি হয়, তার থেকেও বেশি ক্ষতি হয় সেই সম্পর্কজাত সন্তানদের। বাবা-মাকে আলাদা হয়ে যেতে দেখলে সবথেকে বেশি কষ্ট পায় শিশুরা। বাবা-মা আলাদা থাকলেও যদি তাঁরা কোপ্যারেন্টিং বা সহ অভিভাবকত্বের পথে হাঁটেন, তাহলে ছবিটা খানিক আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই সমস্ত সমস্যাকে ছাপিয়ে দাম্পত্যকলহের নতুন একটি সংকট সামনে চলে এসেছে সম্প্রতি। অতুল সুভাষ নামে বেঙ্গালুরুর এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দাম্পত্যকলহের জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ২০১৯ সালে তিনি বিয়ে করেছিলেন। ২০২০ সালে তাঁদের একটি শিশুপুত্র হয়। কিন্তু ২০২১ সালে তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়া বিপুল অঙ্কের খোরপোশ দাবি করেন অতুলের থেকে। লাগাতার মামলা এবং খোরপোশের দাবিতে বিপর্যস্ত অতুল নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন।

এই ঘটনার পরপরই বেঙ্গালুরুতে এইচসি থিপ্পান্না নামে একজন পুলিশকর্মী তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরের লাগাতার মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়ে একই পথ বেছে নেন। প্রায় একই সময়ে নয়ডায় লিভ-ইন পার্টনারের কটাক্ষে আত্মহননের পথ বেছে নেন মায়াঙ্ক চান্ডেল নামে এক কর্মহীন ইঞ্জিনিয়ার। অতিরিক্ত পণের দাবিতে বাড়ির বৌকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার নতুন নয়। কঠোর আইন তৈরি হওয়ার পরও পরিস্থিতি বদলায়নি।

কিন্তু এর মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে, ওই আইনগুলিকে ঢাল করে পুরুষ নির্যাতনের রাস্তায় হাঁটছেন কেউ কেউ। স্বামী ও তাঁর পরিবারের মানসম্মানের তোয়াক্কা না করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। এতে পরিবারের বন্ধন ক্রমশ ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। দেশ ও সমাজ এখন ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। পান থেকে চুন খসলেই প্রতিপক্ষকে চিরতরে শেষ করে দিতে উঠেপড়ে লাগছে। এর প্রভাব পড়ছে পারিবারিক জীবনে।

দেশ ও সমাজে সমস্যা আগেও ছিল। কিন্তু সমাধান খোঁজার বদলে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। আইনের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্য আইন। মানুষ যদি ভালো না থাকে, পরিবার যদি সুখে না থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে সেই সমাজ এবং দেশ ভালো নেই। ভারত বর্তমানে অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সবাই চাইছেন প্রচুর টাকাপয়সা, মান-যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। কিন্তু সেই সোনাদানা, হিরেমানিকের ভাণ্ডার নিয়েও মানুষ সুখের খোঁজ পাচ্ছেন না।

ব্যক্তি সুখে না থাকলে পরিবার সুখী হতে পারে না। আবার পরিবার সুখী না হলে সমাজ ভালো থাকতে পারে না। সমাজ সুখী না থাকলে দেশের হাল খারাপ হতে বাধ্য। ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স ২০২৪-এ বিশ্বের ১৪৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৬ নম্বরে। বরাবরের মতো ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইডেনের মতো দেশ এই তালিকার প্রথম দিকে। প্রাচীনত্বের গৌরব নিয়ে ভারতবাসীর গর্বের সীমা নেই। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলেও ভারতীয়দের শ্লাঘা কম নয়। তারপরও দেশ যে সুখে নেই, সেটা পারিবারিক জীবনে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার থেকে স্পষ্ট।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু অলস হলে কোনও কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। নিজের জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে আপনি অন্যদের সঠিক পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড়ো পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

হিমালয়ে লুকিয়ে বিষবাষ্পের কারখানা

অনেকের মনেই প্রশ্ন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ঢেউ পাহাড়ের উচ্চতম অংশে পৌঁছে গেল কীভাবে? উত্তরবঙ্গেও পড়ছে প্রভাব।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

'বিষবাষ্প' বলতেই শীতের মুখে দূষিত বাতাসের কৃত্রিম মেঘে ঢাকা রাজধানী নয়াদিল্লি, বা দেওয়ালির পরের সকালে বাজির ধোঁয়ায় ঢাকা, মেঘে ঢাকা কলকাতা শহরের কথাই মনে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক। একটি শহর দেশের রাজধানী। অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের। কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, বেঞ্জিনযুক্ত জৈব কণাযুক্ত বাতাস বুকে গেলেই মানুষের জীবনীশক্তির ভাঁড়ারে টান পড়ে। শহরের ওই 'বিষবাষ্প' থেকে মানুষ পাড়ি জমান পাহাড়ে। দূষণহীন বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে। নিজেকে তরতাজা রাখতে।

সত্যিই কি পাহাড়ের বাতাস এখনও বিষের ছোঁয়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত? ওই বাতাস বুকে টেনে নিলে জীবনীশক্তি টগবগ করে ফুটবে?

জবাব যদি হ্যাঁ হত তাহলে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছেড়ে নিশ্চয়ই ভারত, পাকিস্তান, চিন, বাংলাদেশ, ভুটান, আফগানিস্তানের প্রতিনিধিরা টেবিলে পাশাপাশি বসে পাহাড়ের 'বিষবাষ্প' নিয়ে এমন হা-হুতাশ করতেন না। প্রস্তাব উঠত না মাস্টার প্ল্যানেরও। চিন এভারেস্টের বেস ক্যাম্পের রাস্তা সম্প্রসারিত করছে পর্যটক টানতে। সিকিম, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে হোমস্টে-হোটেলের ছড়াছড়ি। পেট্রোল, ডিজেলের ধূসর ধোঁয়া ছড়িয়ে গাঁকগাঁক করে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠে যাচ্ছে গাড়ির সারি। পাহাড়ের বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। তার সামগ্রিক প্রভাব পড়ছে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রে। তাপমাত্রা বাড়ায় কমছে বরফের চাদর। আর গোটা বিষয়টি চক্রাকারে ঘুরছে। সেটাই পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আজারবাইজানের বাকুতে হিন্দুকুশ হিমালয় সংলগ্ন আটটি দেশের পরিবেশমন্ত্রকের মাথারা এই চক্রকে থামানোর উপায় খুঁজতেই দিনরাত এক করে রাজনৈতিক মতানৈক্য ভুলে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত হিন্দুকুশ হিমালয়ে বরফের চাদর সরছে খুব দ্রুত হারে। বরফ গলা জলে ছোট পাহাড়ি নদী দু'কূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ছোট ছোট গ্রাম। মানুষ বাঁচার ন্যূনতম সুযোগটাও পাচ্ছেন না। অন্যদিকে বরফের বর্ম সরতেই পাহাড়ের পাথর, বালি আর মাটি হুড়মুড় করে নেমে আসছে নীচে। চাপা পড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলি। পাথরের ফাঁকফোকর থেকে বেরিয়ে আসছে বিষবাষ্প।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য নাশকারী এই প্রক্রিয়া?

আসলে হিন্দুকুশ হিমালয় এলাকার বাস্তুতন্ত্র পৃথিবীর অতি সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রগুলির মধ্যে একটি। এই অঞ্চলটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্রায়োস্ফিয়ার। ক্রায়োস্ফিয়ার শব্দটি পৃথিবীর সেইসব অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে বেশিরভাগ জল হিমায়িত আকারে থাকে, যেমন মেরু অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চল। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণি হিন্দুকুশ হিমালয়ে হিমবাহ এবং নদী ও হ্রদে বরফের আকারে হিমায়িত জল রয়েছে। হিমবাহ, বরফের চাদর, পারমাফ্রস্ট, তুষার এবং বরফের মতো সমস্ত হিমায়িত স্থান নিয়ে গঠিত হয় ক্রায়োস্ফিয়ার। অর্থাৎ হিমায়িত অঞ্চল। তবে সব হিমায়িত অঞ্চলই কিন্তু ক্রায়োস্ফিয়ার নয়। ক্রায়োস্ফিয়ার এমন একটি হিমায়িত অঞ্চল, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য পারমাফ্রস্ট। আসলে এই পারমাফ্রস্টের উপস্থিতিই হিমালয়ের হিন্দুকুশ এলাকাকে বিষবাষ্পের ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তুলেছে।

পারমাফ্রস্ট আসলে বরফ আবৃত এমন একটি অঞ্চল যার মূল উপাদান বড় পাথর, নুড়ি পাথর, মাটি আর বালি। বরফের আস্তরণ ওই নুড়ি, পাথর, মাটির মিশ্রণকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে। বরফ সরে গেলেই পাথর, গুঁড়া পাথর, বালি আর মাটি একে অপরকে ধরে রাখতে পারছে না। খসে পড়ছে পাহাড়ের অংশ। আর ওই মাটিতে মিশে থাকা বিষবাষ্প মিশে যাচ্ছে আশপাশের বাতাসে।

চিন এভারেস্টের বেস ক্যাম্পের রাস্তা সম্প্রসারিত করছে পর্যটক টানতে। সিকিম, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে হোমস্টে-হোটেলের ছড়াছড়ি। পেট্রোল, ডিজেলের ধূসর ধোঁয়া ছড়িয়ে গাঁকগাঁক করে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠে যাচ্ছে গাড়ির সারি। পাহাড়ের বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। তার সামগ্রিক প্রভাব পড়ছে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রে। তাপমাত্রা বাড়ায় কমছে বরফের চাদর।

কিন্তু মাটির গর্ভে ওই বিষবাষ্প এল কোথা থেকে?

ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, পারমাফ্রস্টে প্রচুর পরিমাণে মৃত জৈববস্তু রয়েছে যা সহস্রাব্দ ধরে তাদের কার্বন সম্পূর্ণরূপে পচন ও মুক্ত করার সুযোগ না পেয়ে জমা হয়েছে ওই মাটিতে। আর বরফের আবরণ সরে যখন বালি, পাথর আর মাটি আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন সেইসব গ্যাস মূলত কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মিথেন। এই বাতাস যেমন বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে, তেমনই বরফে মোড়া পাহাড়ের গড় তাপমাত্রাও বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুরু হয়ে যাচ্ছে বাস্তুতন্ত্র বিনাশের এক নতুন চক্র। চক্র যত ঘুরছে ততই বাড়ছে হিমালয়ের তাপমাত্রা। তত বেশি কমছে বরফের চাদর। জলবায়ুর স্বাভাবিক চক্রের দফারফা করে দিচ্ছে পারমাফ্রস্টের গলন।

লেখাটা শুরু করেছিলাম শীতের রাজধানী নয়াদিল্লি আর দেওয়ালি পরবর্তী কলকাতার বিষবাষ্প নিয়ে। হিমালয়ের বিষবাষ্পের সঙ্গে এই বিষবাষ্পের কোনও সম্পর্ক আছে কি? ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, বরফ ঘেরা পাহাড়ের বাতাস তো একদিনে গরম হয়নি! এর জন্য সময় লেগেছে। অনেকের মনেই প্রশ্ন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ঢেউ পাহাড়ের উচ্চতম অংশে পৌঁছে গেল কীভাবে?

আসলে বাতাস যত গরম হয়, ততই তা হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। বাধাহীনভাবে বাতাসে ভাসতে ভাসতে তা পৌঁছে যায় পর্বত শিখরে। এইভাবেই দিল্লি আর কলকাতার মেঘ পৌঁছে যায় হিমালয়ের পাদদেশে। সেখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে তা উঠতে থাকে উপরের দিকে বরফ গলাতে গলাতে। এই বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যদি জলীয় বাষ্প এসে জোটে তা পাহাড়ে নিয়ে যায় অন্য এক ধরনের বিপর্যয়। মেঘভাঙা বৃষ্টি। ইংরেজিটা বললে অনেকের কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। কারণ ওই নামটাই বেশি পরিচিত। 'ক্লাউড বার্স্ট'। নিয়ম করে প্রতিবছর হিমালয়ের কোনও না কোনও অংশে এই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন হয় কোনও না কোনও জনপদ। বহু মানুষের মৃত্যু হয়। ঘরছাড়া হয়ে যান বহু মানুষ। নষ্ট হয়ে যায় বেশ কিছু বাস্তুতন্ত্র।

আবার পাহাড়ে গরম বাতাসে বরফ যখন গলতে শুরু করে তখনও আর এক ধরনের বান আসে পাহাড়ি নদীতে। পাথরের উপরে সুতোর মতো নদী বরফ গলা জলে দু'কূল ভাসিয়ে দেয়। সামনে যা পড়ে সব ঝেড়েপুঁছে নিয়ে যায়। আর পাহাড়ে একবার পারমাফ্রস্ট গলা শুরু হলে ওই উচ্চতাতেই গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ শুরু হয়। পাহাড় তখন নিজেই বিষবাষ্প বা গরম বাতাস তৈরির কারখানা।

তাহলে উপায়?

বাকুতে হওয়া ওই সম্মেলনে হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের দেশগুলির প্রতিনিধিরা কিন্তু কোনও আশার কথা শোনাতে পারেননি। তবে আরও বিপদের সংকেত দিয়েছেন ওঁরা। বলেছেন, পাহাড়ের তাপমাত্রা আরও দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে ওই ক্রায়োস্ফিয়ার অঞ্চলে তিন কোটি পাহাড়ি মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। ধস, হড়পায় বিপদে পড়বেন হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসরত আরও প্রায় দেড় কোটি মানুষ। শুধু তাই নয়, শুদ্ধ জলের বৃহত্তম ভাণ্ডারও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সেই বিপদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৪

ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

আমি মনে করি, আমার মধ্যে ক্রিকেট খেলার খিদে এখনও কিছুটা রয়েছে। আমি সেটা সম্ভবত ক্লাব ক্রিকেটেই দেখাতে চাইব। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই আমার শেষ দিন। আমি এনিয়ে আর কোনও প্রশ্নের উত্তর দেব না।

- রবিচন্দ্রন অশ্বীন

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের একটি স্টেশন থেকে এক নগ্ন ব্যক্তি লোকাল ট্রেনে মহিলাদের কামরায় উঠে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁকে দেখে মহিলারা চিলচিৎকার শুরু করেন। মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে নামতে বলেও লাভ হয়নি। শেষমেশ টিটিই এসে ধাক্কা দিয়ে নামান। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক মহিলা। সামনে দ্রুতগতিতে ট্রেন আসছে তাঁর দিকে। তাতে কোনও হেলদোল নেই। ট্রেনের চালক বারবার হর্ন বাজালেও নিজের ঘোরে চলতে থাকেন মহিলা। চালক ট্রেন থামাতে বাধ্য হন।

জনমন

জনমত

হেরিটেজ স্থাপত্য রক্ষায় উদাসীন সরকার

পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন গঠন হয়েছিল ২০০১ সালে। প্রথমদিকে কলকাতা শহরের হেরিটেজগুলো রক্ষণাবেক্ষণের পৃথক উদ্যোগ থাকলেও তা কিন্তু কালানুক্রমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হেরিটেজ স্থাপত্য ও মনুমেন্টগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ করে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে অসংখ্য স্থাপত্য ও মনুমেন্টকে স্বীকৃতি দিয়েছে এই কমিশন।

২০১১ সালে নতুন আইনের মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ড বিস্তারের ব্যাপক ভাবনাচিন্তা থাকলেও তা কীভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে তা অজানা। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র সমৃদ্ধশালী ও সম্ভাবনাময়। অথচ এইসব হেরিটেজের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

সরকার কী করতে চায় তা জানার বাইরে। ঐতিহাসিক স্থাপত্য, নিদর্শন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নাগরিকদের ওপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়? বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার কোনও পাঠ সামাজিকভাবে দেওয়া হয় না। প্রতি বছর ১৮ এপ্রিল বিশ্ব হেরিটেজ দিবস পালন করেই কমিশন দায় সারছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ হেরিটেজ জায়গায়গুলোতে বেদখল চলছে। চুরি হচ্ছে তার ঐতিহ্য, ক্ষয়ে যাচ্ছে ইতিহাস।

অতিসম্প্রতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনেসকো থেকে হেরিটেজ ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যা বাংলার গর্বের বিষয়। বিশেষত কোচবিহার ও নবদ্বীপে হেরিটেজ স্থাপত্যের সংখ্যা বেশি, পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের একটি মনুমেন্টকে তারা স্বীকৃতি দিলেও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে নীরব। সঠিক পরিকল্পনা ও হেরিটেজ স্থাপত্যগুলোকে নিয়ে সরকারের সদিচ্ছা প্রয়োজন।

শুভময় দত্ত, নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।

সড়ক ও রেল অবরোধের যন্ত্রণা

বেশ কিছু বছর ধরে দেশে তথা বাংলার বিভিন্ন শহরে পথ অবরোধ করে আন্দোলন করার এক অনৈতিক পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। এতে শুধু ভোগান্তি হয়েছে তাঁদের যাঁরা কেউ চাকরির জন্য, কেউ চিকিৎসার জন্য, কেউ ব্যবসার জন্য ও অত্যাবশ্যকীয় কাজে বের হয়েও রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকেছেন। একই দৃশ্য দেখা যায় রেল অবরোধের ক্ষেত্রেও।

অতীতে করা অবরোধের দাবি আজও পূরণ হয়নি। তাহলে সেই সময়ে হয়ে যাওয়ার ক্ষতিগুলোর জন্য কে দায়ী। ভারত ছাড়া আর কোনও দেশে এরূপ অভদ্র আন্দোলনের রীতি আছে কি না জানি না। কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের উচিত, অবিলম্বে এই ধরনের অবরোধ-বিরোধী বিল পাশ করিয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া ও অবরোধকারীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

দীপু দাস, শিলিগুড়ি।

ওভার ট্যুরিজমের প্রভাব এখন উত্তরবঙ্গেও

পর্যটন নিয়ে বাড়তি চাপ, পরিবেশগত ক্ষতি, স্থানীয়দের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বোঝায় 'ওভার ট্যুরিজম' শব্দটি।

রুদ্র সান্যাল

হিমাচলের ঐতিহাসিক কাংড়া দুর্গ দেখতে গিয়ে মাঝে মাঝেই থমকে যাচ্ছিলাম। সেখানে খুবই দৃষ্টিকটুভাবে দুর্গের ঐতিহাসিক নিদর্শনের দেওয়ালগুলোতে বিভিন্ন লোকের নাম খোদাই করা রয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একজন স্থানীয় বয়স্ক মানুষ বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'এই সব কাজ ট্যুরিস্টরা বাইরে থেকে এসে করে যায়। আমাদের স্থানীয় ঐতিহ্য আর ভাবাবেগকে এরা একেবারেই পাত্তা দেয় না। একদম বিরক্তিকর!' বুঝতে পারলাম বেশ ক্ষুব্ধ এই বয়স্ক মানুষটি।

এই ধরনের সমস্যা শুধু কোনও একটি স্থানে আবদ্ধ নেই, ভারতের বা বিশ্বের যে কোনও জনপ্রিয় পর্যটন ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। শুধু নাম খোদাই না, একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বিচ্যুতির নানা উপকরণ, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং অবকাঠামোকে আঘাত করে নানা ধরনের বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে চলেছে নিয়মিতভাবে।

এই সমস্যা আরও বেড়ে চলেছে কোভিড অতিমারি পরবর্তী সময় থেকে। বিশেষজ্ঞরা একে 'ওভার ট্যুরিজম' বলছেন। এই ধারণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম উল্লেখ হয় ২০১০-এর দশকে। তবে এই ধারণাটি বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে আসে ২০১৭ সালে, যখন বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ এবং গণমাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। মূলত 'ওভার ট্যুরিজম'' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, পর্যটন সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত চাপ, পরিবেশগত ক্ষতি এবং স্থানীয় মানুষের জীবনের নেতিবাচক প্রভাব বোঝাতে।

আমাদের উত্তরবঙ্গ এমনিতেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। একইসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনও রয়েছে মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত। সমস্যা হল, গত দশক থেকে কোভিড পরবর্তী সময় পর্যন্ত এই পর্যটনক্ষেত্রগুলিও এই 'ওভার ট্যুরিজম' সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ হলে স্থানীয় স্তরে অনেক আর্থিক সমস্যার সুরাহা হয়, তা যেমন ঠিক, একই সঙ্গে এই 'ওভার ট্যুরিজম' লক্ষণ প্রকটভাবে উঠে আসে।

লাটাগুড়ি থেকে শুরু করে মথুরাপুর চা বাগান লাগোয়া মেন্দাবাড়ি, কোদাল বস্তি সহ চিলাপাতা বনাঞ্চলের আশেপাশে যেভাবে প্রাইভেট রিসর্ট তৈরি হয়েছে, তার ফলে জঙ্গল জীবনের বাস্তুচক্রে একটা ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার, পর্যটকদের ব্যবহৃত আবর্জনার পরিমাণ বৃদ্ধি একইসঙ্গে বায়ু দূষণ এবং শব্দ দূষণের প্রভাব মারাত্মক হয়ে গিয়েছে। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনে নানারকম অনভিপ্রেত ব্যাঘাত যেমন বিশেষ বিশেষ মরুশুমে অতিরিক্ত ভিড় স্থানীয়দের বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। এছাড়া উন্নয়নের নামে যেভাবে গাছ কাটা হয়েছে তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই।

পাহাড়ি নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে একশ্রেণির পর্যটকদের প্লাস্টিক আবর্জনা যেভাবে নদীতে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে মদের বোতল এবং প্লাস্টিকের থালা, তাতে নদীর অভ্যন্তরের স্বাভাবিক বাস্তুচক্র সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পর্যটনের গুণগত মান প্রভূত পরিমাণে কমে গিয়েছে। সবচেয়ে পরিচিত স্থান দার্জিলিং আজ এক ঘিঞ্জি এলাকায় পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের নামে প্রকৃতিকেই ধ্বংস করতে নেমেছি আমরা।

ওভার ট্যুরিজম স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর অনেক বেশি বিরূপ প্রভাব ফেলছে এই অঞ্চলে। পর্যটকদের চাহিদা মেটানোর জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়কে তাদের ঐতিহ্য ও জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করা হচ্ছে। যা কখনোই কাম্য নয়।

এই কারণেই বিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক ব্রডকাস্টার ডেভিড এটেনবরো বলেছেন, 'ভ্রমণের জন্য আমাদের অবিরাম চাহিদা পৃথিবীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। পর্যটন আমাদের গন্তব্যগুলোর উন্নয়ন করবে, ধ্বংস করবে না।'

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। যা এখনও বিকশিত হয়নি ৩। নষ্টনীড় গল্প নিয়ে সিনেমা ৪। তীব্র বিষ বা কালকূট ৫। বিয়ের পরদিনের অনুষ্ঠান ৭। কিস্তি বা খেপ ১০। ইসলাম শাস্ত্র অনুমোদিত বিয়ে ১২। ফুলকাটা জরিদার রেশমি কাপড় ১৪। মুসলিমদের বিয়ে ভেঙে যাওয়া ১৫। নরম প্রকৃতির ভালো মানুষ ১৬। দূতের কাজ করেন যে দেবতা।

উপর-নীচ : ১। বদনাম বা দোষারোপ করা ২। সাদা রংঙের একটি ফুল ৩। যে মিথ্যে বড়াই করে বেড়ায় ৬। মহিলাদের চুল বাঁধার ধরন ৮। এক মাইলের আট ভাগের একভাগ ৯। উত্তর দিক চিনিয়ে দেয় যে তারা ১১। লাইনে ছাড় হরফ লেখার চিহ্ন ১৩। পাত্রের খোলা মুখ ঢাকতে লাগে।

সমাধান ■ ৪০১৬

পাশাপাশি : ২। ভাগ্যবতী ৫। নহর ৬। ন্যায়বিচার ৮। পাটা ৯। মার ১১। মানিকজোড় ১৩। সলতে ১৪। অকিঞ্চন।

উপর-নীচ : ১। মানকলি ২। ভার ৩। বলয় ৪। সমর ৬। ন্যাটা ৭। বিবর ৮। পালক ৯। মাড় ১০। তেলতেলে ১১। মাতঙ্গ ১২। জোনাকি ১৩। সন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পদত্যাগ দাবি কংগ্রেসের • সরব মমতাও • পালটা তোপ নমোর

আম্বেদকর নিয়ে শাহি বিতর্ক

নবনীতা মণ্ডল

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক

এখন একটি ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে। আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর... এতবার যদি ভগবানের নাম নিতেন তাহলে সাতজন্ম পর্যন্ত স্বর্গলাভ হয়ে যেত।
অমিত শা

কংগ্রেস এবং তার পচে যাওয়া ব্যবস্থা যদি মনে করে তাদের মিথ্যাচারে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অপকর্মগুলি বিশেষ করে ডঃ আম্বেদকরের প্রতি অপমানগুলি লুকিয়ে ফেলা যাবে, তাহলে তারা ভীষণ ভুল করছে।
নরেন্দ্র মোদি

যদি নরেন্দ্র মোদি মন থেকে বাবাসাহেবকে সামান্যতমও শ্রদ্ধা করে থাকেন তাহলে আজ রাত ১২টা বাজার আগেই অমিত শা-কে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হোক।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

সংসদে সংবিধানের গৌরবময় ৭৫ বছর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য অনুষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করেছেন। বিজেপির দলিতবিরোধী মানসিকতা ফুটে উঠেছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র একটি মন্তব্যের জেরে জলঘোলা হল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। বিতর্কের সূত্রপাত মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জবাবি ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি মন্তব্যে। কংগ্রেস আমলে কীভাবে সংবিধানকে বারবার বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে তা বলতে গিয়ে হঠাৎ মোদির বিশ্বস্ত সেনাপতি বলে বসেন, 'এখন একটি ফ্যাশান হয়ে গিয়েছে। আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর....এতবার যদি ভগবানের নাম নিতেন তাহলে সাতজন্ম পর্যন্ত স্বর্গলাভ হয়ে যেত।' তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতায় বুধবার সকাল থেকে সংসদের উভয়কক্ষে সরব হন কংগ্রেস, তৃণমূল সহ ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা। দুই কক্ষ থেকেই বিরোধী সাংসদরা ওয়াকআউট করেন। পরে সংসদের বাইরে আম্বেদকরের ছবি হাতে বিক্ষোভও দেখান কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের কিছু শরিক দল। আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ আনেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন।

বিরোধী বিক্ষোভের মুখে শা-কে সতর্ক করা তো দূরস্থ, উলটে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কংগ্রেস এবং তার পচে যাওয়া ব্যবস্থা যদি মনে করে তাদের মিথ্যাচারে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অপকর্মগুলি বিশেষ করে ড. আম্বেদকরের প্রতি অপমানগুলি লুকিয়ে ফেলা যাবে, তাহলে তারা ভীষণ ভুল করছে। ভারতের মানুষ বারবার দেখেছে কীভাবে একটি দল এবং তার নেতৃত্বে থাকা একটি পরিবার ড. আম্বেদকরের উত্তরাধিকার মুছে ফেলতে নোংরা ছলাকলা করেছে ও এসসি, এসটিদের অসম্মান করেছে।' আম্বেদকরকে কীভাবে কংগ্রেস জমানায় লাগাতার অপমান করা হয়েছে, ভারতরত্ন দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল, নির্বাচনে দু-বার হারানো হয়েছিল সেই ইতিহাসও এদিন তুলে ধরেছেন মোদি। একইসঙ্গে তিনি জানান, 'বিজেপি জমানায় আম্বেদকরের স্বপ্নগুলির বাস্তবায়নে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, আম্বেদকরকে অপমান করা কংগ্রেসের অন্ধকার ইতিহাসের মুখোশ খুলে দিয়েছেন অমিত শা। উনি যা তথ্য তুলে ধরেছেন তাতে কংগ্রেস হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই এখন নাটক করছে তারা।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর এমন দরাজ সার্টিফিকেটে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়েছে বিরোধী শিবিরের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মুখোশ খুলে গিয়েছে। সংসদে যখন সংবিধানের গৌরবময় ৭৫ বছর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বাবাসাহেব আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করে এই অনুষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করেছেন। সেটাও আবার গণতন্ত্রের মন্দিরে। এর থেকে বিজেপির জাতবিদ্বেষী এবং দলিতবিরোধী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। ২৪০ আসনে নেমে আসার পরও এই যদি তাদের এমন আচরণ হয় তাহলে কল্পনা করুন ৪০০ আসনের স্বপ্নপূরণ করলে কত বড় ক্ষতিই না হত। ড. আম্বেদকরের অবদান মুছে দিয়ে ইতিহাসকে নতুন করে লিখে ফেলত ওরা।' শা-কে বরখাস্ত করার দাবি তুলেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'যদি নরেন্দ্র মোদি মন থেকে বাবাসাহেবকে সামান্যতমও শ্রদ্ধা করে থাকেন তাহলে আজ রাত ১২টা বাজার আগেই অমিত শা-কে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হোক।' রাহুল গান্ধি বলেন, 'বিজেপি এবং তাদের নেতারা গোড়াতেই বলেছিলেন সংবিধান বদলাবেন। এঁরা আম্বেদকর এবং তাঁর মতাদর্শের বিরোধী। এঁদের কাজ হল সংবিধান এবং আম্বেদকরের কাজগুলি শেষ করা।' আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস আম্বেদকরের সঙ্গে ভালো আচরণ করেনি। তাহলে কি আপনি, আপনার দল এবং আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবাসাহেবের অপমানের অধিকার পেয়ে গিয়েছেন? কংগ্রেস খারাপ আচরণ করেছে বলে আপনারাও তাই করবেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী কী ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন?' সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করেন। বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিতে সন্ধ্যায় বিজেপি দপ্তরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন শা। সেখানে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস আম্বেদকর, সংরক্ষণ, সংবিধান, সাভারকার বিরোধী। জরুরি অবস্থা জারি করেছে। সেনা শহিদদের অপমান করেছে। বিদেশি দেশের হাতে ভারতের ভূখণ্ড তুলে দিয়েছে। আমার কথাকে বিকৃত করে সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি ইস্তফা দিতে পারলে তো খুশিই হতাম। খাড়গেজিকে ১৫ বছর বিরোধী আসনেই থাকতে হবে। ওঁদের সংবিধান প্রেম কতটা ফাঁপা সেটা মানুষ জেনে গিয়েছে। এক মিথ্যা বারবার চলতে পারে না। তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করুন।'

পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো চলছেই। তার সঙ্গে ভারতবিদ্বেষেও ক্রমাগত শান দেওয়া হচ্ছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশে। তাতে একধাপ এগিয়ে এবার ভারতের নিষিদ্ধ সংগঠন আলফার প্রধান পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দিল বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ। তার বদলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইউনূসের দেশে এমন ঘটনা পরম্পরায় স্বাভাবিকভাবেই অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে ফের নাশকতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বড়ুয়া বর্তমানে আলফা (আই) নামে একটি গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, আলফা চিফ বর্তমানে চিনে রয়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্র পাচার মামলায় পরেশ বড়ুয়ার পাশাপাশি বেগম খালেদা জিয়া আমলের এক প্রাক্তন মন্ত্রী সহ ৬ জনকে বেকসুর খালাসও দিয়েছে হাইকোর্ট। ২০০৪ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে মাঝরাতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর ধারে জেটিঘাট থেকে অস্ত্রবোঝাই ১০টি ট্রাক উদ্ধার করেছিল বাংলাদেশ পুলিশ। পরে তদন্তে জানা গিয়েছিল, চিনে তৈরি ওই অস্ত্রগুলি মূলত ভারতবিরোধী কার্যকলাপের জন্যই পাচার করা হচ্ছিল। ওই ঘটনায় পরেশ বড়ুয়া, বিএনপি নেতা লুৎফুজ্জামান বাবর সহ মোট ৫০ জনের নাম জড়িয়েছিল। ইউনূস আমলে পরেশ বড়ুয়ার সাজা মকুবের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, যারা ভারতবিরোধী, নতুন বাংলাদেশে তারাই এখন শ্রদ্ধার পাত্র।

চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক দোভালের

বেজিং, ১৮ ডিসেম্বর : ভারত-চিন সীমান্তের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) শান্তি বজায় রাখতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বুধবার সকালে বৈঠক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে মূলত আলোচনা হয়েছে মানস সরোবর যাত্রা ফের শুরু করা, সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলা, সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং নাথুলা দিয়ে বাণিজ্যিক কাজকর্ম ফের চালু করা নিয়ে।

ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের তিব্বতে মানস সরোবর যাত্রা পুনরায় চালু করার বিষয়ে দুই দেশ সম্মতি জানিয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে ধারাবাহিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়েও ঐকমত্যে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে দুই নেতার। সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে জোর দেওয়া হয়েছে যৌথ উদ্যোগে। এছাড়া নাথুলা সীমান্তে বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, পরবর্তী দ্বিপাক্ষিক বিশেষ প্রতিনিধিদের বৈঠক আগামী বছরেই করা হবে। চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, 'ভারতের সঙ্গে মতপার্থক্য মিটিয়ে একসঙ্গে চলার ব্যাপারে আন্তরিক আমরা।'

বুধবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বৈঠকে বসেন তাঁরা। দীর্ঘ চার বছর ধরে পূর্ব লাদাখে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। এর জেরে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের। সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতেই এদিন নাতিদীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে বলে খবর। পাঁচ বছর পর দু-দেশের ২৩ তম বিশেষ প্রতিনিধিত্বমূলক বৈঠকে যোগ দিতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে মঙ্গলবার চিনে পৌঁছোন দোভাল।

দৌড় শেষ 'লাপাতা লেডিজ' আর ইমনের গানের

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বর : হল না। অধরা থাকল। অস্কার পুরস্কারের দৌড়ে শেষমেশ জায়গা করে নিতে পারল না ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের 'পুতুল' ছবির গান 'ইতি মা'। অস্কারের সেরা ৮৯টি গানের তালিকায় জায়গা করে নিলেও চূড়ান্ত দৌড়ে জিততে পারল না ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া 'ইতি মা'। একইভাবে আমির-কিরণের 'লাপাতা লেডিজ' ছবিও অস্কার দৌড় থেকে ছিটকে গেল।

'লাপাতা লেডিজ'-এর পরিচালক কিরণ রাও। প্রযোজক আমির খান ও জ্যোতি দেশপান্ডে। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির পোস্টার দিয়ে তাঁরা লিখেছেন, 'অস্কারই শেষকথা নয়। এ হল এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। আমরা আরও বলিষ্ঠ গল্প নিয়ে আসব।' তাঁরা অ্যাকাডেমির অস্কার কমিটির সদস্য ও ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জুরিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনির্বাণ ভট্টাচার্যের লেখা ও সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া 'পুতুল' ছবির 'ইতি মা' গানটি অস্কারে মনোনীত হওয়া প্রথম কোনও বাংলা গান। ছবির পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোনও বড় মাপের প্রচার ছাড়াই অস্কারের তালিকায় মনোনীত হওয়াটা তাঁদের কাছে বিরাট পাওনা। কান চলচ্চিত্রে প্রশংসা পেয়েছে এই ছবি।

৭ দিনের জামিন উমর খালিদের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : ৪ বছর পর অবশেষে জামিন পেলেন জেএনইউ ছাত্রনেতা উমর খালিদ। মাত্র সাতদিনের জন্য কারাবাস থেকে রেহাই পেলেন দিল্লি হিংসা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির দিল্লিতে দাঙ্গার ঘটনায় অভিযুক্ত উমরকে বুধবার অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। পারিবারিক একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য জামিন পেয়েছেন উমর। ১০ দিনের জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দিল্লির আদালত শর্তসাপেক্ষে তাঁকে সাতদিনের জন্য জেলের বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছে। উমরের বান্ধবী বনজ্যোৎস্না লাহিড়ি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানিয়েছেন, 'এটা তো অন্তর্বর্তী জামিন। মাসতুতো বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে। তবে মন্দের ভালো। সাতদিনের জন্য দেখা হবে। মামলায় অভিযুক্তদের কারাবাস চার পেরিয়ে প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল। মূল মামলার শুনানিই তো এখনও শুরু হয়নি। কেন যে সাধারণ জামিন দেওয়া হচ্ছে না, সেটাই প্রশ্ন। ভিত্তিহীন অভিযোগ, সবাই জানি। সাধারণ জামিনই সকলকে দেওয়া উচিত। দেখা যাক। সেটা কবে হয়!'

মুম্বইয়ে লঞ্চডুবিতে মৃত ১৩

এলিফ্যান্টা যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা কেভগামী একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ আরব সাগরে ডুবে যাওয়ায় ১৩ ব্যক্তির মৃত্যু হল। লঞ্চে ছিলেন ১০০-র বেশি লোক। অনেককে উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নীলকমল নামের লঞ্চটি আকারে ছোট। ঠিক কতজন তাতে ছিলেন তা জানা যায়নি। যাত্রীদের উদ্ধারে নৌবাহিনীর ১১টি, মেরিন পুলিশের তিনটি নৌকো ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি নৌকোকে কাজে লাগানো হয়। যাত্রীদের অনুসন্ধানে হেলিকপ্টারকে আকাশে চক্কর মারতে দেখা গিয়েছে। জওহরলাল পোর্ট অথরিটির পুলিশ ও স্থানীয় মৎস্যজীবীরাও উদ্ধারে সাহায্য করেছেন।

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, একটি দ্রুতগামী নৌকো লঞ্চটিকে ধাক্কা মেরেছে। ধাক্কা মারার আগে নৌকোটি লঞ্চের চারপাশে ঘুরছিল। লঞ্চটি ছেড়েছিল বিকেল ৩টে ৩০মিনিট নাগাদ। দুর্ঘটনার সময় গন্তব্যে পৌঁছোতে ৫ থেকে ৮ কিলোমিটার যাওয়া বাকি ছিল লঞ্চটির। মুম্বই থেকে এলিফ্যান্টা কেভের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। লঞ্চে সময় লাগে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট।

লঞ্চটির একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় দেখা গিয়েছে, ডুবন্ত লঞ্চে অনেকেই লাইফ জ্যাকেট পরে ছিলেন। কিছু মানুষ আতঙ্কিত। পাশে একটি স্পিড বোট ও দুটি নৌকোয় যাত্রীদের উদ্ধার করা হচ্ছে। উদ্ধারে সাহায্য করেছে নৌসেনা ও উপকূলরক্ষী বাহিনী।

'এক দেশ এক ভোট'

কমিটিতে ঢুকছেন প্রিয়াংকা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : সংসদে ক্রমশ গুরুত্ব বাড়ছে ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে বিরোধী শিবিরের তরফে সর্বপ্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। লোকসভার সাংসদ হিসেবে সেটাই ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। সোমবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় কেন্দ্রের অবস্থান নিয়েও লোকসভায় সরব হয়েছিলেন প্রিয়াংকা। আর এবার 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বিল দুটি যে যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে, তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

জেপিসি ওই দুটি বিল খতিয়ে দেখবে। জেপিসিতে প্রিয়াংকার পাশাপাশি হাত শিবিরের তরফে লোকসভার আরও এক সাংসদ মণীশ তিওয়ারি, রাজ্যসভায় দলের দুই সাংসদ রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা এবং সুখদেও ভগৎ সিংকেও রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ করা হয় একসঙ্গে ভোট সংক্রান্ত সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। ভোটাভুটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিলগুলি পেশ করলেও বিরোধীরা সেগুলির বিরুদ্ধে একসুরে সরব হন। বিল দুটি অগণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলে তাঁরা জানিয়ে দেন।

কংগ্রেসের পাশাপাশি একসঙ্গে ভোট সংক্রান্ত জেপিসিতে তৃণমূলের তরফে লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলেকে রাখা হয়েছে। শিবসেনা (ইউবিটি)-র অনিল দেশাই, শিন্ডে সেনার সাংসদ তথা একনাথ-পুত্র শ্রীকান্ত শিন্ডেও ওই কমিটির সদস্য হয়েছেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে। 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত জেপিসির নেতৃত্ব দেবে বিজেপি। দেশে একসঙ্গে ভোট' করানোর ব্যাপারে জেপিসি সমস্ত পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি চাইছে, একসঙ্গে ভোট করানোর ব্যাপারে সমস্ত রাজ্যের বিধানসভা স্পিকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও মতামত নেওয়া হোক। ৯০ দিনের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট দেবে।

প্রবীণদের ফ্রিতে চিকিৎসা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : আগামী বছর শুরুতে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। তা মাথায় রেখেই দিল্লিতে প্রবীণ নাগরিক (ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি)-দের জন্য নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্প ঘোষণা করলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নতুন প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'সঞ্জীবনী

সঞ্জীবনী যোজনা কেজরির

যোজনা'। এতে বলা হয়েছে, দিল্লির যে সমস্ত নাগরিকের বয়স ৬০ কিংবা তার বেশি, হাসপাতালে তাঁরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্তির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। আপ নেতা এবং কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করাবেন। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে আপ ক্ষমতায় ফিরলেই এই প্রকল্প চালু হবে।

১০০ কোটির মানহানি মামলা

পানাজি, ১৮ ডিসেম্বর : আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা করলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্তের স্ত্রী সুলক্ষণা সাওয়ন্ত। আদালত আপ নেতাকে ১০ জানুয়ারির মধ্যে জবাব দিতে বলেছে। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে উত্তর গোয়ার বিচোলিমের দেওয়ানি আদালত। সঞ্জয় যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে সর্বসমক্ষে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনারও দাবি করেছেন সুলক্ষণা।

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড ৭ টুকরো

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড ভেঙে সাতটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও এই সাতটি সংস্থার মধ্যে কোনওটিরও সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ব ভারত পায়নি। ২০২১ সালের অক্টোবরে এই পদক্ষেপ করার পর সাতটি নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মধ্যে ৬টির সদর দপ্তর বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ৩টি, উত্তরাখণ্ডে ১টি, ও মহারাষ্ট্রে ২টি। একটি তামিলনাড়ুতে। এর ফলে বাংলা বা পূর্ব ভারতের কোনও রাজ্য সদর দপ্তর পায়নি। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে সরব হলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন, বাংলায় কাশীপুর গান ফ্যাক্টরি এবং ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ছিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের উজ্জ্বলতম দুই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা।

কেন্দ্র মুখে উত্তর-পূর্বের উন্নতির কথা বললেও তা যে আদতে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়, বৈঠকে তা নিয়ে সরব হয়েছেন সুখেন্দুশেখর। বাস্তবে বাংলা এবং

বাংলা পেল না কিছুই

পূর্ব ভারতকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্র বলেই বৈঠকে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ। কেন পূর্ব ভারতে কোনও সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বৈঠকে জানতে চান তিনি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এর কোনও সঠিক জবাব মেলেনি বলে জানা যায়।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হয়। সূত্রের খবর,সেই বৈঠকে সুখেন্দুশেখর রায় ৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার একটিরও সদর দপ্তর বাংলা কেনও পেল না, সেই প্রশ্নের রাজনাথের থেকে জবাব চান। বিষয়টি নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর থেকে কোনও জবাব না পাওয়ায় তৃণমূল সাংসদরা ক্ষুব্ধ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের আরেক প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়।

মালিয়াদের ২২ হাজার কোটির সম্পত্তি উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। লোকসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোকসিরা বিদেশে পালিয়েছেন। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্যাংকে ফেরানোর কাজ চলছে বলেও জানিয়েছেন নির্মলা। যাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন বিজয় মালিয়া। তাঁর ১৪১৩১.৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ফেরানো হয়েছে। হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির ১০৫২. ৫৮

সংসদে দাবি নির্মলার

কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই টাকা ভুক্তভোগী এবং বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকে ফেরানো হয়েছে। এরপর রয়েছেন মেহুল চোকসি। তাঁর বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির পরিমাণ ২৫৬৫.৯০ কোটি টাকা। তালিকায় থাকা ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিলের ৪০২৫ কোটি, রোজভ্যালির ১৯.৪ কোটি এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ১৭.৪৭ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করে ব্যাংকে ফিরিয়েছে ইডি।

আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার নিশানা করেছে কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবির। সংসদে এই টাকার হিসেব দিয়ে নির্মলার দাবি, সরকার কোনও ছাড় দেয়নি। অভিযুক্তদের ধাওয়া করা হচ্ছে। ফেরানো হচ্ছে ব্যাংকের টাকা।

নমো সাক্ষাতে রাহুল-খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে সরকার-বিরোধী তর্জার মধ্যেই বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী চেয়ারপার্সন হিসেবে কাকে নিয়োগ করা হবে, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে এদিন আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও ছিলেন। যে নিয়োগ কমিটি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নিয়োগ করবে তাতে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা প্রমুখ রয়েছেন। ১ জুন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন অরুণকুমার মিশ্রের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন চেয়ারপার্সনের পাশাপাশি কমিশনের অন্য সদস্যদেরও বেছে নেবে নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি।

মেয়ে হলেই ১১১টি চারা পিপলান্ত্রী মডেলের সুপ্রিম প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবেই না বলেছিলেন, 'কন্যা ঘরের আবর্জনা পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়'। এখনও এ দেশে কন্যাসন্তানকে একরকম আপদ বলেই মনে করা হয়। মানেমানে তাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে স্বস্তির শ্বাস ফেলেন বাবা-মায়েরা। একুশ শতকের ভারতে বিরল নয় কন্যাভ্রূণ হত্যাও। শুধুমাত্র কন্যা হওয়ার 'অপরাধে' সদ্যোজাত শিশুকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়ার খবর আকছার শিরোনাম হয়। তবে এই ঘন তিমির আঁধারের গভীরে আছে আরও এক ভারত। যেখানে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয় সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে।

রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলার সেই গ্রামের নাম পিপলান্ত্রী। সেখানে কন্যাসন্তান জন্মালেই উৎসব শুরু হয়ে যায়। ১১১টি চারাগাছ পুঁতে নতুন অতিথির আবির্ভাবকে স্মরণীয় করে রাখেন গ্রামবাসীরা। গত দেড় দশক ধরে এই রেওয়াজই চলে আসছে পিপলান্ত্রীতে। কেন এই রেওয়াজ? তা জানতে ফিরে যেতে হবে ১৫ বছর আগে। এই রেওয়াজ চালু করেন গ্রামের তৎকালীন প্রধান শ্যামসুন্দর পালিওয়াল।

নিজের মেয়ে কিরণকে অকালে হারিয়েছিলেন শ্যামসুন্দর। জলশূন্যতার কারণে মৃত্যু হয় বছর আঠারোর মেয়েটির। তারপর থেকেই কন্যাহারা পিতা গ্রামের সর্বত্র বৃক্ষরোপণে ব্রতী হন। উদ্দেশ্য একটিই, গ্রামের কোথাও যাতে জলের অভাব না হয়। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে যে কেবল পরিবেশ বদলে গিয়েছে তা নয়, ভোল বদলেছে এলাকার অর্থনীতিরও। নিম, জাম, কাঁঠাল, গোলাপ, অ্যালোভেরা সহ নানা ধরনের গাছে ভরে উঠেছে গোটা গ্রাম, যা থেকে সারা বছর আয় করতে পারছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামোন্নয়নের কৃতিত্ব তাঁরা দিচ্ছেন শ্যামসুন্দরকেই।

সম্প্রতি রাজস্থানের পিপলান্ত্রী গ্রামের উদ্যোগের প্রশংসা করেছে সুপ্রিম কোর্টও। সোমবার টিএন গোদাবরমন মামলায় রায় ঘোষণা করতে গিয়ে আদালত শ্যামসুন্দরের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেই থামেনি, পাশাপাশি দৃষ্টান্ত হিসাবেও তুলে ধরেছে 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে' এই মডেল'কে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি এসভিএন ভাট্টি এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ বলেছে, পিপলান্ত্রী গ্রামের 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' সরপঞ্চ শ্যামসুন্দর পালিওয়ালের নেতৃত্বে গৃহীত বনসৃজনের উদ্যোগ শুধুমাত্র পরিবেশগত ক্ষতি রোধ করেনি, বরং মহিলাদের সম্পর্কে সামাজিক কুসংস্কার দূর করতেও সহায়ক হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে 'বর্তমানে গ্রামের নারী-পুরুষ অনুপাত ৫২ শতাংশে পৌঁছোনো'র বিষয়টি উল্লেখ করতেও ভোলেনি শীর্ষ আদালত।

বুধবার একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছে, রাজস্থানের সমস্ত বনাঞ্চল (স্যাকরেড গ্রোভ)-কে ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আইন মোতাবেক রক্ষা করতে হবে। রাজ্যের বন দপ্তরকে প্রতিটি বনাঞ্চলের বিস্তারিত মাঠপর্যায়ের এবং উপগ্রহ মানচিত্র তৈরি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেছে, পিপলান্ত্রী মডেল যাতে সর্বত্র অনুসরণ করা হয়, তার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে যৌথভাবে পদক্ষেপ করতে হবে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের নিয়ে।

মাধ্যমিক ইতিহাস ২০২৫

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

ববিতা দে, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

২০২৫-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পুরোদস্তুর পরীক্ষা প্রস্তুতি চলছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ‘ইতিহাস’ বিষয়ে সম্ভাব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বড় প্রশ্ন দেওয়া হল। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ৮ থাকে। প্রশ্নপত্রে তিনটি বড় প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। পরীক্ষার্থীদের যে কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে । গুরুত্বপূর্ণ কিছু বড় প্রশ্নাবলি নীচে দেওয়া হল।

❑ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সমাজ ও ধর্মসংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা আলোচনা করো।

❑ উনিশ শতকে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান কী ছিল ? উচ্চশিক্ষা প্রসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান উল্লেখ করো।

❑ উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মসংস্কার আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

❑ উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কী ছিল আলোচনা করো।

❑ ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কীভাবে জাতীয়তাবাদের রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল? জাতীয়তাবাদ উন্মেষে ভারতসভার অবদান কী ছিল?

❑ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করো?

❑ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলা যায় কি? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

❑ বাংলা ছাপাখানার

ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

❑ বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা বিকাশে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান কীরূপ ছিল? বাংলায় কারিগরি শিক্ষা বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।

❑ বাংলার কারিগরি শিক্ষা বিকাশে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন এবং শান্তিনিকেতন ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

❑ মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।

❑ সাঁওতালরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? এই বিদ্রোহের ফলাফল কী হয়েছিল?

❑ বারদৌলি আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই আন্দোলন ভূমিহীন কৃষকদের এবং কৃষিশ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সফল হয়েছিল কি?

❑ বিংশ শতকের ভারতে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা কী ছিল ?

❑ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল? তাদের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কী ছিল ?

❑ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

❑ ১৯৩০-এর দশকে বাংলায় সংঘটিত বিপ্লবী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

❑ ‘দলিত’ শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ভারতে দলিত আন্দোলনের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল?

প্রযুক্তির ব্যবহারে শিখনে পরামর্শ

শ্রাবণী দত্ত, *প্রধান শিক্ষক*
কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রাঙাপানি , শিলিগুড়ি

শিক্ষার উন্নতিতে বর্তমানে বিশেষ হাতিয়ার হল স্মার্ট শিক্ষণ, স্মার্ট শিখন, স্মার্ট স্কুল ও স্মার্ট কৌশলকে নিশ্চিত করা এবং একে প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার সঠিকভাবে প্রতিফলন ঘটানো। স্মার্ট এডুকেশন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার যে যোগ্যতা আছে তার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক কার্যকর শিক্ষালাভ করতে তৈরি করে এবং চিরাচরিত যে শিক্ষা, তার বাইরে গ্লোবাল শিক্ষার হাত ধরে তাদের উপযুক্ত শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাকে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল শিক্ষা বর্তমানে সবদিক থেকে বিকাশের একটি বিরাট চালিকাশক্তি। প্রযুক্তিকে শিক্ষায় ব্যবহার করার কিছু আকর্ষণীয় উপায় আছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেই ঐতিহ্যগত শিক্ষাতে যে তথ্যগুলো সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে বুঝে উঠতে পারে এবং শিক্ষার প্রক্রিয়াকে আকর্ষক করে তুলে নতুন জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে- কীভাবে প্রযুক্তিকে তোমরা ব্যবহার করবে তার জন্য রইল কিছু টিপস।

● ওয়েবসাইট ব্যবহারের অনুমতি:-

ওয়েবসাইটের প্রতি কৌতূহল থাকলে তোমরা নিজে অনলাইনে ডিজিটাল টুল ব্যবহার করে তথ্য খুঁজে উত্তর দেবে। এতে তোমাদের উৎসাহ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বাড়বে। সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, ওয়েবসাইট বিষয়ে দক্ষ এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে উপযুক্ত সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করছ কি না।

● ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম:-

যেসব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা অর্থাৎ যেগুলো ব্যবহারের অনুমতি আছে, সেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানতে

হবে। কোন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করলে তোমরা সঠিক তথ্য পাবে, তার পাশাপাশি তোমাদের জন্য কোনগুলো সুরক্ষিত সে সম্পর্কে সজাগ থাকবে।

● বিপজ্জনক অনুসন্ধানে সতর্কতা:-

অনলাইনে তথ্য খোঁজা বা যাচাই করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটে যে বিপদগুলো ঘটতে পারে যেমন- বিপজ্জনক বা অস্বাস্থ্যকর বিষয়গুলো খোঁজার চেষ্টা করা, অনির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বা অনির্ভরযোগ্য ওয়েবপৃষ্ঠায় ক্লিক করা সেসব থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

● ফ্লিপ পদ্ধতি :-

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে জায়গা বদল করবে, অর্থাৎ তোমরা কিছু সময়ের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার মতো আচরণ করবে। এর ফলে অনলাইনের উৎসগুলোকে পরীক্ষা করতে, তথ্য খুঁজে তা যাচাই করতে, তার ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তা ব্যাখ্যা করতে, এমনকি ক্লাসরুমে নেতৃত্ব দিতেও পারবে।

● গেমভিত্তিক উপাদান ব্যবহার :-

ইন্টারনেটে গেম-এর ব্যবহার করলে তোমরা অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করো। এর ফলে নতুন ও জটিল তথ্য সহজেই বুঝতে ও মনে রাখতে পারবে; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেবে এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে সে শিক্ষা যুক্ত করে শিক্ষার কাজে নিজেদের ব্যস্ত করে তুলবে। শেখার সময় অবিশ্বাস্যভাবে তোমরা আকর্ষণ ও উত্তেজনা অনুভব করবে।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, প্রতিটি বয়সের জন্য উপযুক্ত স্তর বেছে নিতে হবে ও সেই বয়সে কার কতটা গ্রহণ করা প্রয়োজন বা গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এছাড়াও পাঠক্রমের মধ্যে প্রযুক্তিকে ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : কুসংস্কার দূরীকরণ ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে সচেতনতা ও শিক্ষা।

মৌবনী মহন্ত
প্রথম বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

কুসংস্কার হল সংস্কারের বিকৃত রূপ। এটি অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রকাশ যা আধুনিক প্রগতিশীল মনন ও জীবনের প্রতিকূল। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমরা কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছাদিত রয়েছি। এই কারণে আজও সর্পাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা হিস্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয় ওঝার ঝাড়ফুঁক দিয়ে, যা রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। হাসপাতালগামী অ্যাম্বুল্যান্স বিড়াল পারাপার করতে দেখলে ব্রেক কষে। দেবদেবীকে তুষ্ট করতে নির্বিচারে পশুবলি দেওয়া হয়। ডাইনি সন্দেহে আদিবাসী মহিলাদের চলে পিটিয়ে হত্যা। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিশ্বাস রাখেন গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবচে।

কুসংস্কারের মোক্ষম ওষুধ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হল বিশেষ জ্ঞান, যা কার্যকারণ পরম্পরায় যুক্তির মাধ্যমে গৃহীত সত্য। এই বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে আমরা নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করতে পারি :

● **যুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিস্তার :** কুসংস্কার দূরীকরণে সর্বপ্রথম প্রয়োজন যুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিস্তার। তথাকথিত শহরের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অতি পুরোনো ধ্যানধারণা, অন্ধবিশ্বাসের পৃষ্ঠপোষক। তাই আগামী প্রজন্মকে কুসংস্কার মুক্ত করতে শিক্ষার্থীদের ছোট থেকেই প্রচলিত শিক্ষার বাইরে গিয়ে বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞানচেতনামূলক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

● **বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার :** সংবাদপত্র, দূরদর্শন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুসংস্কার বিরোধী প্রচার চালাতে হবে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো যেহেতু এখন গ্রামে-গঞ্জে অনেকাংশ সহজলভ্য, তাই এগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবে।

● **বিজ্ঞানমেলার আয়োজন ও ক্লাব গঠন :** স্কুল-কলেজের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানমেলার আয়োজন ও বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা যেতে পারে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। এ ধরনের ক্লাব ও মেলায় তর্কবিতর্ক, পোস্টার প্রদর্শনী, নাটক, কুইজ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয়ভাবে জনমানসে তুলে ধরা এবং কুসংস্কার দূরীকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাবে।

● **পরিবার ও সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি :** পরিবার থেকে বন্ধু মহল ও সমাজে আমরা কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্লগ পোস্ট, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে লেখালেখির মাধ্যমেও আমরা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরতে পারি।

● **গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ :** যেহেতু গ্রামাঞ্চলে অন্ধবিশ্বাসের প্রকোপ বেশি তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পরিচালিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে বা এনজিওগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে কাজ করা যেতে পারে।

● **ভুয়ো তথ্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ :** ইন্টারনেটে ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে পড়া আটকাতে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলিকে রিপোর্ট করতে হবে। আশপাশে কাউকে কুসংস্কারের বলি হতে দেখলে আইনের দ্বারস্থ হতে হবে।

● **কঠোর শাস্তি :** অন্যায়কারীদের জন্য সরকারি আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিবিধান করা উচিত, যা অন্যদের একই কাজ করতে বিরত করবে।

নতুন সিলেবাসে বাংলায় প্রস্তুতির পরামর্শ

শিখিল বিশ্বাস, *শিক্ষক*
তরাই তারাপদ আদর্শ
বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

দ্বিতীয় সিমেস্টারের লিখিত পরীক্ষাও পূর্বের ন্যায় ৪০ নম্বর ধার্য করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নির্দেশিত পাঠক্রমের মধ্যে তিনটি পর্ব রয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে সাহিত্য সম্পর্কিত গল্প, কবিতা, নাটক এবং পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ। দ্বিতীয় পর্বে রাখা হয়েছে বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে দুটি বিষয় ১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা (উনিশ ও বিশ শতকের কাব্য-কবিতা, গদ্য-প্রবন্ধ, উপন্যাস-ছোটগল্প, নাটক, যাত্রা ও নাট্যমঞ্চ, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি) এবং ২. লৌকিক সাহিত্যের নানা দিক (ছড়া, ধাঁধা, লৌকিক প্রবাদ ও প্রবচন, লোককথা)। আর তৃতীয় পর্বে রয়েছে প্রবন্ধ রচনা- মানস মানচিত্র এবং বিতর্কমূলক বিষয়। যে কোনও একটি বিষয় নির্বাচন করে অনধিক ৪০০ শব্দে ছাত্রছাত্রীদের ১০ মানের একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ এবং প্রশ্নের মডেল অনুযায়ী প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কেবলমাত্র পাঁচ মানের প্রশ্নই হবে। সেক্ষেত্রে ২+৩= ৫ অথবা কোনওরকম বিভাজন ছাড়া ৫।

সকল প্রশ্নই যেহেতু বড় হবে এক্ষেত্রে পাঠ্য বইটিকে খুঁটিয়ে পড়ে সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে আত্মস্থ করতে হবে। পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি বিষয়ের বিশেষ লাইনগুলিকে চিহ্নিত করে অধিক গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করা। উত্তরে তোমাদের নিজের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন যেন থাকে সেই দিকটির প্রতিও বিশেষ নজর রাখতে হবে। আর অবশ্যই প্রশ্নানুযায়ী যেন উত্তরটি হয় সে বিষয়টিকে মনে রাখা।

আজকে কবিতা থেকে কিছু নমুনা প্রশ্ন-উত্তর দেওয়া হল তোমাদের অভ্যাস করার জন্য।

কবিতাঃ ভাব সম্মিলন কবি / পদকারঃ বিদ্যাপতি

রচনা উৎসঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ (চয়ন) গ্রন্থ থেকে পাঠ্য পদটি গৃহীত হয়েছে।

ভাব সম্মিলন ও বৈষ্ণব পদাবলীঃ বৈষ্ণব পদাবলীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে বিভিন্ন পর্যায়ে কল্পনা করেছেন। পূর্বরাগ,অনুরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর এবং ভাব সম্মিলন।

ভাব সম্মিলনঃ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবের উল্লাস বা আনন্দানুভূতি হল ভাব সম্মিলন। আলোচ্য পদে দেখা যায় কল্পনার জগতে বা ভাবলোকে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন। বৈষ্ণব দর্শনের দিক থেকে দেখলে মধুর বা বিরহে কখনও পদাবলীর শেষ হতে পারে না। কেন-না -- ‘রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। / দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।’

প্রকৃতপক্ষে এটি বিরহ অবস্থারই একটি বিশিষ্ট পর্যায়। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশায় নিশ্চিত বিরহের মধ্যেও রাধিকার মধ্যে ক্ষীণ মিলনের বাসনা রয়ে যায়। এই মিলনের বাসনা অকস্মাৎ এমনভাবে বিস্ফারিত হয়, যেখানে বাস্তব মিলন নয় বরং কল্পনার মিলনই ভাবসৌন্দর্যে অনন্য মাত্রা পায়। বিরহিণী রাধিকার প্রেমতন্ময় অবস্থার এটি এক অপূর্ব মানস-বিকাশ।

প্রশ্ন-উত্তর অনুশীলনঃ

প্রশ্ন ১) ভাব সম্মিলন আসলে কী?/ ভাব সম্মিলন বলতে কী বোঝো? পাঠ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদটিতে রাধার আনন্দের যে চিত্র বা স্বরূপ ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। ২+৩=৫

উত্তরঃ ‘ভাব সম্মিলন’-এর অর্থ কল্পনায় বা দিবাস্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে শ্রীমতী রাধার নিভৃত মনের আনন্দ উল্লাস।

কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পর আর বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি। কিন্তু বৈষ্ণব পদকারগণ রাধার বিরহ কাতরতা দেখতে পারছিলেন না। তাই বাস্তবে না-হলেও তাঁরা রাধাকৃষ্ণের মানসিক মিলনের ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের পদাবলীতে, এই মিলনই হল ভাব সম্মিলন। আর এই জাতীয় পদাবলী ভাব সম্মিলনের পদ।

আমাদের পাঠ্য ‘কি কহব রে সখি আনন্দ ওর’ পদটি ‘ভাবোল্লাস’ বা ‘ভাব সম্মিলন’ পর্যায়ের একটি বিখ্যাত পদ। পদটির মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে উল্লসিতা রাধার আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে। আনন্দে আত্মহারা রাধা তাঁর সখিকে বলেছেন, তাঁর আনন্দের সীমা নেই। কারণ আর তিনি কোনওদিনই প্রিয়কে হারাবেন না। কৃষ্ণ চিরদিনের জন্য বন্দি হয়েছেন তাঁর ঘরে। বিরহ অবস্থায় রাধাকে বাঁধভাঙা চাঁদের হাসি যে পরিমাণ দুঃখ দিয়েছে, আজ প্রিয়-মুখ দর্শনে তিনি তত সুখই লাভ করলেন। রাধাকে যদি কেউ আঁচলভরে মহারত্ন দান করেন, তবুও তিনি তাঁর প্রিয়তমকে দূরদেশে পাঠাবেন না-- ‘আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। / তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।।’ কৃষ্ণকে আর দূরদেশে না পাঠানোর দৃঢ় সংকল্প থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে পদটি ভাবোল্লাসের। দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর বর্ষার বারিধারায় জীব ও উদ্ভিদ জগৎ যেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তেমনি দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়-সান্নিধ্য রাধাকে আকুল করে তুলেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককেও রাধা তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনের সঙ্গে তুলনা করে নতুন মাত্রা দান করেছেন। কৃষ্ণ তাঁর কাছে শীতের আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষাকালের ছাতা, আর অকূল সমুদ্রের তরণী। এখানেও রাধার একাগ্র-তন্ময়তা কৃষ্ণপ্রেমের

২০২৪-’২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির নতুন পাঠক্রমে বাংলা বিষয়ে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। একাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচি প্রথম ও দ্বিতীয় সিমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে প্রথম সিমেস্টারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এবার তাদের দ্বিতীয় সিমেস্টারের জন্য প্রস্তুতির পালা।

অপূর্ব ব্যাখ্যা ভাব সম্মিলনের পদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এই উপমার মালা ব্যবহার করেও কবি রাধার প্রেমকে যেন মর্ত্যচারী করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে প্রিয়তমকে পাওয়ার আনন্দে রাধা সবকিছু বিস্মৃত হয়েছিলেন, জড়সত্তার সঙ্গে প্রাণসত্তার পার্থক্য বোধও লুপ্ত হয়েছিল তাঁর। বৈষ্ণব তত্ত্ব মেনে বিদ্যাপতি ভাবোল্লাসের পদ রচনা করেননি। তবুও রাধার অন্তরে তিনি প্রিয় মিলনের যে অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিলেন তা কাব্যিক প্রগাঢ়তায় অতুলনীয় হয়ে উঠেছে।

২) ‘কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।’ -- বক্তা কে, কার উদ্দেশ্যে এই উক্তি? বক্তার এমন আনন্দের কারণ কী? অথবা, আলোচ্য অংশে রাধা যে আনন্দের কথা বলেছেন ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদ অবলম্বনে সেই আনন্দের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করো।

উঃ আলোচ্য ভাব সম্মিলন পর্যায়ের পদে বক্তা হলেন শ্রীরাধা, সখীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন তার আনন্দের ‘ওর’ অর্থাৎ সীমা নেই।

(এরপর ১ নং উত্তরের দ্বিতীয় অংশ।)

৩) ‘পাপ সুধাকর যত দুখ দেল’ -- সুধাকর কে এবং তাকে পাপী বলা হয়েছে কেন? সুধাকর কীভাবে রাধাকে দুঃখ দিয়েছিল? ২ + ৩ = ৫

উত্তর: ‘সুধাকর’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘চাঁদের কিরণ’ বা ‘জ্যোৎস্না’। অর্থাৎ এখানে ‘সুধাকর’ হলেন চাঁদ। মথুরা গমনের ফলে কৃষ্ণের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে শ্রীরাধিকা। তিনি

একাদশ শ্রেণি

সর্বদা কৃষ্ণর চিন্তায় মগ্ন। আর কৃষ্ণর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা বাড়িয়ে দিয়েছে চন্দ্রকিরণ। তাই বিরহিণী শ্রীরাধা সুধাকরকে ‘পাপী’ বলে সম্বোধিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গমন করলে ব্রজধামে নেমে আসে শোকচ্ছায়া। শুরু হয় রাধিকার বিরহ। বিরহ ও বিকারের আবেশে রাধা কল্পনায় কৃষ্ণসঙ্গে সুখভোগ করেন। কবির কথায় এই চাঁদ অর্থাৎ চাঁদের কিরণ বিরহীর যন্ত্রণার কারণ হয়। কারণ কৃষ্ণসঙ্গ বঞ্চিত থাকাকালে চন্দ্রকিরণ বিরহিণী রাধার মিলন ইচ্ছা বাড়িয়েছে, যা রাধিকার পক্ষে হয়েছে পীড়াদায়ক। সুধাকর এভাবেই রাধার বিরহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

৪) ‘আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। / তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।।’ __ ‘আঁচর’ ও ‘মহানিধি’ শব্দ দুটির অর্থ কী? উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। / মহানিধি পেয়েও রাধা কৃষ্ণকে দূর দেশে পাঠাতে চান না কেন? ২+৩

উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত অংশের ‘আঁচর’ শব্দের অর্থ আঁচল এবং ‘মহানিধি’ শব্দের অর্থ মূল্যবান রত্ন।

পাঠ্য বিদ্যাপতির ‘ভাব সম্মিলন’ নামক পদে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা গমন করলে রাধার বিরহ শুরু হয়। এই বিরহ ও বিকারের আবেশে রাধা কল্পনার মাধ্যমে কৃষ্ণসঙ্গে সুখ উপভোগ করছেন। কৃষ্ণসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকার কালে চন্দ্রকিরণ শ্রীরাধিকার মনে মিলনেচ্ছা জাগ্রত করে। অর্থাৎ পাপী চাঁদ শ্রীরাধিকাকে যে দুঃখ দিয়েছে তা পিয়া-মুখ দর্শনে মুক্ত হয়েছে। ভাব সম্মিলনে কৃষ্ণসঙ্গ লাভে আপ্লুতা শ্রীরাধিকা তাই বলেছেন, আঁচল ভরে কেউ যদি তাঁকে মূল্যবান রত্নরাজিও দেয়, তবুও তিনি তাঁর প্রিয়কে আর দূরদেশে পাঠাবেন না। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধার বিরহযন্ত্রণা অনুভব করেই এই ভাব সম্মিলনের পদ সৃষ্টি করেছেন।

৫। ‘শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।/ বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।’ __ উপমাগুলির ব্যবহার কী অর্থে হয়েছে? উদ্ধৃতাংশে পদকর্তা কীভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করেছেন তা ব্যক্ত করো। ২+৩

উত্তর : বিরহী শ্রীরাধিকা তাঁর প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর কাছে কতটা অপরিহার্য, তা বোঝাতে গিয়ে শীতের আচ্ছাদন, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষার ছাতা ও অকুল সমুদ্রের তরণীর মতো উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন।

মৈথিলি কোকিল বিদ্যাপতির ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদটিতে আমরা দেখি কৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করলে শ্রীরাধিকার বিরহজ্বালা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। পাপ-সুধাকর অর্থাৎ চাঁদ তাঁর কৃষ্ণ মিলনেচ্ছাকে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। এমত অবস্থায় শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে স্বপ্নে মিলিত হন এবং পিয়া-মুখ দর্শনে অত্যন্ত সুখ অনুভব করেন।

৬) ‘চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর’ -- বক্তা কে এবং কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে? কোন উপলব্ধি থেকে রাধা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?/ উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উঃ আলোচ্য উদ্ধৃতিটি ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতায় শ্রীরাধা সখীদেরকে বলেছেন যে, মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণ চিরদিন তাঁর গৃহে অবস্থান করছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়, ভাব সম্মিলনে ভালোবাসার মানুষকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা।

রাধা কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারেন না। বিরহের আগুনে তাঁর দেহ-মন-প্রাণ দগ্ধ হয়। তিনি রাতে স্বপ্ন দেখেন। স্পষ্টই উপলব্ধি করেন- কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসেছেন। কৃষ্ণকে পেয়ে রাধার আনন্দের সীমা থাকে না। রাধা ভাবেন কৃষ্ণকে যখন তিনি তাঁর কাছে পেয়েছেন, তখন আর কোনও কারণে তিনি বিরহবোধ করবেন না। কেউ যদি আঁচল ভরে তাঁকে মহারত্নও দান করেন, তবু তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করবেন না।

কৃষ্ণই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। কৃষ্ণই তাঁর জীবনের একমাত্র মহারত্ন। শ্রীরাধার ভালোবাসার গভীরতা এখানে ধরা পড়েছে। ভাব সম্মিলন পর্যায়ের পদে সেই একাত্মতা থেকে রাধা উচ্চারণ করেন, মাধব তাঁর মন্দিরে রয়েছেন। এখানে ‘মন্দির’ কথার দুটি অর্থ রয়েছে। যথা - ১. মন্দির অর্থাৎ গৃহ। মাধব রাধার গৃহেই রয়েছেন। ২. মন্দির অর্থাৎ মনের আশ্রয়। রাধার মানস-মন্দিরে মাধব রয়েছেন। এই বক্তব্যের মধ্যে শ্রীরাধার গভীর কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে।

৭) ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদে রাধা চরিত্রকে যেভাবে পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো। / পাঠ্য ভাব সম্মিলনের পদ অনুসারে রাধা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির সম্পর্কে বলেছিলেন- ‘বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন...’। পঠিত ‘ভাব সম্মিলন’-এর পদে বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে প্রেমের উচ্ছ্বাস যেমন আছে, সেরকমই রয়েছে ভাব-গভীরতা। প্রিয়তমের বিচ্ছেদে যে রাধা একসময় বলেছিলেন- ‘পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা’, ভাব সম্মিলনে সেই রাধারই ‘জীবন-যৌবন সফল’ হয়ে যায় ‘পিয়া-মুখ-চন্দা’ দর্শন করে। প্রিয়তমের মুখ-দর্শনে যে অমৃত সুখ রাধা লাভ করেছেন সেখানে কোনও আসঙ্গ লিপ্সা নেই, আছে ভাব-গভীরতা।

‘পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল।।’

রাধা মূল্যবান রত্নসামগ্রীর বিনিময়েও তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে বিচ্ছেদ চান না। পুনর্মিলনের উল্লাস সেখানে যেমন আছে, তেমনি রয়েছে হৃদয়-অনুভূতির নিবিড়তা। বিদ্যাপতির এই রাধা পরিণত এবং গভীর।

চাহিদা মেটাতে হিমসিম ব্যবসায়ীরা

ক্রেজ 'দাদু'র পোশাকের

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড়দিনে শহরের সাজের ধরনটাও একটু বদলেছে। এতদিন শুধু কেক, টুপি, ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে বড়দিন হত। তবে গত দু-তিন বছরে শহরে বেড়েছে সান্তার ক্রেজ। লাল ড্রেস পরে স্লেজ গাড়ি করে হয়তো নয়, তবে বড়দিনে রাস্তায় অনেক সান্তাকেই ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কেউ বলছে এটা শুধু বাজার অর্থনীতির চমক, আবার কারও মতে, এটা পাশ্চাত্যের ছাপ। তবে কারণ যেটাই হোক না কেন বড়দিনের মুখে বাজার ছেয়েছে সান্তাদাদুর লাল-সাদা রঙের সুট। চাহিদা এরকম যে ক্রেতাদের ঘুরিয়েও দিতে হচ্ছে অনেক ব্যবসায়ীকে।

শহরের ব্যবসায়ী সুমিত দাসের কথায়, 'এবার শিশুদের পাশাপাশি বড়দের সান্তা সুটের চাহিদা বিশাল। ১০-১২ জনকে শেষ দু'দিনে ঘুরিয়ে দিয়েছি। ড্রেস আসতে সময় লাগবে। এত যে চাহিদা থাকবে বুঝিনি। নাহলে বেশি করে সব সাইজের ড্রেস রাখতাম।'

সাইজ ও কোয়ালিটি অনুযায়ী ১৫০ থেকে ৬০০ টাকায় বাজারে বিক্রি হচ্ছে সান্তাক্লজের পোশাক।

এদিকে, বড়দের সান্তাদাদুর পোশাক খুঁজতে হয়রান বছর পঁয়ত্রিশের সৌভিক ঘোষ। দিনবাজারের বেশকিছু দোকান ঘুরছিলেন তিনি। সৌভিকের কথায়, 'এবার আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে সান্তা সেজে শিশুদের সঙ্গে ক্রিসমাস পালন করব। তাই সান্তা সুট খুঁজছি। আমার মাপের ড্রেস নেই কোনও দোকানে। অনেক খুঁজে না পেয়ে একটা দোকানে অর্ডার দিলাম। বলছে ২৩ তারিখ মিলবে।'

বুধবার বারো বছরের সৌপ্তিকের জন্য সান্তা পোশাক কিনতে এসছিলেন রাজদীপ সরকার। তিনি বলেন, 'পাড়ার এক বন্ধুকে সান্তা ড্রেস দেখে তারও একই রকম পোশাক এবং মুখোশ লাগবে। বায়না এতটাই করছে যে না দিয়ে পারছি না। দু-একটা ড্রেস পেলাম ঠিকই, কিন্তু একটু ছোট হচ্ছে। সবাই বলছে দু'দিন পরে এনে দেবে। এখন এটা বাড়ি গিয়ে কী করে ওকে বোঝাই।'

স্কুল শিক্ষিকা মৌমিতা বসুরও একই অবস্থা। তাঁর কথায়, 'ছেলের বন্ধুরা সবাই সান্তা সুট কিনেছে। তার এখনও হয়নি বলে মন খারাপ। বড়দিনের দিন সকলে সান্তা সেজে ঘুরবে বলে প্ল্যান। তার আগে ড্রেস না হলে মুশকিল।'

চাহিদা দেখে অবাক ব্যবসায়ীরাও। সঞ্জয় সাহার কথায়, 'বছরপাঁচেক আগেও এসবের চাহিদা বা জোগান কোনওটাই ছিল না। বড়দিন মানে ছিল শুধু কেক, মোম এবং পিকনিক। বিগত দুই-তিন বছর ধরে বাচ্চাদের সান্তা সুট এবং টুপি বিক্রি করছি। এখন পোশাক, টুপি, ঝোলা, দাড়ি সবই চাইছেন। ইতিমধ্যে ৮টা সান্তার সুট বিক্রি করেছি।'

সাজ বদল

- বড়দিনের মুখে বাজার ছেয়েছে সান্তাদাদুর লাল-সাদা রঙের সুট
- চাহিদা এরকম যে ক্রেতাদের ঘুরিয়েও দিতে হচ্ছে অনেক ব্যবসায়ীকে
- সাইজ ও কোয়ালিটি অনুযায়ী ১৫০ থেকে ৬০০ টাকায় বাজারে বিক্রি হচ্ছে সান্তাক্লজের পোশাক
- বড়দের সান্তাদাদুর পোশাক খুঁজতে হয়রান অনেকে

বাজার ছেয়েছে সান্তাক্লজের পোশাকে। ছবি : মানসী দেব সরকার

ভোলা ৫০ বছর ধরে দুঃস্থদের সান্তা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : সান্তা হয়তো শুধু একটি নির্দিষ্ট দিনে উপহার নিয়ে হাজির হন। সবাইকে তাদের পছন্দের জিনিস দিয়ে খুশি করে চলে যান। তবে ৭০ ছুঁইছুঁই ভোলা মণ্ডলকে বছরের বিভিন্ন সময় দুঃস্থ শিশু, কিশোরদের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়। কখনও তাদের জামাকাপড় দিয়ে আবার কখনও চকোলেট, কেক দিয়ে তাদের মন ভালো করেন জলপাইগুড়ি নয়াবস্তির ভোলা। আর বড়দিনে সান্তার বেশে মোটর সাইকেল নিয়ে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন তিনি। ওই বিশেষ দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভোলার ডাকও পড়ে। গত ৫০ বছর ধরে এভাবেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

শহরের ঐতিহ্যবাহী সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চের সম্পাদক ভোলা নদিয়াতে পড়াশোনা করেছেন। বাবার অকাল প্রয়াণের পর জলপাইগুড়িতে এসে ডাক বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন তিনি। তারপর থেকেই বড়দিনে শিশু-কিশোরদের নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে উপহার তুলে দেন। প্রতি মাসে নিজের বেতন থেকে কিছু টাকা আলাদা করে রেখে দেন ভোলা। এরপর বড়দিনে শিশুদের নতুন জামাকাপড়, দুঃস্থদের কম্বল, শিশুদের খেলনা এবং চকোলেট, কেক কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে আসেন। শহরে বড়দিনে বিভিন্ন বাড়ি থেকেও ডাক আসে তাঁর।

সান্তা কাউকেই বিমুখ করেন না। এবছর ইতিমধ্যে বিভিন্ন পাড়া থেকে বড়দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ এসেছে তাঁর। তবে শুধু বড়দিন নয়, দুর্গাপুজো, ইদেও ভোলা দুঃস্থদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এখন শহরের মানুষের মুখে মুখে সমাজসেবী হিসেবে ভোলার নাম। জলপাইগুড়ির প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার কথায়, 'জলপাইগুড়িতে ভোলার মতো মানুষ বিরল। তিনি আমাদের সকলের কাছে আদর্শ।'

ভোলার নিজের কোনও সন্তান নেই। তাই সব বাচ্চাকেই নিজের ভেবে ভালোবাসেন তিনি জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পদে রয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর এবার প্রথম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব হয়েছেন তিনি। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে ভোলাকে সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভোলাকে ছোটবেলা থেকে নয়াবস্তি এলাকায় দেখেছি। সান্তাক্লজের বেশে তাঁকে দেখতে অপূর্ব লাগে। আমাদের ছেলেমেয়েরা বড়দিনে ভোলার অপেক্ষায় থাকে।'

সান্তার বেশে শহরের রাস্তায় ভোলা মণ্ডল।

> আমার মা সবসময় মানুষের পাশে থাকার কথা বলতেন। মা বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর কথাটা আমি সবসময় মেনে চলি। অনেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বড়দিনে সবার বাড়িতে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। তবে পরে আমি সবার বাড়িতেই যাব।
>
> ভোলা মণ্ডল

এআই থেকে বাঁচাতে পারে বই

অলোককুমার সরকার
প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং বইমেলা সংগঠক

উঠতি প্রজন্ম, যাদের আমরা জেন-জি, জেন-ওয়াই বলি তাদের কাছে বইয়ের বিকল্প হিসেবে নানা প্রযুক্তি পছন্দের তালিকায় শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিবর্তনকে গ্রহণ করতেই হবে। তবে সেই বিবর্তনকে মেনে নিতে গিয়ে একটা আস্ত প্রজন্ম খাঁচাবন্দি হচ্ছে কি না তা একটু ঘেঁটে দেখা দরকার।

এআই গোটা বিশ্ব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, গুগল জোর গলায় গুগল এনভায়রনমেন্ট গড়ার বার্তা ছড়াচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমার মতো যারা বইয়ের পাতা উলটে বড় হয়েছেন সকলকেই আরও ভয় পাচ্ছেন। আশঙ্কা হয় এআই যদি আগামীর শাসক ও শোষক হয়ে বসে। এআই যদি মানুষের মস্তিস্ক শরীরকে ক্রীতদাস করে। তাই আমার মনে হয় সেই ভয়কে দূরে রাখতে এমন বই ও বইমেলাগুলোর বেঁচে থাকা দরকার। যদিও সেটা সময়ের সঙ্গে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

একমাত্র বই-ই পারে এআই নির্ভরতা কমাতে। সার্চ ইঞ্জিন ঘেঁটে তথ্য খোঁজার যে সহজ ও লোভনীয় ফাঁদ তৈরি হয়েছে তা থেকে মানুষের মস্তিক, মেধা, চিন্তনকে বাঁচানোর লড়াইয়ে সবথেকে বেশি কার্যকর লাইব্রেরি। কিন্তু, সেই লাইব্রেরিগুলোকেই অনেক আগে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এরজন্য রাষ্ট্র ও সরকার যতটা দায়ী ঠিক ততটাই দায়ী আমাদের সমাজ।

আজকাল রাজ্যের ছোট-বড় বহু শহরে, পঞ্চায়েত এলাকাতে বইমেলা হচ্ছে। বহু প্রকাশক রঙিন মোড়কে রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ছাপিয়ে ছোটদের নজর কাড়তে চাইছে। বইমেলায় সেগুলি ভালো বিক্রিও হচ্ছে। জেলা বইমেলায় প্রায় ৭০-৮০টি প্রকাশনা সংস্থা স্টল দেয়। তাঁরা আশায় থাকে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলি সেই সব স্টল থেকে বই কিনবে। কিন্তু, রাজ্যের বহু গ্রন্থাগারই কর্মীর অভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। আবার কোথাও একজন কর্মী একসঙ্গে দুই থেকে তিনটি গ্রন্থাগার পরিচালনা করছেন। ফলে ওই কর্মীরাও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনমতো সঠিক বই নির্বাচন করতে পারেন না। গ্রন্থাগারগুলির থেকে প্রকাশকরা যে প্রত্যাশা রাখেন তাও পূরণ হয় না।

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় ১১০টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার ছিল। জেলা ভাগের পর জলপাইগুড়ি জেলায় ৭৩টি গ্রন্থাগার রয়েছে। কিন্তু, এখন ওই সব গ্রন্থাগারের কতগুলির দরজা খোলা তা জেলা গ্রন্থাগার প্রশাসকরাই বলতে পারবেন।

গ্রন্থাগারের পাঠকের সংখ্যা দিন-দিন কমছে। নতুন প্রজন্মকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে অভিভাবকদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। একজন প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক হিসাবে বলতে চাই, মোবাইলে সব পাওয়া যায় কিন্তু বইয়ের গন্ধ পাওয়া যায় না। তাই নতুন প্রজন্মকে গ্রন্থাগারে নিয়ে যান। পাশাপাশি বইমেলাতে ঘুরিয়ে আনুন। শিশু-কিশোরদের হাতে নতুন বই দিন। ওদেরকেও পছন্দের ও প্রয়োজনের বই খুঁজে নিতে দিন। এই বই-ই শিশু-কিশোরদের চিন্তাভাবনা, সৃজনশীল কাজকে বাঁচিয়ে রাখবে।

বইয়ের স্টলে ক্রেতাদের ভিড়। বুধবার ময়নাগুড়িতে।

ঠান্ডায় বইপ্রেমীদের চুমুক তন্দুরি চায়ে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : বুধবার ছিল ৩৬তম জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলার তৃতীয় দিন। বিকেল থেকে ধীরে ধীরে ভিড় জমতে শুরু করলেও সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ দেখা গেল মূলমঞ্চে 'দোহার'-এর অনুষ্ঠানে। কলকাতার 'দোহার' ব্যান্ডের গান শুনতে শুনতে তন্দুরি চায়ের স্বাদ নিতেও ভোলেননি কেউ।

বুধবার দুপুর থেকেই মেলার মূলমঞ্চে আলোচনা সভা হয়। বিষয় ছিল 'ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলোকে জলপাইগুড়ি জেলা'। আলোচনায় ছিলেন প্রাবন্ধিক ও গবেষক অধ্যাপক ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তী, কালিম্পং কলেজের অধ্যাপক ডঃ রাজা রাউত, বীরপাড়া কলেজের অধ্যাপক রণজিৎ রায়, ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নীলাংশুশেখর দাস সহ শীতলকুচি কলেজের অধ্যাপক ডঃ ধনঞ্জয় রায়। জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন তাঁরা। এরপর মঞ্চে স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শেষে মঞ্চ মাতাল কলকাতার 'দোহার' ব্যান্ড।

কলকাতার এক প্রকাশক শ্রীকান্ত কুণ্ডু বলেন, 'মঙ্গলবার সবমিলিয়ে নয় হাজার টাকার বই বিক্রি করেছি। বুধবার হিসেব করিনি। তবে একটা বিষয় লক্ষ করছি সাধারণ মানুষ বই কিনছেন এবং বই ঘাঁটছেন। এটাই শুভ লক্ষণ।' আরেক প্রকাশক গৌতম বর্মনের কথায়, 'শিলিগুড়ির বইমেলায় বই বিক্রি হয়েছে ভালোই। এখানেও ভালোই বিক্রি হয়।' এদিন মেলায় আমবাড়ি-ফালাকাটা পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই কিনতে এসেছিলেন গ্রন্থাগারিক অভিজিৎ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'সবমিলিয়ে পনেরো হাজার টাকার বই কিনেছি। গল্প, কর্মসংস্থান এবং বেশকিছু পাঠ্যপুস্তক কিনেছি।' জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড়ের কালিয়াগঞ্জ যুব সংঘ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক তাপস বাগচী বলেন, 'মেলায় পাঠ্যপুস্তক তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তবুও কয়েক হাজার টাকার বই কিনেছি।'

ময়নাগুড়ি রেলগেট এলাকার বাসিন্দা ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র বিপ্লব রায় ভূতের বই কিনেছে। জল্পেশ লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সাহিন ইমরোজও অলৌকিক বইয়ের দিকে ঝুঁকেছে।

অপর্ণা বিশ্বাস দেব মেয়ের সঙ্গে মেলায় এসেছিলেন। বললেন, 'মেয়ে ময়নাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। ড্রয়িং বুক কেনা হল।' সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী কেয়া লোহার আবার বলে, 'অনুষ্ঠান দেখলাম, ফাস্ট ফুড খেলাম ও প্রচুর বই কিনেছি। সবচেয়ে বেশি যা মন কেড়েছে তা হল তন্দুরি চা।'

বইমেলার মঞ্চ মাতাল 'দোহার'

তবে বুধবারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাতিয়ে দিয়েছে কলকাতার দোহার ব্যান্ড। সেই অনুষ্ঠান দেখার পাশাপাশি ইডলি, ধোসা, ফুচকা, পাপড়ি চাট এবং তন্দুরি চা-এর স্টলে ভিড়ও জমে দেদার। শিলিগুড়ির অজিত মাহাতো তন্দুরি চা বিক্রি করতে এসেছিলেন মেলায়। বললেন, 'দুপুর থেকে রাত, টানা চা বিক্রি হয়েছে।'

বইমেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক তথা ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বললেন, 'বুধবার জনসমাগম এবং বিক্রি, দুটোই খুব ভালো হয়েছে। আগামীদিনে আরও বাড়বে বলেই আমরা আশাবাদী।'

রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখলে কাশির সিরাপ এবং ঘুমের ওষুধ চেয়ে ঝামেলা করত নেশাগ্রস্তরা। নিরাপত্তাজনিত কারণে ওষুধের দোকান সারারাত খোলা রাখতেন না অনেক ব্যবসায়ী। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ফের জলপাইগুড়ি শহরে সারারাত ওষুধের দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি শহরের চারটি নার্সিংহোমের কাউন্টারগুলোও সারারাত খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরের ওষুধ ব্যবসায়ী এবং নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে রাতের নিরাপত্তার বিষয়টি ব্যবসায়ী এবং নার্সিংহোমের তরফে প্রশাসনকে জানানো হয়। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার আশ্বাস মেলায় ওষুধের দোকান খোলা রাখছে ব্যবসায়ীরা। সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'রাতে ওষুধের দোকান খোলা না থাকলে অনেক সমস্যা হয়। ওনাদের তরফে নিরাপত্তার বিষয়টি আমাকে জানানো হয়েছে। আমি সেই বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপারকে জানাব।'

জলপাইগুড়ি শহরে রাতে ওষুধ পাওয়াটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় যখন জেলা হাসপাতাল ছিল সেসময় ওই এলাকার কিছু দোকান সারারাত খোলা থাকত। পরবর্তীতে জেলা হাসপাতাল থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চলে যাওয়ার পর রাতে হাসপাতাল পাড়ার ওষুধের দোকানগুলো বন্ধই থাকে। আগে সারারাত জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ওষুধের দোকান খোলা থাকত। পরবর্তীতে তারাও দোকান খোলা রাখা থেকে পিছিয়ে আসে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে চলতি বছর মার্চ মাস থেকে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এলাকায় সারারাত ওষুধের দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তবে নেশাগ্রস্তদের অত্যাচারে তা বেশিদিন খোলা রাখেননি ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, গভীর রাতের দিকে নেশাগ্রস্তরা কাফ সিরাপ এবং ঘুমের ওষুধ কিনতে আসত। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দিতে রাজি না হওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হত ব্যবসায়ীদের।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগের সামনে ওষুধের দোকানগুলো একটি করে সপ্তাহে প্রতিদিন সারারাত খোলা থাকবে। সেই সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার ওষুধের দোকান রয়েছে জলপাইগুড়ি শহরে বেশ কয়েকটি। তাদেরকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি শাখার সম্পাদক সন্দীপ মিশ্র বলেন, 'কোন ওষুধের দোকান কবে খোলা থাকবে আমাদের সেই তালিকা তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমরা সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য। পাশাপাশি আমরা মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন জানিয়েছি রাতে যাতে ওষুধের দোকানের নিরাপত্তা বিষয়টি পুলিশের নজরে থাকে। উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে।'

মহকুমা শাসকের সঙ্গে ওষুধ ব্যবসায়ীদের বৈঠক।

খাদি কমিশনের অনুষ্ঠান

নিউজ ব্যুরো

১৮ ডিসেম্বর : খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্প নিয়ে বক্তব্য রাখলেন খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের রাজ্যের অতিরিক্ত নির্দেশক অমিত পুরা চোবিন। এই নিয়ে মহিলা প্রশিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের আধিকারিক মনাস বসাক। আইকার্ড সভাপতি বঙ্গরত্ন অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় ঝম্পটি জানিয়েছেন, জলপাইগুড়িতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইকার্ড আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেভিআইবি বোর্ডের ঝর্ণা ঘোষ কর্মকার, জনশিক্ষণ সংস্থার নির্দেশক শৈবাল বসু প্রমুখ।

অভিযান

ধূপগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : পুরসভার বসানো বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ থেকে সরাসরি মোটর দিয়ে জল টেনে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। খতিয়ে দেখতে বুধবার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া সহ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালান পুরকর্মীরা। দেখা যায়, বহু বাড়িতেই পুরসভার সংযোগ থেকে সরাসরি মোটর দিয়ে জল টেনে নেওয়া হচ্ছে। দুটি মোটর বাজেয়াপ্ত করতে গিয়েছিলেন পুরকর্মীরা।

তথ্য সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : বিভিন্ন হেলথকেয়ার সেন্টারে আমরা নিজেদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য থেকে কী অসুখ হয়েছে সেইসব তথ্য দিয়ে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সেন্টারগুলোর তরফে কীভাবে সেই তথ্যগুলো সুরক্ষিত থাকবে সেই বিষয়টিও নজরে রাখা প্রয়োজন। সেই নিয়েই তৃতীয় দিনের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে আলোচনা করলেন এনআইটি রায়পুরের সহকারী অধ্যাপিকা ডঃ মৌ দাশগুপ্ত। এদিন ওঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি ইস্যুজ ইন দ্য হেলথকেয়ার সেক্টর।' জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আয়োজিত 'ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে' এই বিষয়গুলি উঠে আসে।

জলের পাইপ পাতার কাজ আটকালেন পুরবাসী

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার রাতে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে তিন ইঞ্চি প্রস্থের পাইপ বসানোর কাজ চলছিল ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজার থেকে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনের পূর্ত দপ্তরের পাকা রাস্তা ঘেঁষে। এই মেইন লাইন থেকে সাব-লাইন ধরলে ১০-১১ হাজার পরিবার জল পরিষেবার আওতায় আসবেন। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, এখানে ছয় ইঞ্চি পাইপ না পাতলে সর্বত্র জল পৌঁছানো সম্ভব নয়। ১৫০ মিটার পাইপ পাতার পর কাজ আটকে দিয়েছেন বাসিন্দারা। যদিও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) তরফে বলা হয়েছে, সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

যেখানে পাইপলাইন পাতা হচ্ছে, তার দু'পাশে রয়েছে পাঁচটি ওয়ার্ড। এখান থেকে সাব-লাইন বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে যাবে। সেখান থেকে বাড়ি বাড়ি জলের লাইন সংযোগ করা হবে।

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে এখানে মেইন লাইনে তিন ইঞ্চির পাইপ পাতা কতখানি যুক্তিযুক্ত। স্থানীয়দের অভিযোগ, এখন যে পাইপ পাতা হচ্ছে তার ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। সেই কারণে ছয় ইঞ্চির পাইপ বসানো জরুরি। পিএইচই'র (জলপাইগুড়ি) সিভিল এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ চৌধুরী বলেন, 'ঘটনার কথা শুনলাম। সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পুরসভার ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশন রোড। পূর্ত দপ্তরের এই সড়কের পাশেই পাইপলাইন পাতা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপলাইন বসানোর কাজ বন্ধ।

পিএইচই'র প্রথম জলের ট্যাংকটি নির্মাণ করা হয়েছে ১৯৭৬ সালে। ৩৫ লক্ষ লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সেই ট্যাংক। সেটির লোহার পাইপলাইন এখন অধিকাংশ জায়গাতেই ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে বেশিরভাগ এলাকাতেই জল পৌঁছায় না।

সমস্যা মেটাতে পুরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমৃত জিরো-পয়েন্ট-টু প্রকল্পের আওতায় ৩১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার কাজ শুরু হয়েছে। নতুন করে আরও তিনটি জলের ট্যাংক বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।

> ঘটনার কথা শুনলাম। সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **সোমনাথ চৌধুরী**
> সিভিল এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'শীঘ্রই ময়নাগুড়িতে বাড়ি বাড়ি জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হবে। পিএইচই'র তরফে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশন রোডে পাইপলাইন পাতা নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

উত্তরবঙ্গ পিএইচই মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'মেইন লাইনে তিন ইঞ্চির পাইপ কাম্য নয়। যেখানে এত সংখ্যক উপভোক্তা রয়েছেন, সেখানে ছয় ইঞ্চি পাইপ ব্যবহার করা উচিত।'

আন্তর্জাতিক জার্নালে উত্তরবঙ্গের নাম

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : স্প্রিনজার নেচার পাবলিকেশনের ডিসকভার প্ল্যান্টস নামক আন্তর্জাতিক জার্নালে জড়িয়ে গেল উত্তরবঙ্গের নাম। সম্প্রতি জংলি লতাপাতা ও শাকসবজির খাদ্যগুণ এবং বর্তমানে সেখান থেকে অর্থ উপার্জন প্রসঙ্গে একটি গবেষণাপত্র ওই জার্নালে প্রকাশিত হয়। সেই গবেষণা দলে অন্যতম সদস্য হিসাবে ছিলেন জলপাইগুড়ির মোহিতনগর স্কুলের শিক্ষক সুদীপ পাল। এছাড়াও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋত্বিক মণ্ডল, সৌমেন্দু পাত্র, হর্ষিতা সাধু, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ডঃ দেবাদিন বোস এবং পুডুচেরির মহাত্মা মেডিকেল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের অতনু মান্না ওই দলের সদস্য।

সুদীপ বলেন, 'আমাদের সকলের যৌথ প্রয়াসে এই গবেষণাপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের চারপাশে এমন কিছু লতাপাতা, উদ্ভিদ থাকে যাদের বেড়ে ওঠার জন্য কোনওরকম সার বা যত্নের প্রয়োজন হয় না। যেমন, কুলেখাড়া, তেলাকুচো, গন্ধভাদাল, হেলেঞ্চা, থানকুনি ইত্যাদি। আগে অনেকেই এগুলি খেতেন, এখনও খান।' এই শাকগুলি আসলে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর মধ্যে থাকে বায়োঅ্যাকটিভ। যা ক্ষতিকর জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তিনি আরও বলেন, 'শরীরে পুষ্টির চাহিদা মেটাতেও এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইসব নিয়েই ছিল আমাদের গবেষণা। তাই স্কুলগুলিতে কিচেন গার্ডেনের মাধ্যমে এগুলি উৎপাদন করে বাচ্চাদের খাওয়ানোর অভ্যাস করা যেতে পারে।'

দুই ছাত্রের রাজ্য স্তরে স্কলারশিপ

জলপাইগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ প্রদান করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবারের স্কলারশিপের প্রথম ২০০ জনের তালিকায় রয়েছে জলপাইগুড়ির দুই পড়ুয়া। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রান্তিক সেনগুপ্ত ও ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের সোহম দাস দুজনেই রয়েছে ওই তালিকায়। শহরের দুই পড়ুয়ার সাফল্যে খুশি দুই ছাত্রের পরিবার এবং স্কুল শিক্ষকরা। প্রান্তিকের শিক্ষক কৌশিক শিকদার বলেন, 'জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ মূলত দুই ধরনের। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য জুনিয়ার স্কলারশিপ এবং কলেজ স্তরের জন্য সিনিয়ার স্কলারশিপ। শহরের দুই বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র মাধ্যমিক পাশ করে এই পরীক্ষায় বসে এবং জুনিয়ার স্কলারশিপ পায়। রাজ্যের সেরা ২০০-র মধ্যে থাকা সত্যি প্রশংসনীয়।' এদিকে স্কলারশিপ পেয়ে প্রান্তিক এবং সোহম দুজনেই জানায়, 'মাধ্যমিকে তারা বিজ্ঞান বিভাগের যা যা পড়াশোনা করেছে তার মধ্য থেকেই প্রশ্ন এসেছিল। লিখিততে পাশ করার পর তাদের মৌখিক হয়। সেখান থেকেই তারা পাশ করে স্কলারশিপ লাভ করে।' প্রান্তিকের লক্ষ্য আগামীতে অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করে অঙ্কবিদ হওয়া এবং সোহম ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চায় বলে জানিয়েছে।

মার পুলিশকে

প্রথম পাতার পর

নিগৃহীতা এক নাবালিকার বক্তব্য, 'যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তাকে চিনতে পারিনি।' ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছি।' নাবালিকার বাবা জানান, 'গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে পুলিশকে জানাব।'

এদিকে, এই ঘটনার পেছনে বিজেপি এবং আরএসএস লোক ঢুকিয়ে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'ভিত্তিহীন।' ময়নাগুড়ি-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শিবশংকর দত্ত বলেন, 'গুজব ছড়িয়ে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে বিজেপি এলাকা অশান্ত করে তুলছে।'

দুর্ঘটনার শঙ্কা, নিরাপত্তায় প্রশ্ন

চার কিমি রাস্তা অন্ধকারে ডুবে

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১৮ ডিসেম্বর : ঘন কুয়াশায় ঢাকা রাস্তা। একটিও আলো জ্বলছে না। গয়েরকাটা থেকে আংরাভাসা যাওয়ার চার কিমি রাস্তা সন্ধ্যার পরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে যায়। ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে। ছিনতাই, বন্যপ্রাণী আক্রমণের আশঙ্কা নিয়েই গয়েরকাটা থেকে ধূপগুড়িগামী এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর ওই চার কিমি রাস্তা যাত্রীরা পার করেন। এই চার কিমি পথে গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত শনিবারই এই রাস্তায় এক বাইকচালকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকে ওই এলাকায় পথবাতির দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর প্রকল্প আধিকারিক জিতেন্দ্র প্যাটেলের বক্তব্য, 'রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে কেবল লাইট বসানোর কথা ছিল। সেটার বিদ্যুৎ সংযোগের কথা ছিল না। পরে প্রকল্পের মাধ্যমে ব্ল্যাক স্পট এলাকাগুলিতে সোলার লাইট বসাব।'

গয়েরকাটা থেকে আংরাভাসা যাওয়ার ওই রাস্তাটি গয়েরকাটা চা বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ওই বাগানের খাড়া বাঁক নিয়েছে রাস্তাটি।

গয়েরকাটা থেকে আংরাভাসা

ওই পথে একটি ট্রাকস্ট্যান্ড রয়েছে। হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ট্রাকস্ট্যান্ডে পথবাতির ব্যবস্থা করলেও সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। সেখানে বিশ্রাম দূরপাল্লার ট্রাকচালকরা নেন। ট্রাকস্ট্যান্ডে আলো না থাকায় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের নিরাপত্তাতে প্রশ্ন উঠেছে। হজেন্দর সিং নামে এক ট্রাকচালকের বক্তব্য, 'যাতায়াতের পথে রাতে অনেক সময় এখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম নিই। কিন্তু, এই এলাকাটি পুরো অন্ধকার। কয়েকদিন আগে এখানে আমাদের একটি গাড়ি থেকে তেল চুরি হয়েছে।'

চা বাগান ও মোরাঘাট জঙ্গল সংলগ্ন ওই রাস্তায় চিতাবাঘ সহ হাতির হানার আশঙ্কা রয়েছে। চা বাগান শ্রমিক আনিস এক্কা বলেন, 'এই রাস্তায় রাতে দ্রুতগতিতে দূরপাল্লার গাড়ি চলে। আলো না থাকায় পথচারী, সাইকেল ও বাইকচালকরা সমস্যায় পড়েন। যে কারণে এখানে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। দ্রুত এই রাস্তার আলো লাগানোর দাবি জানাচ্ছি।'

বানারহাট থানার ট্রাফিক ওসি আনন্দ নার্জিনারি জানান, ওই রাস্তায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। এখন আলোর ব্যবস্থা করতে হলে সোলার লাইট বসাতে হবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসা হবে।

নজিরবিহীন কাণ্ড এনবিইউ-তে

পরীক্ষার মধ্যে মাইক বাজিয়ে কার্নিভাল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : কেউ বলছেন লজ্জা, কেউ বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। পড়াশোনা লাটে তুলে পরীক্ষা চলাকালীন উচ্চগ্রামে মাইক বাজিয়ে ক্যাম্পাসে কার্নিভাল করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে।

বুধবার রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চের সামনে যখন কার্নিভালে চটুল হিন্দি, ইংরেজি গানে উদ্দাম নৃত্য হচ্ছিল তখন সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বিদ্যাসাগর মঞ্চে চলছিল স্নাতক স্তরের প্রথম সিমেস্টারের মেজর, মাইনর-এর একাধিক পরীক্ষা। শুধু বিকম নয়, নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে (এফওয়াইইউজিপি) টি সায়েন্স, বিবিএ, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স এবং সিবিসিএস ব্যবস্থাপনার বিকম-এর একাধিক পরীক্ষাও ছিল এদিন। কার্নিভাল মঞ্চের পাশে প্রশাসনিক ভবনে চলছিল আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রও। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাসের দাবি, পরীক্ষায় কোনওরকম অসুবিধা হয়নি। কার্নিভালের জন্য পড়াশোনারও ক্ষতি হয়নি।

বুধবারই শেষ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরে স্পট ভর্তি প্রক্রিয়া। ৭ জানুয়ারি থেকে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হবে। শিক্ষকরা বলছেন, এখন পর্যন্ত কেউ পাঠ্যক্রমের মাত্র ২০ শতাংশ, কেউ ৩০ শতাংশ পড়ানো শেষ করতে পেরেছেন। এত অল্প সময়ে পাঠ্যক্রম শেষ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। এইসময় যখন আরও বেশি করে ক্লাস দরকার তখন পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে কার্নিভাল করায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে শিক্ষক মহলেও। কার্নিভালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগীয় প্রধানকে চিঠি দিয়ে পড়ুয়া সহ উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। দু'দিন থেকেই কার্নিভালের জন্য অলিখিতভাবে ক্লাস বন্ধ করে আলপনা দেওয়া সহ নানা কাজ শুরু করেছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। ফলে তাঁদের পড়াশোনাও আরও ক্ষতি হয়েছে।

কার্নিভালের জন্য ১৪ জনের কমিটি তৈরি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডিন (বিজ্ঞান, কলা ও আইন) মহেন্দ্রনাথ রায়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার স্বার্থে দেখা যাঁর কাজ তিনি কীভাবে কার্নিভালে মত দিলেন তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। যদিও মহেন্দ্রনাথের কথা, 'পড়ুয়াদের একঘেয়েমি কাটাতে বিনোদনের জন্যই কার্নিভাল। ছাত্রছাত্রীদের কোনও সমস্যা হয়নি।' পরীক্ষার মধ্যে উচ্চগ্রামে মাইক বাজানোর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান তিনি।

কার্নিভাল নিয়ে ক্ষোভ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি রঞ্জন রায় বলেন, 'কে, কেন, কীসের স্বার্থে হঠাৎ করে কার্নিভালের আয়োজন করল তা জানি না। গোটা বিষয়টি নিয়েই আমি পুরোপুরি অন্ধকারে। সিলেবাস শেষ হয়নি। এখন আরও বেশি করে পড়াশোনার সময়। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ওই ধরনের কার্নিভাল না হওয়াই উচিত ছিল। পরীক্ষা চলাকালীন মাইক বাজানোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান নষ্ট হয়েছে।'

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট থেকে রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চ হয়ে প্রশাসনিক ভবনের দিকে যাওয়ার রাস্তার দুই দিকে বেশ কিছু স্টল তৈরি করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কার্নিভালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকরা তাঁদের গবেষণার কাজকর্ম প্রদর্শন করবেন। বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র কয়েকটি বিভাগের পড়ুয়ারাই স্টল বসেছিলেন। আর বটানি বাদে অন্য কোনও বিভাগের স্টলে গবেষণার কোনও বস্তু ছিল না। কেউ দিয়েছিলেন মোমোর দোকান, কেউ বাড়ি থেকে পোলাও রেঁধে এনে বিক্রি করেছেন। বেশিরভাগ স্টলই ছিল বহিরাগত কুটিরশিল্পী, কৃষকদের। জায়গার অভাবে শিলিগুড়ি কর্মাস কলেজের পরীক্ষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর ভবনে নেওয়া হয়। এক পরীক্ষার্থী অসুস্থ থাকায় এদিন তাঁর মা তাপসী সাহা সঙ্গে এসেছিলেন। পরীক্ষার মধ্যেই উচ্চগ্রামে মাইক বাজতে থাকায় ক্ষুব্ধ তাপসী বলেন, 'এরকম অসভ্যতা পাড়াতেও হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন হবে কল্পনাও করতে পারিনি।'

নীতির প্রশ্নে বিরোধী হলেও কার্নিভাল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছে এবিভিপি এবং টিএমসিপি দুই পক্ষই।

সামসিংয়ে প্রকৃতি পাঠ

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ১৮ ডিসেম্বর : ওদের মধ্যে কেউ দৃষ্টিহীন, কেউ বা ভালোভাবে কথা বলতে পারে না, কেউ আবার চলাফেরায় অক্ষম। বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কালিম্পংয়ে শুরু হল প্রকৃতি পাঠের শিবির। বিশেষ এই শিবিরে তাদের স্বর্নিভর করার পাশাপাশি প্রকৃতির বিভিন্ন গাছপালা, পশুপাখির সঙ্গে পরিচয়ও করানো হবে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা এইরকম বিশেষভাবে সক্ষম প্রায় ১২০ জন ছেলেমেয়ে এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন।

কালিম্পং জেলার পাহাড়, জঙ্গলের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সামসিং পোখরি মাঠে বুধবার থেকে ছয়দিনের এই শিবিরের

সামসিংয়ের পোখরিমাঠে ন্যাফের প্রকৃতি পাঠ শিবিরের সূচনা।

সূচনা হয়। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে এই ৩৩তম প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ সহ ঝাড়খণ্ড, অসম, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, রাজস্থান সহ ৯টি রাজ্য থেকে এসেছে অংশগ্রহণকারীরা। ছিলেন হস্তিবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া, উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জে ভি, রাজ্য ফরেস্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের উত্তরবঙ্গের জেনারেল ম্যানেজার কুমার বিমল, ন্যাফের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু প্রমুখ।

মমতার সাধ্য কি ঠেকান

প্রথম পাতার পর

এসব অপরাধমূলক কাজকর্মে মদত দিয়ে যে টাকা ওঠে, ছন্তি-রুক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নজরানা হিসেবে প্রতি মাসে তা চলে যায় নির্দিষ্ট কোনও কোনও জায়গায়। ভালো পোস্টিং, ভালো পদ পেতে যা জরুরি। যে কারণে এই দেদার চুরিতে সবাই যুক্ত হয়ে পড়ছেন। কেউ ইচ্ছায়, কেউ বাধ্য হয়ে। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। পারলে গ্রিন করিডর বানিয়ে বালি-পাথর, গোরু, কয়লা পাচারের গাড়িকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। ভালো জায়গায় পোস্টিং পেতে, পদ রাখতে মাসে মাসে কলকাতায় মোটা টাকা পাঠানোর কথা আজ আর কেউ আড়ালে-আবডালে বলেন না। উত্তরবঙ্গের একটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সেদিন বলছিলেন, এলাকায় বালি-পাথর পাচার, ড্রাগসের কারবার, জমির বেআইনি কারবার ভরে গিয়েছে। প্রতি রাতে গাড়িতে গোরু পাচার হচ্ছে। ব্যবস্থা নিতে গেলেই কোনও না কোনও নেতা বা সাহেবের ফোন আসছে। চাপের মুখে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে প্রশাসনে বা অপরাধের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেবে? তাদেরও যে হাত-পা বাঁধা। গত ২১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের বৈঠকে সরাসরি পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে টাকা খাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। বালি, কয়লা, সিমেন্ট যে পাচার হচ্ছে এবং প্রচুর তোলাবাজি চলছে, তা গোপন করেননি তিনি। রাখঢাক না রেখেই বলেছিলেন, 'আমি তো কারও কাছে এক টাকাও নিই না। প্রয়োজনে নির্বাচন করার জন্য লোকের কাছে আঁচল পাতি।' রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি বলেছেন, 'কেউ টাকা নিয়ে থাকলে ছাড়বেন না। কাকে ভয় পাচ্ছেন? আমি তো এসবের তোয়াক্কা করি না। আইন সবার জন্যই সমান।' এই মন্তব্য শুনে অনেকেই বলেছিলেন শুরু করেছেন, তা হলে কি মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় টাকা যাওয়ার খবর জেনে গিয়েছেন। তিনি কার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তা আজ কারও অজানা নেই। কিন্তু এরপরেও কি প্রশাসন দুর্নীতি, তোলাবাজি রুখতে কড়া পদক্ষেপ করবে?

গাছ কাটলে লাগাতে হবে নতুন চারা

শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : জলবায়ু পরিবর্তনের নানান প্রভাব পড়ছে উত্তরবঙ্গের পরিবেশের ওপর। বুধবার এই নিয়ে পরিবেশপ্রেমী সংস্থা অপ্টোপিকের উদ্যোগে শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হলে আয়োজিত হল পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার। এদিনের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন অসমের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে কাজ করা অন্যতম সংস্থা নেচার বেকনের কর্ণধার তথা অসম গৌরব সম্মানে সম্মানিত সৌম্যদীপ দত্ত, কোচবিহার ন্যাস গ্রুপের অরূপ গুহ, উত্তরবঙ্গের জলজ বাস্তু বিশারদ ডঃ বিমল চন্দ, পর্বতারোহী দেবব্রত ঘোষ, অপ্টোপিক-এর সভাপতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তী সহ অন্যরা।

সেমিনারে আলোচনার বিষয় ছিল 'আমাদের এই অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।' জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের ওপর যে প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে এদিন আলোচনা করা হয়। এদিনের সেমিনারে আলোচনায় উঠে আসে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য লাগাতার গাছ কেটে ফেলার বিষয়টি। উপস্থিত বক্তাদের কথায়, বহুতল নির্মাণের জন্য লাগাতার গাছ কাটা হলেও, তার পরিবর্তে কোথাও নতুন করে গাছ লাগানো হচ্ছে না। বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিকভাবে হলেও, তবে বর্তমানে তাতে মানুষেরও অনেক ভুল রয়েছে।

বিমল চন্দ বললেন, 'জলবায়ুর এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে নদীর বাস্তুতন্ত্রের ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রচুর মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।' এর ফলে ভবিষ্যতে বোরোলি মাছ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। অরূপ গুহের কথায়, 'জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে মানবজীবনে।'

আইএমএ'র রাজ্য সম্পাদক ফের শান্তনু

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : বিরোধীদের 'ক্লিন ওয়াশ আউট' করে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) রাজ্য শাখার ফের সম্পাদক হলেন শান্তনু সেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদক ছিলেন। বুধবার ভোটগণনায় দেখা যায়, শান্তনু পেয়েছেন ৪৩০টি ভোট। তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁরা অভয়া কাণ্ডে স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ রেখে অবস্থানে বসেছিলেন তাঁরা পেয়েছেন যথাক্রমে ১১৬ ও ২৬টি ভোট। এ নিয়ে তৃণমূলের এই প্রাক্তন সাংসদ সাতবার সংগঠনের রাজ্য শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

মাল পুরসভা

প্রথম পাতার পর

পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রসেনজিতের নিজস্ব বাড়িতে পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি এদিন। মালবাজার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৮ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে। যার মধ্যে দুটো ধারা জামিন অযোগ্য। পুরসভার টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে আফসান অনুপ্রবেশকারী ইস্যু বিরোধী দলগুলোকে আরও অক্সিজেন জুগিয়েছে।

অভিযোগ, জন্মমৃত্যুর সার্টিফিকেটের জন্য টাকা দাবি করতেন অভিযুক্ত পুরকর্মী। টাকা না দিলে সার্টিফিকেট প্রদান করা নিয়ে টালবাহানা করতেন তিনি। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'দুর্নীতির আঁতুড়ঘর তৈরি হয়েছে মালবাজার পুরসভায়। যা নিয়ন্ত্রণ করছেন দল থেকে বহিষ্কৃত পুরসভার চেয়ারম্যান। তিনি নিজের দায় এড়াতে কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।' বিজেপি নেতার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন আইনজীবী সুমন শিকদার সহ কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস।

মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করতে তৎপরতা। চৌধুরীহাটে বুধবার।

চৌধুরীহাটে উদ্ধার পাকিস্তানি মর্টার

সঞ্জয় সরকার

চৌধুরীহাট, ১৮ ডিসেম্বর : মুক্তিযুদ্ধের মাস চলছে। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিকামীদের লড়াইয়ের পর অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ এই মুক্তি আন্দোলনের বর্ষপূর্তির পরদিন ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে কয়েক হাত দূরে ডোবায় তাজা পাকিস্তানি মর্টার শেল মিলল। যা নিয়ে কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিকাড়ি এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পের ঠিক পাশের একটি জলাশয় থেকে তাজা শেলটি পাওয়া যায়। বুধবার বিএসএফের স্থানীয় আধিকারিক ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে স্থানীয় কৃষিজমিতে ভারতীয় সেনার অর্ডিন্যান্স বিভাগের বিশেষজ্ঞ দল শেলটি নিষ্ক্রিয় করে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের তরফে এবিষয়ে সরাসরি কোনও বক্তব্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু ওই শেলে ইংরেজিতে 'পাকিস্তান' ও '১৯৭১' সাল লেখা দেখে সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনার ব্যবহৃত মর্টার শেল বলে সকলের অনুমান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা বিনোদ দাস ডোবায় পরিষ্কার করে ধানের বীজতলা তৈরির কাজ করছিলেন। সেসময় কচুরিপানায় পিছলে ডোবায় পড়তেই তিনি পায়ে শক্ত কিছু অনুভব করেন। এরপর কোদাল দিয়ে কাদা সরাতে কাদামাখা ধাতব পদার্থ খুঁজে পান। সেটি যে আসলে একটি মর্টার শেল তা ঘুণাক্ষরেও তিনি টের পাননি। কাছেই এক জওয়ানকে সেটি দেখিয়ে কোনও সদুত্তর না পেয়ে সেটি নিয়ে তিনি বাড়ির পথে হাঁটা দেন। পুকুরের জলে সেটিকে পরিষ্কার করেন। সেসময় হিতেনের ভাইপো রঞ্জন মোদক মর্টার শেলে পাকিস্তান লেখা দেখে কাকাকে সতর্ক করেন। এরপর সকলের পরামর্শে হিতেন স্থানীয় ক্যাম্পে সেটি নিয়ে যান।

বুধবার হিতেনের বাড়িতে পড়শিদের ভিড় দেখা গেল। গতকালের ঘটনা হিতেন ভুলতে পারেননি। উদ্বেগের ছাপ পরিবারের বাকি সদস্যদের গলাতেও। কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে হিতেন বলেন, 'চার বিঘা জমিতে চাষবাস করে সংসার চলে। এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করব বলে বীজতলা বানানোর কাজ করছিলাম। সেসময় ধাতব পদার্থটি খুঁজে পাই। সেটি আসলে অস্ত্র এটা বুঝতে পেরে ক্যাম্পে দিয়ে এসেছি।' হিতেনের বৌদি দুর্গা মোদক জানান, খুব বড় বিপদ গেল। ওটাকে বাড়ি এনে ভাঙার চেষ্টা করলে একজনও পরিবারের কতজনের যে প্রাণ যেত! বরাত জোরে বেঁচেছি।'

এদিকে তাজা শেল উদ্ধারের ঘটনার খবর চাউর হতেই দিনহাটা মহকুমা ও কোচবিহার জেলাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বুলি মহন্তের কথায়, 'কাল থেকে একের পর এক বাহিনী ও পুলিশের গাড়ি আসায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার কথা শুনছি। এর মধ্যে বিস্ফোরকের কথা জানতে পেরে গত দু'দিন ভয়ে কেটেছে।

আঞ্চলিক ভাষা বাঁচাতে উদ্যোগ

আবদুল্লা রহমান

বাগডোগরা, ১৮ ডিসেম্বর : শিকড়ের টান অটুট থাকলেও অনেকে আপন ভাষায় ক্রমশ স্বাচ্ছন্দ্য হারাচ্ছেন। বদলাচ্ছে আপন সংস্কৃতিও। আজ থেকেই তৈরি এই সমস্যা নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনের এক আলোচনাচক্রে আলোকপাত করা হল।

উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র। শুরুতেই এই সংকটের সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন কেন্দ্রের অধিকর্তা মঞ্জুলা বেরা। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব চরিত্র থাকে, যার মধ্যে আমাদের বেড়ে ওঠা। সময়ের তাল মেলাতে আমাদের অন্য ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু নিজের এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে।'

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষা আছে। কিন্তু সব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। যেমন বোড়ো, রাভা, টোটো, সাদরি, রাজবংশী ইত্যাদি। ওই জনগোষ্ঠীগুলির ওপর অন্য ভাষার প্রভাব পড়ে। মঞ্জুলার কথায়, 'একজন আদিবাসী বা পিছিয়ে পড়া এলাকার ছেলে বা মেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে থাকলে নাগরিক জীবন যতটা তাঁকে আকর্ষণ করে, ততটা তার নিজের এলাকা করে না। এরা নিজের এলাকায় ফিরে আর নিজেকে মেলাতে পারবে না। এটাই সমস্যা।'

আলোচনার বিষয়, 'আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব।' বিশ্বায়নের প্রভাব যেমন অর্থনীতিতে, তেমন সমাজেও। বক্তারা বোঝালেন একই প্রভাব বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ওপর। ফলে সেই ভাষার নিজস্বতা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাব এক অসহায়ত্বকেও জাগিয়ে তুলতে চায় বলে উঠে এল বক্তাদের ভাষণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অধ্যক্ষ মহেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'চারদিকে বেকারত্ব। কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। তাঁরা কেউ পেশা বদলে হয়েছেন টোটোচালক, কেউ পরিযায়ী শ্রমিক। অথচ বিশ্বায়নের উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকাজে সাফল্য আনা যেতে পারে।'

তাঁর স্পষ্ট কথা, বিশ্বায়নকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে। কিন্তু 'ভাষা ও সংস্কৃতি যাতে ধ্বংসের মুখে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে' বলে সতর্ক করেন মহেন্দ্র। বুধবার আলোচনার সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক নূপুর দাস। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওই আলোচনায় অংশ নেবেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামল দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছন্দা চক্রবর্তী প্রমুখ।

অবসরে নতুন বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

ট্রফি খেলতে হাজির হওয়ার পরই অশ্বীন বুঝে গিয়েছিলেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মনের কথা। ওয়াশিংটন সুন্দরকে তাঁর আগে প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি অশ্বীন। তাই পারথ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের পরই তিনি অবসর ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আটকে দেন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টেও খেলেছেন অশ্বীন। বল হাতে নজর কাড়তে পারেননি। গাব্বা টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজাকে প্রথম একাদশে সুযোগ পান। আর তারপরই অশ্বীন তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেন বলে খবর। অধিনায়ক রোহিতের পাশে বসে সাংবাদিক সম্মেলনে অশ্বীন বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আজই আমার শেষ দিন। দেশের হয়ে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট থেকেই অবসর নিচ্ছি। আমার মধ্যে এখনও হয়তো অল্প কিছু ক্রিকেট বাকি রয়েছে। ক্লাব ক্রিকেটের পাশে আইপিএলে বাকি থাকা ক্রিকেটটা খেলব।'

অশ্বীন বরাবরই গম্ভীর স্বভাবের। সোজাকথা স্পষ্টভাবে বলতে পছন্দ করেন। আজ অবসর ঘোষণার দিনে আবেগী অশ্বীনকে দেখল দুনিয়া। যাঁর চোখে জল। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যাওয়া। এই আবেগে ভেসেই দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে রোহিত-বিরাট-রাহানে-পূজারাদের যেভাবে তাঁর কেরিয়ারকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেকথাও জানাতে ভোলেননি অশ্বীন। বলেছেন, 'আমার ক্রিকেট কেরিয়ারে যেসব কোচ, ফিজিও, সাপোর্ট স্টাফদের সাহায্য পেয়েছি, আজ সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আলাদাভাবে রোহিত, বিরাট কোহলি, আজিঙ্কা রাহানে, চেতেশ্বর পূজারার কথাও বলব। ওরা দীর্ঘসময় ধরে আমার বোলিংয়ে ক্যাচ ধরে উইকেট সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'

অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের আরও একটি দিকও সামনে আসছে। সৌজন্যে কোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পরই তিনি অশ্বীনের মতো সিনিয়রদের ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিলেন, এমন অভিযোগ অজানা নয় ভারতীয় ক্রিকেটমহলের। অভিযোগ যদি সত্যি হয় থাকে, তাহলে অশ্বীনের পর রোহিত-বিরাট-রবীন্দ্র জাদেজাদেরও দ্রুত অবসর গ্রহণ দেখতে পেলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

অশ্বীন আজ অবসরের দরজাটা শুধু খুলে দিলেন।

শুক্রবার প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগপত্র

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ ডিসেম্বর : জেলা সদর থেকে দূরে ১৩টি সার্কেলের নতুন নিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের শুক্রবার সংশ্লিষ্ট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অফিস থেকে ডিপিএসসি নিয়োগপত্র দেবে। এরপর শুক্রবারই বাকি ছয়টি সার্কেলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে ডিপিএসসি-র জলপাইগুড়ির নুর মঞ্জিল ভবন থেকে। বৃহস্পতিবার কাউন্সেলিং পর্ব শেষ হবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'দূরের স্থানের শিক্ষকদের বারবার ডিপিএসসি অফিসে যাতায়াতের ঝক্কি রুখতে এই সিদ্ধান্ত।' এদিকে বুধবার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের তৃতীয় দফার কাউন্সেলিং ছিল। এদিন মেটেলি, মালবাজার ও সদর দক্ষিণ সার্কেলের শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁদের পছন্দের স্কুল বেছে নেন। বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ পশ্চিম, সদর উত্তর ও রাজগঞ্জ তিন নম্বর সার্কেলের মাধ্যমে এবারের প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগের কাউন্সেলিং শেষ হবে। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের দাবি ছিল একদিনে নতুন প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হোক। সেটা বজায় থাকছে। বরঞ্চ শিক্ষকরা তাঁদের বাড়ির কাছের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অফিস থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে যাবেন।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, ডিপিএসসি অফিস থেকে যথাক্রমে সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, সদর পূর্ব, সদর পশ্চিম, রাজগঞ্জ তিন নম্বর ও রাজগঞ্জ পশ্চিম সার্কেলের নতুন প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অফিস থেকে ধূপগুড়ি চার নম্বর, রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি তিন নম্বর, ধূপগুড়ি, ধূপগুড়ি পশ্চিম, মাল দক্ষিণ, ময়নাগুড়ির চার নম্বর, ময়নাগুড়ি উত্তর, ময়নাগুড়ি, ময়নাগুড়ি দক্ষিণ, মেটেলি ও নাগরাকাটা এবং মাল সার্কেলের শিক্ষকরা নিয়োগপত্র পাবেন। ওই ১৩টি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার ডিপিএসসি অফিস থেকে প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগপত্র সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য। এবার জেলার ১২০৯টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৮৯৩টি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে।

যোগীকে নিয়ে কুমন্তব্যে গ্রেপ্তার মালদার তরুণ

রতুয়া, ১৮ ডিসেম্বর : প্রকাশ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদ্দেশে কুমন্তব্য করায় মঙ্গলবার দিল্লির শাহীনবাগ থেকে মালদার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে নয়ডা পুলিশ। এই খবর পেতেই শোরগোল পড়েছে রতুয়া থানার বাহারাল মধ্য সাহাপুর গ্রামে। ধৃত শেখ আতাউলের ওরফে খিজুর বাড়ি সাহাপুর গ্রামে। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার থেকে শুরু করে গ্রামবাসীও। তবে নয়ডা থানার পুলিশ আতাউল সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরেছে, সেসব মানতে রাজি নন গ্রামের কেউই। পরিবারের দাবি, ধৃত মানসিক ভারসাম্যহীন। সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, আতাউল ছোট থেকেই উল্টোপাল্টা কথা বলেন, সামান্য কারণে রেগে যান। তাঁর প্রয়াত মা-ও এই সমস্যা ছিল। তাঁর ছোট বোন পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্যহীন। স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি তিন মাস পরিবারের কাছে নিয়ে দিল্লিতে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে কখনও রিকশা, কখনও টোটো চালান তিনি। শাহিনবাগ এলাকায় থাকেন। দিল্লির সাংবাদিকদের প্রশ্নে উত্তেজিত হয়েই সম্ভবত তিনি ওই কুমন্তব্য করেছিলেন।

কাউন্সিলারদের ক্ষমতায় কোপ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : রাজ্যের শহরাঞ্চলে বেআইনিভাবে বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরির প্ল্যান পাশ করাতে পুরসভার কয়েকজন কাউন্সিলার যুক্ত বলেই কয়েকদিন আগে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে বহু এলাকায় শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। এই পরিস্থিতিতে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানোর ক্ষেত্রে কাউন্সিলারদের ক্ষমতা খর্ব করল নবান্ন। এবার থেকে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের প্ল্যান অনুমোদনের জন্য নতুন একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। ওই কমিটিতে পুরসভার পদাধিকারী ও কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক থাকবেন। প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এতদিন পুরসভার মেয়র বা চেয়ারম্যানকে মাথায় রেখে আবাসন তৈরির জন্য কাউন্সিলারদের একটি কমিটি এই অনুমোদন দিত। সরকারিভাবে তাকে বলা হত 'বোর্ড অফ কাউন্সিলার্স'। সেই কমিটিগুলি নবান্নের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। বদলে নতুন কমিটি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্ল্যানের অনুমোদন দেবে।

‘সিরিজ শেষেই অবসর নিতে পারত’

একান্ত সাক্ষাৎকারে মুথাইয়া মুরলীধরন

একনজরে রবিচন্দ্রন অশ্বীন

	টেস্ট	ওডিআই	টি২০	প্রথম শ্রেণি
ম্যাচ	১০৬	১১৬	৬৫	১৫৬
রান	৩৫০৩	৭০৭	১৮৪	৫২২১
অর্ধশতরান	১৪	১	০	২৫
শতরান	৬	০	০	৭
সর্বোচ্চ রান	১২৪	৬৫	৩১*	১২৪
উইকেট	৫৩৭	১৫৬	৭২	৭৫৮

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : মোবাইলটা টানা বেজে যাচ্ছিল। কিছুতেই তুলছিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে কলম্বোতে মুথাইয়া মুরলীধরনের সঙ্গে যখন মোবাইলে যোগাযোগ করা গেল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে কথাই বলতে চাইছিলেন না শুরুতে।

বিস্তর অনুরোধের পর রাজি হলেন অশ্বীনের অবসর নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে। টেস্ট ক্রিকেটে ৮০০ উইকেটের মালিক শুরুতেই জানিয়ে দিলেন, অশ্বীনের মতো কিংবদন্তির অবসরের টাইমিং তাঁকে অবাক করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের শেষে অশ্বীন অবসর নিলেই ভালো করতেন। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তিও সিরিজ শেষে অশ্বীন অবসর নিলে খুশি হতেন বলে জানিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। মুরলী অবশ্য কোনও ক্ষোভের পথে হাঁটলেন না। বরং টেস্ট ক্রিকেটে ৫৩৭ উইকেটের মালিক অশ্বীনের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

আচমকা অবসর অশ্বীনের

হুম, অশ্বীনের সিদ্ধান্তে আমি কিছুটা অবাকই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ শেষে অবসরের সিদ্ধান্তটা নিলেই ও ভালো করত। যাই হোক, অবসরের সিদ্ধান্তটা অশ্বীনের একান্তই ব্যক্তিগত। আমাদের সকলের উচিত ওর সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখানো। এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না।

অবাক করার মতো সিদ্ধান্ত

হ্যাঁ, অবাক তো আমি বটেই। দুপুরের দিকে এক বন্ধুর থেকে প্রথম খবরটা পাই। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টের পর অশ্বীন অবসর নিতে পারে, এমন একটা জল্পনার কথা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু ব্রিসবেন টেস্টের পরই অবসর নেবে, ভাবিনি। একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, একজন ক্রিকেটারের পক্ষে অবসরের সিদ্ধান্ত কখনই সহজ নয়। কিন্তু তারপরও থামতে হয় সবাইকে। হয়তো অশ্বীন সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

অশ্বীনের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত

এভাবে একটা কোনও মুহূর্তের কথা বলা কঠিন। ওর সঙ্গে অনেক স্মৃতি রয়েছে।

অশ্বীনের কৃতিত্ব

দুর্দান্ত স্পিনার অশ্বীন। ওকে থিংকিং ক্রিকেটার বলব আমি। দীর্ঘদিন ধরেই চিনি। লাল বলের টেস্টের পাশে সাদা বলের আইপিএলেও ওকে সফল হতে দেখেছি। ওর ফিটনেসের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নিশ্চিত নই আমি। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, আরও দুই বছর খেলা চালিয়ে যেতে পারত ও।

হরভজনের হাত থেকে একসময়

ভারতীয় ক্রিকেটে অফস্পিনারের শূন্যস্থান পূরণের ব্যাটনটা নিয়েছিল অশ্বীন। হয়তো ওর পর অন্য কেউ সেই দায়িত্বটা নেবে।

ওয়াশিংটনের জন্যই অবসর

বিষয়টা ঠিক জানা নেই আমার। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিনটি টেস্টের কোনওটাই পুরো অনুসরণ করার সময় হয়নি। তাই অশ্বীনের অবসরের পিছনে ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রভাব কতটা জানি না।

সাফল্য

ওডিআই বিশ্বকাপ ২০১১

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০১৩

এশিয়া কাপ ২০১০, ২০১৬

সম্মান

অর্জুন পুরস্কার ২০১৫

পলি উমরিগড় পুরস্কার ২০১২-’১৩

আইসিসি-র বর্ষসেরা ২০১৬

আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার ২০১৬

আইসিসি-র দশকসেরা টেস্ট দলের সদস্য ২০১১-’২০

আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট দলের সদস্য ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২১

অশ্বীনের রেকর্ড

৫৩৭ টেস্ট উইকেট : অনিল কুম্বলের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেটের গণ্ডি টপকেছেন অশ্বীন।

৭৬৫ আন্তর্জাতিক উইকেট : সব ফরম্যাট মিলিয়ে অশ্বীন ভারতের দ্বিতীয় সবাধিক উইকেটশিকারি।

দ্বিতীয় দ্রুততম ৫০০ টেস্ট উইকেট : লাল বলের ক্রিকেটে ৫০০ উইকেটের গণ্ডি টপকাতে ৯৮ ম্যাচ লেগেছে অশ্বীনের। যা টেস্টে দ্বিতীয় দ্রুততম। এছাড়াও টেস্টে ২৫০, ৩০০ ও ৩৫০ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে অশ্বীন বিশ্বে দ্রুততম।

ঘরে ৪৭৫ টেস্ট উইকেট : ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় সবাধিক টেস্ট উইকেট অশ্বীনের। সামনে শুধু অনিল কুম্বলে।

বোল্ড-এলবিডব্লিউ মিলিয়ে ৩০২ উইকেট : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অশ্বীন তৃতীয় বোলার যার বোল্ড ও এলবিডব্লিউ মিলিয়ে শিকারের সংখ্যা ৩০০-র বেশি। তাঁর আগে রয়েছেন মুরলীধরন (৩৩৬) ও জেমস অ্যান্ডারসন (৩২০)।

২২৬ উইকেট (বোল্ড ও এলবিডব্লিউ মিলিয়ে) : স্পিনারদের মধ্যে বোল্ড ও এলবিডব্লিউ মিলিয়ে সবাধিক ২২৬ উইকেট রয়েছে অশ্বীনের।

টেস্টে বোল্ডে ১০৯ উইকেট : অশ্বীন টেস্টে ১০৯ জন ব্যাটারকে বোল্ড করেছেন। যা চতুর্থ সবাধিক।

বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে দাপট : টেস্টে ২০০-র বেশিবার বাঁহাতি ব্যাটাদের আউট করেছেন অশ্বীন। যা সবাধিক।

সেরা স্ট্রাইক রেট : ভারতে টেস্টে অশ্বীনের স্ট্রাইক রেট ৪৬.০। যা অন্তত ২০০ উইকেট নেওয়া স্পিনারদের মধ্যে সেরা।

টেস্টে ৩৭ বার এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট : ভারতীয়দের মধ্যে এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে অশ্বীন সবার আগে। বিশ্বে দ্বিতীয়।

১১ বার সিরিজ সেরা : টেস্টে সবাধিক ১১ বার সিরিজ সেরা হয়েছেন অশ্বীন।

একই টেস্টে পাঁচ উইকেট ও শতরান : অশ্বীন চারবার একই টেস্টে পাঁচ উইকেট ও শতরান করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যা সবাধিক। বিশ্বে এই তালিকায় শীর্ষে ইয়ান বথাম (৫ বার)।

ডব্লিউটিসি-র ইতিহাসে প্রথম : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে অশ্বীন ৫০ উইকেট পান (২০২২ সালের মার্চে)।

ডব্লিউটিসি-তে ১৯৫ উইকেট : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তিন সংস্করণ মিলিয়ে সবাধিক ১৯৫ উইকেট রয়েছে অশ্বীনের।

৫০ টি২০ আন্তর্জাতিক উইকেট : প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি২০-তে ৫০ উইকেটের গণ্ডি স্পর্শ করেন অশ্বীন।

প্রকৃত লিডার ও কিংবদন্তি

বলছেন রোহিত

সাংবাদিক সম্মেলনে অশ্বীনের অবসর ঘোষণায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : হারা ম্যাচ ড্র।

সিরিজ ১-১ রেখে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে নামার ছাড়পত্র। চতুর্থ দিনের অন্তিম সেশনে জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের লড়াকু পার্টনারশিপ বদলে দেয় ম্যাচের সমীকরণ। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মার সাংবাদিক সম্মেলনে যদিও শুধুই রবিচন্দ্রন অশ্বীন!

ব্রিসবেনের প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি। কিন্তু সেই অশ্বীনকে নিয়েই হাজির রোহিত। শুরুতেই উপস্থিত সবাইকে স্তম্ভিত করে অশ্বীনের অবসর ঘোষণা। তারপর আবেগঘন মুহূর্তের কোলাজ। দীর্ঘদিনের সতীর্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগতাড়িত রোহিতও।

বুমরাহ-আকাশের ব্যাটিং-যুদ্ধের পিছনে ঘাম ঝরানোর কথা শোনালেন। জানালেন, যদি দাঁতে দাঁত চেপে সবাই মিলে লড়াই করা যায়, অসম্ভবকেও সম্ভব করা সম্ভব। কিন্তু ঘুরেফিরে অশ্বীন-আবেগ। বিদায়ি সতীর্থকে যথার্থ অর্থে লিডার, কিংবদন্তি আখ্যা দিলেন। ম্যাচ উইনারের তকমাও।

রোহিত বলেছেন, ‘আমরা একসঙ্গে অনেক বছর খেলছি। প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে। সারাজীবন যা মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে। প্রথম ম্যাচ থেকেই তুমি ‘ম্যাচ উইনার’। উঠতি বোলারদের প্রভাবিত করেছ। আমি নিশ্চিত অশ্বীনের ‘ক্লাসিক বোলিং অ্যাকশন’ নিয়ে আরও নতুন বোলারদের উঠে আসতে দেখব।’

রোহিত আরও যোগ করেছেন, ‘যথার্থ অর্থেই লিডার। ভারত, বিশ্ব ক্রিকেটে কিংবদন্তি। দল তোমার অভাব অনুভব করবে। তোমাকে এবং তোমার সুন্দর পরিবারের জন্য আগামীর অনেক শুভেচ্ছা রইল। যখন সমস্যায় পড়েছি, অশ্বীনের দিকে তাকিয়েছি। কাজের কাজ ঠিক করে দিয়েছে।

‘সামিকে নিয়ে এনসিএ বলতে পারবে’

পরিসংখ্যান ওর হয়ে কথা বলবে। ভারতীয় ক্রিকেটের এমন একজন সৈনিক, যে কোনও কাজই অসম্পূর্ণ রাখেনি।’

অশ্বীনের অবসর প্রসঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবিও করেন রোহিত। বলেছেন, ‘পারথে এসে শুনেছিলাম। তখন থেকেই এটা ওর মাথায় ঘুরছিল। অশ্বীনকে বুঝিয়ে গোলাপি বলে খেলার জন্য রাজি করি। তবে অনেক কিছু ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাকে সম্মান জানাই আমরা।’

দলের ম্যাচ বাঁচানো মরিয়া লড়াইয়ের উচ্ছ্বাসও রোহিতের গলায়। বলেছেন, ‘সিরিজ ১-১ রেখে মেলবোর্নে যাচ্ছি, যা আত্মবিশ্বাস জোগাবে। গতকাল দলের ইনিংস টানার জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব প্রাপ্য লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজার। আর বুমরাহ-আকাশ যেভাবে লড়াই করল, তা দেখার মতো। নেটে প্রচুর ব্যাটিং প্র্যাকটিস করে ওরা। তারই সুফল।’

প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পর ফিশফিশানি চলছিল, রোহিত অবসর নিতে পারেন। সেই সম্ভাবনাকে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে রোহিতের ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য, ‘মানছি ভালো খেলতে পারছি না। তবে আমি জানি, কীভাবে এটা কাটিয়ে উঠতে হবে। সব চেষ্টাই চলছে। নিজেকে একটু বাড়তি সময় দিতে চাইছি। শরীর, মন ঠিকঠাক আছে। চাপে নেই।’

চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানে সম্পর্কেও বড় দাবি করলেন রোহিত। জানিয়েছেন, দুজনেই ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন। পারফরমেন্স থাকলে অবশ্য ভারতীয় দলে ডাক পাবেন।

বাকি সিরিজে মহম্মদ সামির উপস্থিতির বিষয়টি বোর্ড, এনসিএ-র কোর্টেই ফের ঠেললেন। রোহিত সাফ বলেছেন, ‘এনসিএ থেকেই সামিকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত। সামি ওখানে রিহ্যাব করছে। ওরাই আপডেট দিতে পারবে।’

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট

বোলার	উইকেট
মুথাইয়া মুরলীধরন	৮০০
শেন ওয়ার্ন	৭০৮
জেমস অ্যান্ডারসন	৭০৪
অনিল কুম্বলে	৬১৯
স্টুয়ার্ট ব্রড	৬০৪
গ্লেন ম্যাকগ্রাথ	৫৬৩
রবিচন্দ্রন অশ্বীন	৫৩৭

টেস্টে স্পিনারদের সর্বাধিক উইকেট

বোলার	উইকেট
মুথাইয়া মুরলীধরন	৮০০
শেন ওয়ার্ন	৭০৮
অনিল কুম্বলে	৬১৯
রবিচন্দ্রন অশ্বীন	৫৩৭
নাথান লায়োন	৫৩৩

টেস্টে ভারতীয়দের সর্বাধিক উইকেট

বোলার	উইকেট
অনিল কুম্বলে	৬১৯
রবিচন্দ্রন অশ্বীন	৫৩৭
কপিল দেব	৪৩৪
হরভজন সিং	৪১৭
রবীন্দ্র জাদেজা	৩১৯

ড্রেসিংরুমে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে কেক খাওয়াচ্ছেন রোহিত শর্মা। বুধবার ব্রিসবেনে।

টেস্ট ড্র, গাব্বায় নায়ক সেই বৃষ্টিই

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫ ও ৮৯/৭ (ডি.)
ভারত-২৬০ ও ৮/০

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : পূর্বাভাস ছিলই। কিন্তু সেই পূর্বাভাস যে এভাবে বাস্তবে পরিণত হবে, অনেকেই ভাবেননি।

ভাবতে পারেননি অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও তাঁর সতীর্থরাও। তাই গাব্বা টেস্টের শেষ দিনে ৫৪ ওভারে টিম ইন্ডিয়াকে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলার পর যখন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল, আঁধারে ঢেকে গেল মাঠ, অজি অধিনায়ক বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, এই বুঝি আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদের দেখা মিলবে। আর টিম ইন্ডিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিংকে ফের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে সিরিজে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

বাস্তবে মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। তাই গাব্বা টেস্টে ভারত হারেনি। অস্ট্রেলিয়াও জেতেনি। বরং বৃষ্টির দাপটে বারবার বিঘ্নিত হওয়া টেস্টে ‘নায়ক’-এর ভূমিকায় বরুণ দেবতাই। হতে পারে দুর্দান্ত শতরানের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ট্রাভিস হেড। কিন্তু তাতে কী? ম্যাচের স্কোরবোর্ডে তো লেখা হয়ে গিয়েছে নিষ্প্রাণ ড্র-এর কথা। গতকালের ২৫২/৯ থেকে শুরু করে আজ ২৬০ রানে থেমে যায় ব্যাট হাতে আকাশ দীপ ও জসপ্রীত বুমরাহর যুগলবন্দি। কিন্তু তখন আর কে জানত পরের কয়েক ঘণ্টায় ক্রিকেট দুনিয়ার জন্য গাব্বা টেস্টের মঞ্চ চিরস্মরণীয় হতে চলেছে।

১৮৫ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বুমরাহ (১৮/৩) ম্যাজিকের সামনে থরহরি কম্প অজি ব্যাটিংয়ে। উসমান খোয়াজা (৮), মার্নাস লাবুশেনদের (১) বুমরাহ বোমার কোনও জবাব ছিল না। মহম্মদ সিরাজ (৩৬/২), আকাশরাও (২৮/২) আজ যোগ্য সঙ্গত করলেন তাঁদের বোলিং ক্যাপ্টেন বুমরাহকে। আজ তিন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কপিল দেবের রেকর্ড ভেঙে সবচেয়ে বেশি উইকেট দখলের নজির গড়েন বুমরাহ। স্টিভেন স্মিথ (৪), হেডরাও (১৭) দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ।

অক্সিজেন পেল ভারত

ভারতীয় পেসারদের সঠিক লাইনে শৃঙ্খলার বোলিংয়ের পাশে আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা টের পেয়ে কামিন্স ৮৯/৭ স্কোরে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ারের সিদ্ধান্ত নেন। টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণ বাড়াতে ম্যাচের ফলাফলের লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবেই দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ক্রিকেট দেবতার ভাবনা যে ভিন্ন খাতে বইছিল। তাই ৫৪ ওভারে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস শুরুর পরই বৃষ্টির খেলা শুরু। ২.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৮, এমন অবস্থায় ফের শুরু হওয়া বৃষ্টি আর থামেনি। প্রবল বৃষ্টির কারণে আম্পায়াররা কিছু সময় অপেক্ষার পর ম্যাচ ড্র-এর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

বৃষ্টির কারণে গাব্বা টেস্ট ড্র হওয়ার পরই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আচমকাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। তাঁর এমন সিদ্ধান্তের জন্য মোটেও তৈরি ছিল না ক্রিকেটমহল। ফলে গাব্বায় বৃষ্টি নায়কের মর্যাদা পাওয়ার মঞ্চে ভাগ বসালেন অশ্বীনও। চলতি টেস্টে অশ্বীন টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ছিলেন না। একমাত্র স্পিনার হিসেবে প্রথম একাদশে ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। দলে না থাকার পরও অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্ত ক্রিকেট সমাজের মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

ব্রিসবেন টেস্ট এখন ইতিহাস। ২৬ ডিসেম্বর থেকে সিরিজের চতুর্থ তথা বক্সিং ডে টেস্ট শুরু মেলবোর্নে। সেই টেস্টের আগে বুমরাহ-আকাশের ব্যাটে ফলোঅন বাঁচানোর আত্মবিশ্বাসের পাশে বোলারদের ছন্দে ফেরা, রোহিত শর্মার ভারতের জন্য থাকছে বেশ কিছু পজিটিভ দিক। বডার-গাভাসকার ট্রফির বাকি থাকা দুই টেস্টে জিততে পারলে টিম ইন্ডিয়ার জন্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার সুযোগও আসতে পারে। তাই অশ্বীনের হঠাৎ অবসর থেকে শুরু করে গাব্বার ব্যাটিং বিপর্যয় ভুলে টিম ইন্ডিয়াকে বক্সিং ডে টেস্টে নতুনভাবে শুরু করতে হবে।

হেড আউট হওয়ার পর গ্যালারিতে বিরাটের জার্সি গায়ে সিরাজ স্টাইলে এক কিশোরের নাচ কিন্তু ভাইরাল হয়েছে।

পুরোনো সব স্মৃতি ভিড় করছিল : বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : তখনও ম্যাচের ফলাফল চূড়ান্ত হয়নি। প্যাড পরে সাজঘরে বসে বিরাট কোহলি। পাশে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আচমকা দেখা যায় অশ্বীনকে জড়িয়ে ধরলেন বিরাট। চোখে জল ভারতীয় অফস্পিনারের। বড় কিছু ঘটার ইঙ্গিত ছিল দুইজনের যে আবেগঘন মুহূর্তে।

ম্যাচের পর সেই আবেগ বিরাটের গলাতেও। সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘তোমার সঙ্গে ১৪ বছর ধরে খেলেছি। যখন বললে আজ অবসর নেবে, আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে ভিড় করছিল এত বছরের সব স্মৃতি। তোমার সঙ্গে লম্বা এই সফর উপভোগ করেছি। কিংবদন্তি হিসেবে সবাই মনে রাখবে। অনেক শুভেচ্ছা রইল।’

শচীন তেন্ডুলকার : মন ও হৃদয়ের মেলবন্ধন যেভাবে মাঠে ঘটিয়েছ, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। নিখুত ক্যারম বল থেকে ব্যাট হাতে রান করা, জয়ের রাস্তা ঠিক খুঁজে নিয়েছ। তোমার রেখে যাওয়া লেগাসি অনুপ্রাণিত করবে সবাইকে।

অনিল কুম্বলে : তোমার ক্রিকেট সাফারি অসাধারণত্বের চেয়ে কম নয়। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। সেরাদের অন্যতম তুমি। সাতশোর বেশি আন্তর্জাতিক উইকেট। দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন।

গৌতম গম্ভীর : উঠতি বোলার থেকে আধুনিক ক্রিকেটের কিংবদন্তিতে পরিণত হতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিশ্চিত আগামীদিনে অনেকে বলবে তার বোলার হয়ে ওঠার নেপথ্যে অশ্বীন। তোমাকে মিস করব ভাই।

ম্যাচের মাঝে অশ্বীনের অবসরের কথা জানতে পেরে জড়িয়ে ধরলেন কোহলি।

রবি শাস্ত্রী : আমার কোচিং কেরিয়ারে তুমি অমূল্য সম্পদ ছিলে। অসাধারণ স্কিল, দক্ষতায় তুমি ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছ।

মহম্মদ সিরাজ : ম্যাচ জেতানো স্পেল থেকে ঐতিহাসিক মাইলস্টোন, অশ্বীনভাইয়ের ক্রিকেট-জার্নি অসাধারণের চেয়ে কম নয়। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।

লোকেশ রাহুল : তোমার স্কিল, দায়বদ্ধতা, আবেগ সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। তোমার সঙ্গে মাঠে, সাজঘরে কাটানো আমার কাছে সম্মানের।

ঋষভ পন্থ : যথার্থ কিংবদন্তি। প্রচুর শিখেছি তোমার থেকে। স্বাক্ষী থেকে তোমার ক্রিকেট দক্ষতার।

হরভজন সিং : এক দশকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় স্পিনের পতাকা বহন করেছো। সাবাশ। যা সাফল্য অর্জন করেছো, তা গর্বের।

আজিঙ্কা রাহানে : তোমার বোলিংয়ে স্লিপে দাঁড়িয়ে কখনও একঘেয়ে লাগত না। প্রতিটি বলেই মনে হত সুযোগ তৈরি হবে।

ইরফান পাঠান : যথার্থ অর্থে ম্যাচ উইনার। ব্যাটিং রেকর্ড ধরলে টেস্ট ক্রিকেটের অন্যতম অলরাউন্ডারও। সাবাশ অ্যাশ।

ইয়ান বিশপ : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা, দীর্ঘদিন যে উচ্চতায় বিচরণ করেছো, তার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

রজার বিনি : সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্যের অন্যতম কারিগর অশ্বীন। তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য রোল মডেল।

মাইকেল ভন : অভিনন্দন অশ্বীন। ভারতের জার্সিতে তোমার খেলা সবসময় উপভোগ করেছি।

সুরেশ রায়না : বল হাতে তোমার ম্যাজিক, ধারালো ক্রিকেট মস্তিষ্ক, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা অতুলনীয়। অসংখ্য স্মরণীয়, গর্বের মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য অভিনন্দন।

মেলবোর্নেও খেলবেন হেড, দাবি অজি অধিনায়কের

অশ্বীনের সিদ্ধান্তে অবাক কামিন্স

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : জোশ হ্যাজেলউড ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন। বাকি সিরিজে তারকা পেসারকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। আশঙ্কার মেঘ মিচেল স্টার্ক, ট্রাভিস হেডের ফিটনেস নিয়েও। যদিও এদিন ম্যাচ শেষে দুই তারকাকে নিয়েই আশ্বস্ত করলেন প্যাট কামিন্স। দাবি করলেন, ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু বক্সিং ডে টেস্টে স্টার্ক, হেডের খেলতে সমস্যা হবে না।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সময় অস্বস্তি পড়তে দেখা যায় হেডকে। ভারতীয় ইনিংসের সময় ফিল্ডিংও করেননি। কুঁচকির সমস্যা বলে মনে করা হচ্ছিল। যদিও সমর্থকদের আশ্বস্ত করে কামিন্স জানান, হেড ভালোই আছে। সমস্যা সামান্যই। মেলবোর্ন টেস্টে মাঠে নামতে অসুবিধা হবে না। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও হেড নিজে জানান, টানা ক্রিকেটের ধকল মাত্র। তবে তিনি ঠিকই আছেন।

হ্যাজেলউডকে না পাওয়ার আক্ষেপ অবশ্য যাচ্ছে না। কামিন্সের কথায়, ‘দলের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলার। প্রস্তুতি, ফিটনেস ট্রেনিং নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। বাড়িতে থাকলেও জিমে বিরতি নেই। চোটআঘাতের ঝুঁকি যতটা সম্ভব কমানোর প্রয়াস তো রয়েইছে। কিন্তু এই ধরনের চোট নিয়ে আগাম বলা মুশকিল।

> অনেক অনেক শ্রদ্ধা অশ্বীনকে। মাঠ এবং মাঠের বাইরে নিজেকে যেভাবে মেলে ধরেছে বছরের পর বছর, ওর বোলিং স্কিল এককথায় অসাধারণ। অবিশ্বাস্য বোলার।
>
> **নাথান লায়োন**

দুর্ভাগ্য বাকি সিরিজে ওকে পাব না।’

ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েও জয় অধরা। বৃষ্টি পথের কাঁটা। কামিন্স বলেছেন, ‘আজ শেষ দিনেও মরিয়া চেষ্টা ছিল। ওদের দশ উইকেট নেওয়ার জন্য কত ওভার ঠিকঠাক হবে, কত টার্গেট দেব, তা নিয়ে অনেক কিছু সমীকরণই ঘুরপাক খাচ্ছিল। শেষ দিনের পিচ-আশায় ছিলাম। কিন্তু আবহাওয়া বাদ সাধল।’

আকাশ দীপের উইকেট নেওয়ার পর সেলিব্রেশন ট্রাভিস হেডের।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের আবেগ প্রতিপক্ষ শিবিরেও। কামিন্স বেশ অবাক। বলেছেন, ‘অবাকই হয়েছি। চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার। এক দশকের বেশি টানা খেলছে। দুর্দান্ত কেরিয়ার। আমাদের ড্রেসিংরুমেও ওকে অত্যন্ত সম্মান করে সবাই।’

সেরা স্পিনারের দ্বৈরথে অশ্বীনের প্রতিপক্ষ নাথান লায়োন বলেছেন, ‘অনেক অনেক শ্রদ্ধা অশ্বীনকে। মাঠ এবং মাঠের বাইরে নিজেকে যেভাবে মেলে ধরেছে বছরের পর বছর, ওর বোলিং স্কিল এককথায় অসাধারণ। অবিশ্বাস্য বোলার।’ চলতি সিরিজে সময় হলেই জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। এদিন সকালেও দুজনে একফ্রেমে। অশ্বীনের মতো বোলারকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত মানতে পারছিলেন না। অফস্পিনার লায়োনের মতে, অশ্বীন প্রমাণ করেছে ও সর্বকালের সেরা স্পিনারদের অন্যতম। ৫৩০ উইকেট পাওয়া সেই অশ্বীনের প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়া তাঁর কাছেও বেশ অস্বস্তির।

শুভেচ্ছা

☺ **Argha & Aparna (নিউ পালপাড়া) :** শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'** (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ **শ্রেয়া ঘোষ :** শুভ জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমার জীবনের সাফল্য কামনা করি। **বাবা, মা, ভাই, স্বামী ও পরিবারবর্গ।** চিলড্রেন পার্ক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

☺ **সুস্মিতা দে :** আজ তোমার শুভ জন্মদিনে তোমাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানায় তোমার পরিবারবর্গ।

টেস্ট ড্র, গাব্বায় নায়ক বৃষ্টিই

পুরোনো সব স্মৃতি ভিড় করছিল : বিরাট

অশ্বীনের সিদ্ধান্তে অবাক কামিন্স

-খবর এগারোর পাতায়

'চলতি সিরিজেই সেঞ্চুরি করেছে'

ছন্দে নেই, মানতে নারাজ বিরাটের কোচ

ব্রিসবেন, ১৮ ডিসেম্বর : পারথে শতরান পেয়েছেন।

যদিও বাকি ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতা প্রবল সমালোচনার মুখে ফেলেছে বিরাট কোহলিকে। প্রশ্ন উঠছে, অফস্টাম্পের বাইরে বলে বারবার আউট হওয়া নিয়ে। কারও মতে টেকনিকের সমস্যা। কারও মতে সমস্যাটা মানসিক।

রাজকুমার শর্মা যদিও সমালোচকদের দাবি মানতে রাজি নন। মানতে নারাজ বিরাট ছন্দে নেই। কোহলির কোচের দাবি, চলতি সিরিজেই সেঞ্চুরি করেছে। দুই-একটা ইনিংসে রান না পেলেই হইচই করা অযৌক্তিক। বিরাটের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশাবাদী, শীঘ্রই বড় ইনিংস আসতে চলেছে।

রাজকুমার বলেছেন, '২০০৮ থেকে পারফর্ম করে দেখাচ্ছে ও। দুটো ইনিংসে রান না পাওয়ার কারণে ছন্দে নেই বলাটা ঠিক নয়। মনে রাখা উচিত চলতি সিরিজেই কিন্তু শতরান পেয়েছে। এই সিরিজে ক'জন ব্যাটার সেঞ্চুরি পেয়েছে?'

পরিসংখ্যান যদিও উলটো কথা বলছে। ২০২৪-'২৫ মরশুমে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড সিরিজে রান পাননি। ব্যাটিং গড় নামতে নামতে পঞ্চাশের নীচে। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তির মতে, টেকনিকে অল্প কিছু রদবদল করলেই অফস্টাম্প-হারাকিরি কেটে যাবে।

রাজকুমারের গলায় কিন্তু উলটো সুর। বিরাটের কোচের মতে, সুনীল গাভাসকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার। যে কোনও পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাগত। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। একটু ধৈর্য ধরুন, চলতি সিরিজেই আরও বড় কিছু ইনিংস অপেক্ষা করছে।

বিরাটের অফফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন কোচ রাজকুমার শর্মা।

> ২০০৮ থেকে পারফর্ম করে দেখাচ্ছে ও। দুটো ইনিংসে রান না পাওয়ার কারণে ছন্দে নেই বলাটা ঠিক নয়। মনে রাখা উচিত চলতি সিরিজেই কিন্তু শতরান পেয়েছে। এই সিরিজে কয়জন ব্যাটার সেঞ্চুরি পেয়েছে?
>
> **রাজকুমার শর্মা**
> (বিরাট কোহলির কোচ)

পরিসংখ্যানকেও পাত্তা দিতে নারাজ বিরাটের কোচ। বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে পরিসংখ্যান সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না। তবে বিরাট যে মাপের খেলোয়াড়, ও ঠিক স্বমেজাজে ফিরে আসবে।' আরও দাবি করেন, ভারতীয় ক্রিকেটের সবথেকে ধারাবাহিক ক্রিকেটার বিরাট। নিজের জন্য একটা বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছে। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলেই সমালোচনা, নানান মন্তব্য শুরু হয়ে যায়।

বিরাটের রোগ সারিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব একসময় প্রকাশ্যে দিয়েছিলেন গাভাসকার। যদিও ভারতীয় রান মেশিন সেপথে হাঁটেননি। অবশ্য সমস্যা মেটানোর প্রয়াসে চেষ্টার কসুর করছেন না। যখনই সুযোগ পাচ্ছেন নেটে পড়ে থাকছেন। রাজকুমার জানান, তাঁর সঙ্গেও কথা হয়েছে। তবে কী আলোচনা হয়েছে প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে তা বলতে রাজি নন।

রাজকুমারের কথায়, টেকনিক নিয়ে কিছু বলার নেই। ইতিবাচক মানসিকতারও কোনও অভাব নেই বিরাটের। দীর্ঘদিন সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেরা পারফরমেন্স দিয়ে আসছে। অভিজ্ঞ এবং পরিণত। নিজের খেলাটা ভালো বোঝে। জানে কোথায় ভুল হচ্ছে, কীভাবে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

ফিফার 'দ্য বেস্ট' ভিনিসিয়াস

দোহা, ১৮ ডিসেম্বর : ব্যালন ডি'অর জিততে না পারার আক্ষেপ বেশিদিন বয়ে বেড়াতে হল না। ফিফার 'দ্য বেস্ট' পুরস্কার জিতে নিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ২০২৩-'২৪ মরশুম সেরার মতোই কাটিয়েছেন ভিনি। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিলিয়ে ৩৯ ম্যাচে ২৪ গোল ছিল ব্রাজিলিয়ান তারকার নামের পাশে। সেই সুবাদেই ব্রাজিলের ষষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে 'দ্য বেস্ট' জিতলেন ভিনিসিয়াস। এবার ব্যালন ডি'অর-এও সম্ভাব্যদের তালিকায় ছিল ভিনির নাম। তবে শেষমুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ব্যালন জিতে নেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির স্প্যানিশ তারকা রড্রি। ফিফার 'দ্য বেস্ট' রিয়াল তারকার সেই ক্ষতে যে কিছুটা প্রলেপ দিল তা বলাই যায়।

> এই পুরস্কার তাঁদের জন্য, যাঁরা আমার মতো লড়াই করছে। যাঁরা মনে করে এখানে আসা সম্ভব নয়।
>
> **ভিনিসিয়াস জুনিয়ার**

মঙ্গলবার রাতে ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে আবেগে ভাসলেন ভিনি। বললেন, 'অবশেষে বর্ষসেরা ফুটবলার আমি। অনেক পরিশ্রমের ফল। আমাকে বারবার মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ওরা এখনও তার জন্য তৈরি নয়।' রিও ডি জেনেইরোর রাস্তা থেকে বল পায়ে এই দৌড়টা শুরু করেছিলেন ভিনিসিয়াস। তাঁর উঠে আসা রূপকথার গল্পের থেকে কিছু কম নয়। তাই ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'এই পুরস্কার তাঁদের জন্য, যাঁরা আমার মতো লড়াই করছে। যাঁরা মনে করে এখানে আসা সম্ভব নয়।' একইসঙ্গে শৈশবের ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভিনি। তারাই যে প্রথম রত্নটি চিনে নিয়েছিল। এদিকে ফিফার বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার হয়েছেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। এবার ব্যালন ডি'অরও জিতেছেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী এই মহিলা ফুটবলার।

একনজরে
ফিফার সেরার তালিকা

বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার
ভিনিসিয়াস জুনিয়ার

বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার
আইতানা বোনমাতি

বর্ষসেরা পুরুষ কোচ
কার্লো আন্সেলোত্তি

বর্ষসেরা মহিলা কোচ
এমা হেইস

বর্ষসেরা পুরুষ গোলরক্ষক
এমিলিয়ানো মার্টিনেজ

বর্ষসেরা মহিলা গোলরক্ষক
অ্যালিসা নায়েহার

পুসকাস অ্যাওয়ার্ড
আলেহান্দ্রো গারনাচো

মার্তা অ্যাওয়ার্ড: **মার্তা**

ফিফা ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড
থিয়াগো মাইয়া

ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড
গিলের্মে গানদ্রা মউরা

ব্যালন না জেতার ক্ষতে প্রলেপ

ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর থেকে দ্য বেস্টের ট্রফি নিচ্ছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

জুডিকায় আগ্রহী কেরালা, ফিফায় ওগিয়ের

মহমেডানের স্ট্রাইকার চাই, বলছেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : দলে একজন ভালো স্ট্রাইকার দরকার। দায়িত্ব নিয়েই একথা হেড ও ম্যানেজমেন্টকে জানাবেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু।

আপাতত জম্মু-কাশ্মীর দল নিয়ে হায়দরাবাদে আছেন সন্তোষ ট্রফির জন্য। ২৩ ডিসেম্বর গ্রুপ লিগে তাঁর দলের শেষ ম্যাচ। সেখান থেকে সরাসরি কলকাতায় উড়ে এসে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সদ্য মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহকারী কোচের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই কাশ্মীরি। কী ভাবনাচিন্তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমি মোটামুটি সব ম্যাচই দেখেছি মহমেডানের। যেটা মনে হয়েছে, স্ট্রাইকিং লাইনটা আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার। গোলই তো হচ্ছে না। তাই একজন ভালো মানের নম্বর ৯ লাগবে। সেটাই হেডকোচ আর ম্যানেজমেন্টকে বলব।' তিনি কী কী পরিবর্তন করবেন, সেসব নিয়ে কিছু ভেবেছেন কি না প্রশ্ন করলে বলেছেন, 'আমার কাজ তো হেডকোচকে সাহায্য করা। আগে ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বসব। যেভাবে সাহায্য চাইবেন, সেটাই করার চেষ্টা করব।' কোনওভাবেই আন্দ্রেই চেরনিশভকে এড়িয়ে নিজে থেকে কিছু করবেন না বলে জোর দিয়ে জানান মেহরাজ। তাঁর বক্তব্য, 'উনিই আমাদের সবার বস। আমি দলের ভালোর জন্য যেভাবে প্রয়োজন তাঁকে সাহায্য করব।'

এদিকে, পরপর দুই মাস বেতন না পেয়ে ফ্লোরেন্ত ওগিয়ের ফিফায় অভিযোগ জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এছাড়া কালোস ফ্রাঙ্কাও দল ছাড়তে চাইছেন। মহমেডানের জুডিকাকে নিতে আগ্রহী কেরালা ব্লাস্টার্স। মোটামুটিভাবে দুই দলের মধ্যে কথাবার্তাও এগিয়েছে এই বিষয়ে। মহমেডানেও কিছু ফুটবলার যে পরিবর্তন হবে দলে, সেকথা ম্যানেজমেন্টের তরফে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। রিজার্ভ দলের ইসরাফিল দেওয়ানকে সিনিয়ারে নিয়ে আসা হচ্ছে।

গোয়ার পথে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

গোয়ায় দলের সঙ্গে স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : দলের সঙ্গে গোয়া গেলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে শুক্রবার পরবর্তী ম্যাচ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। ওই ম্যাচ খেলতে এদিন দুপুরের বিমানে গোয়া গেল হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। চোট থাকলেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার স্টুয়ার্টকে। তবে খবর হল, তিনি খেলবেন না এই ম্যাচেও। রিহ্যাব করানোর জন্যই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে এই নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নন মোলিনা। তিনি আগেই বলেছেন, 'আমার কাছে দলের ২৬ জন ফুটবলারই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি মনে করি, প্রত্যেকেই সমান দক্ষ। একজন খেলতে পারছে না বলে তাঁকে নিয়ে যদি হা-হুতাশ করি, তাহলে তার পরিবর্তে যে খেলছে তাকে ছোট করা হয়। সেটা আমি কখনোই চাইব না।' এফসি গোয়া এই মুহূর্তে ভালো খেলছে। শেষ পাঁচ ম্যাচে অপরাজিত মানোলো মার্কুয়েজের দল। তবে তা নিয়েও চিন্তিত নন মোলিনা। তাঁর মন্তব্য, 'শুধু গোয়া কেন, সব ম্যাচই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন আমরা গোয়ার কাছে হারলাম, কিন্তু বাকি ম্যাচ জিতে কি শিল্ড জিততে পারব না? নিশ্চয় পারব। তাই সবসময় আমাদের কাছে পরবর্তী ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ।'

এই ম্যাচ থেকেও তিন পয়েন্ট নিয়েই ফেরা তাঁর লক্ষ্য বলে জানিয়ে দেন মোলিনা।

মানসিকতা বদলেই প্রত্যাবর্তন : অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে পিভি বিষ্ণুকে নামানোর পরেই ম্যাচে ফেরে ইস্টবেঙ্গল। পরিবর্ত হিসাবে তাঁকে নামানোটাই যে ম্যাচের রং বদলাতে সাহায্য করেছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ সেকথা অস্বীকার করছেন না। তবে সেটাই যে একমাত্র কারণ তা তিনি মানতে নারাজ।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে দল যেভাবে খেলছিল তাতে ভীষণই হতাশ ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'ছেলেদের বলেছিলাম, ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলছি। তাই এমন বাজে খেললে ৯০ মিনিট পর্যন্ত মাঠে দাঁড়ানোই কঠিন হয়ে যাবে। তা মাথায় রেখে খেলতে।' পাশাপাশি মুখে না বললেও অভিব্যক্তিতে তিনি বুঝিয়ে দেন ছেলেদের ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েননি। তবে ইস্টবেঙ্গল কোচ এখনও মনে করছেন, 'দলের সমস্যাটা টেকনিকাল নয়। ঘাটতি আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা ও মানসিকতায়।' সেই জায়গা থেকেই বিরতিতে ছেলেদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন ব্রুজোঁ।

জয়ের পর সমর্থকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

সুপার সিক্সের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে দলকে যে আরও ধারাবাহিক হতে হবে, আরও আক্রমণাত্মক ও দাপুটে ফুটবল খেলতে হবে, তা স্পষ্ট করে দেন স্প্যানিশ কোচ। বলেছেন, 'আমি আক্রমণাত্মক ফুটবলই পছন্দ করি। চাই প্রতিপক্ষের অর্ধেই বেশিরভাগ সময় খেলুক দল।' কিন্তু সেটা যে একদিনে সম্ভব নয় তাও মেনে নেন ব্রুজোঁ। এদিকে পাঞ্জাব ম্যাচে স্কোয়াডেই ছিলেন না দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তবে তিনি দ্রুত মাঠে ফিরবেন বলেই বিশ্বাস অস্কারের। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, শনিবার জামশেদপুর এফসি ম্যাচে স্কোয়াডে রাখা হলেও গ্রিক স্ট্রাইকারের প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা কম। তবে মাদিহ তালালের পাশাপাশি এবার সাউল ক্রেসপোর বিকল্পও খোঁজা শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল।

আদালতের সমন সাকিবকে

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর : খুনের মামলা চলছিল আগেই। যে কারণে ঘরের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলে টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায় বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের। এবার তাঁর নামে যুক্ত হল চেক বাউন্সের মামলা। সেই মামলায় প্রাক্তন সাংসদ সাকিব সহ আরও চারজনকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিল ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হক। সাকিবকে ১৮ জানুয়ারি আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার সূত্র অনুযায়ী, সাকিবের সংস্থা আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম আইএফআইসি ব্যাংক থেকে বেশ কয়েকবার ঋণ নিয়েছিল। তার পরিবর্তে দুটি চেক ইস্যু করে সাকিবের সংস্থা। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ চেক থেকে টাকা তোলা যায়নি। সেই কারণেই আইএফআইসি ব্যাংকের শাহিবুর রহমান সাকিবের সংস্থার নামে মামলা করেন গত ১৫ ডিসেম্বর।

জয়ের হ্যাটট্রিকে নকআউটে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফিতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলা। গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে ২-০ গোলে তারা হারাল রাজস্থানকে। সেইসঙ্গে টানা তিন ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠাও নিশ্চিত করলেন সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। বুধবার প্রথম গোলের জন্য বাংলাকে অপেক্ষা করতে হয় ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করেন ডিফেন্ডার রবিলাল মান্ডি। ৫৬ মিনিটে রবিলাল মান্ডির ক্রস থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা। শেষলগ্নে অরিত্র ঘোষের একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। ম্যাচের পর কোচ সঞ্জয় বলেছেন, 'আমরা সব ম্যাচ জেতার পরিকল্পনা নিয়েই এসেছি। বাকি ম্যাচগুলিতে প্রতিপক্ষ কে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। সব ম্যাচ জিততে হবে।'